জাতিসংঘের চেতনা মরে গেছে, আমেরিকার হাত রক্তে রঞ্জিত: এরদোগান

সারে-জমিন

আইএসএফকে জেতানোর আহ্বান নওশাদের

রূপসী বাংলা

রুশদি কি গাজায় গণহত্যাকে ন্যায্যতা দিতে চাইছেন

সম্পাদকীয়

হজের গুরুত্ব ও ফজিলত

দাওয়াত

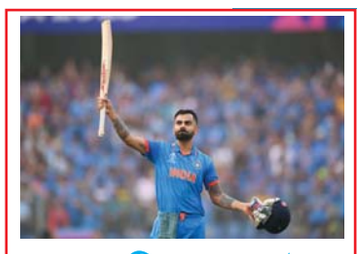

কোহলিকে ছাড়াই বিশ্বকাপ প্রস্তুতি শুরু ভারতের

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বৃহস্পতিবার
৩০ মে, ২০২৪
১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১
২১ যিলকদ, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 146 ■ Daily APONZONE ■ 30 May 2024 ■ Thursday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

দিল্লির ইতিহাসে সর্বোচ্চ ৫২.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা

আপনজন ডেস্ক: তীব্র তাপপ্রবাহে পুড়ছে রাজধানী নয়াদিল্লি। বুধবার নয়াদিল্লির মুঙ্গেশপুরে ৫২ দশমিক ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে। এই প্রথম ভারতের রাজধানীর তাপমাত্রা ৫০ ডিগ্রি সেলিসিয়াস ছাড়াল। দিল্লিতে অবস্থিত কেন্দ্রীয় আবহাওয়া অধিদপ্তর এ তথ্য জানিয়েছে।

বুধবার বেলা আড়াইটায় ৫২ দশমিক ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করে মুঙ্গেশপুর আবহাওয়া দপ্তর।

অন্যদিকে নয়াদিল্লির নারেলা শহরের তাপমাত্রা ছিল ৪৭ দশমিক ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

ভারতের বিভিন্ন স্থানে তীব্র তাপপ্রবাহের পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।

গত ১০ দিন ধরে উত্তর ভারতের সমভূমি জুড়ে যে চরম তাপপ্রবাহ পরিস্থিতি বিরাজ করছে, তার ফলে কিছু রাজ্য কর্তৃপক্ষ তাপজনিত অসুস্থতার ঝুঁকি কমাতে স্কুল বন্ধ বা বাইরের কাজ থেকে সাময়িক বিরতি দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।

দিল্লির লেফটেন্যান্ট গভর্নর ভি কে সাক্সেনা বুধবার নির্দেশ দিয়েছেন, তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে না নামা পর্যন্ত নির্মাণ শ্রমিকদের দুপুর থেকে বিকেল ৩টে পর্যন্ত সবেতন বিরতি অব্যাহত রাখতে হবে।

বাসযাত্রীদের স্বস্তি দিতে ও রাস্তায় পরিশোধিত বর্জ্য জল ছিটানোর জন্য মোতায়েন জলের ট্যাঙ্কারগুলিতে বাস ডিপোগুলিতে পানীয় জলের পাত্রের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্যপাল।

প্রচণ্ড তাপপ্রবাহের পরিস্থিতিতে বুধবার উত্তর ভারতের সমভূমির একাধিক স্থানে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়েছে, যা স্বাস্থ্যের পক্ষে বিপজ্জনক বলে মনে করা হচ্ছে, তবে ভারতের আবহাওয়া বিভাগ বৃহস্পতিবার থেকে তাপমাত্রা ধীরে ধীরে হ্রাস পাবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে।

দেশের আবহাওয়া বিভাগ (আইএমডি) দ্বারা প্রকাশিত তাপপ্রবাহের সতর্কতা মানচিত্রে দেশের ৩৬ টি আবহাওয়া সংক্রান্ত মহকুমার মধ্যে কমপক্ষে আটটিকে রেড জোনের অধীনে রাখা হয়েছে, যার অর্থ "সমস্ত বয়সের মধ্যে তাপজনিত অসুস্থতা এবং হিট স্ট্রোকের খুব উচ্চ সম্ভাবনা" রয়েছে।

'দেশ চালানো কেন মোদির দ্বারা বাড়ি চালানো সম্ভব নয়'

এরকম মিথ্যাবাদী প্রধানমন্ত্রী জীবনে কখনও দেখিনি: মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: তৃণমূল সুপ্রিমো তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বুধবার দুটি জনসভা করলেন। একটি মেটিয়াবুরুজে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে। আর অন্যটি যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী সায়নী ঘোষের সমর্থনে।

এদিন মেটিয়াবুরুজের সভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম থেকেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে আক্রমণ করেন। মমতা বলেন, দেশের নেতা মহাত্মা গান্ধি, নেতাজি সুভাষ, মৌলানা আবুল কালাম আজাদের মতো হওয়া উচিত। দেশের নেতা তারই হওয়া উচিত যিনি সবচেয়ে বড় মানবিক, যিনি সর্ব ধর্মকে নিয়ে চলেন, সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের কথা বলেন তার দেশের নেতা হওয়া উচিত। কিন্তু মোদি নেতা হয়ে গিয়েছেন পিছলে গিয়ে। মমতা দাবি করেন, টাকার জোরে মোদি প্রধানমন্ত্রী হয়ে গিয়েছেন। আর হয়ে যাওয়ার পরে অহঙ্কারে ডুবছে, অহঙ্কারে মরছে। আর অহঙ্কারের স্রোতে মুখে কথার ভাষা হারিয়ে গিয়েছে। এই রকম মিথ্যাবাদী প্রধানমন্ত্রী আমি জীবনে কখনও দেখিনি। প্রধানমন্ত্রীর মিথ্যা বলার উদাহরণ তুলে ধরে মমতা বলেন, মোদি আজ কাকদ্বীপে বলে এসেছেন, উনি নাকি টাকা দিয়েছেন নদীর পাড়া বাঁধানোর জন্য। আমি খোঁজ নিয়ে জানতে পারি উনি এক টাকাও দেননি। তাই তাকে মিথ্যেবাদী বলব না তো কি বলব, সেই প্রশ্ন তোলেন মমতা।

মমতা এ প্রসঙ্গে বলেন, নদীর বাঁধের কাজে রাজ্য সরকার ৫,৫০০ কোটি টাকা পাঁচ বছরে খরচ করেছে। কিন্তু কেন্দ্র এক পয়সাও খরচ করেনি।

মমতা আরও জানান, একশো দিনের কাজের টাকা দেয়নি, বাড়ি তৈরি টাকা দেয়নি, রাস্তা তৈরির টাকা দেয়নি। মমতা দাবি করেন, মাল্টি সুপার হাসপাতালগুলি রাজ্য সরকারে নিজে তৈরি করেছে। তৃণমূল সরকার আসার আগে রাজ্যে ১২ টি মেডিক্যাল কলেজ ছিল। আর এখন প্রাইভেট মিলিয়ে তা ৪২ টি হয়েছে। এছাড়া রাজ্যে ১২ টি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। এখন তা ৪০-৪৫ টায় পৌঁছেছে।

মমতা এ নিয়ে অভিযোগ করেন, এত কিছুর পরও মোদিরা বলে যাচ্ছেন রাজ্যে উন্নয়ন হয়নি। তাই প্রধানমন্ত্রী যখন এমন মিথ্যা কথা বলেন, তখন তার দ্বারা দেশ চালানো কেন বাড়ি চালানো সম্ভব নয় বলে তিনি মন্তব্য করেন।

মমতা বলেন, আজ দেশের সব বিক্রি করে দিয়েছে। রেল থেকে শুরু করে সেইল সব বিক্রি করে দিয়েছে। সব বিক্রি করে দিয়েছে। এখন আর তারা গান্ধিজিকে মানে না, নেতাজিকে মানে না।

মোদিকে বসন্তের কোকিল বলে কটাক্ষ করেন মমতা। তিনি বলেন, একবার করে আসেন। আর কু কু করে ডাক দিয়ে উড়ে চলে যান।

মোদি বাংলায় বেশি আসন পাবেন দাবি করায় মমতা তার সমালোচনা করে বলেন, এটা বিজেপির হারের লক্ষণ। মোদি বলেছেন, উত্তরপ্রদেশ, বিহারের থেকেও বাংলায় বেশি ভোটে জিতবে বিজেপি। তার অর্থ উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে কি হারবে বিজেপি। বাংলায় বেশি আসন পেয়েও কেন্দ্রে সরকার গড়তে পারবে না বলে ভবিষ্যৎ বাণী করেন মমতা। তিনি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেন, মোদি কি কেন্দ্রে সরকার গড়তে পারবেন।

মমতা বলেন, রোজ বিজ্ঞাপন দিয়ে মিথ্যা ছড়িয়েছেন মোদি। তৃণমূলকে চোর বানিয়েছেন। আপনার থেকে আর বড় চোর ডাকাত আর কেউ নেই, মাথায় রাখবেন।

মমতা মোদিকে বলেন, তৃণমূলকে চোর বললে তার সপক্ষে প্রমাণ দিন। উল্টে মোদির কাছে মমতা জানতে চান, পিএম কেয়ারের টাকা কোথায় গেল, নোটবন্দির কালো টাকা কোথায় গেল?

মোদি নিজেকে দেবতা বলে দাবি করায় তাকে কটাক্ষ করে বলেন, উনি দেবতার উপর বড় দেবতা। জগন্নাথ দেব নাকি ওনাকে গুরু মানেন। তা আমি বলেছি, নিজেকে মনে করেন সব থেকে বড় দেবতা হলে মমতা নকুল দানা দিয়ে, ফুল ভোগ দিয়ে মন্দির বানিয়ে দিতে চান মোদির জন্য। খান দান ঘুরে বেড়ান। কিন্তু রাজনীতি করার নামে মিথ্যা কথা বলবেন না।

মমতা এদিন সিপিএমের সঙ্গে বিজেপির আঁতাতের অভিযোগ তোলেন।

এ বিষয়ে মমতা বলেন, বিজেপি সিপিএমের পতাকা লাগিয়েছে। সিপিএমে কংগ্রেসকে খেলাচ্ছে। মমতা অঙ্গীকার করেন, যতদিন বিজেপি কংগ্রেস সিপিএমে গাঁটবন্ধন থাকবে আমি বেঁচে থাকতে ততদিন তৃণমূলের সঙ্গে সমঝোতা করব না।

মমতা বলেন, বামফ্রন্টের সবাই খারাপ ছিল না। সবচেয়ে অত্যাচারী ছিল সিপিএম। তাদেরকে যখন ৩৪ বছরের শাসন ক্ষমতা থেকে হঠিয়ে দিতে পারি তাহলে মোদিকেও হঠিয়ে দিতে পারব বলে দাবি করেন মমতা।

মমতা মেটিয়াবুরুজের মঞ্চে অভিষেককে তুলে ধরে তার জন্য ভোট প্রার্থনা করেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি অভিষেককেও যে কটাক্ষ করতে ছাড়েন না তার উপমা দিয়ে বলেন, তার হাঁটুর বয়সি ছেলে। এদেরকে বলা হচ্ছে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবে।

এদিন মমতার সভায় উপস্থিত ছিলেন ফিরহাদ হাকিম, বিধায়ক আবদুল খালেক মোল্লা সহ এলাকার কাউন্সিলর প্রমুখ।

মেটিয়াবুরুজ ছাড়াও বারুইপুরের ফুলতলায় সাগর সংঘের মাঠে সায়নী ঘোষের সমর্থনে জনসভায় মমতা প্রবলভাবে মোদির বিরুদ্ধে সোচ্চার হন।

সিনেমা তৈরি হওয়ার আগে কেউ চিনতেন না গান্ধিজিকে: মোদি

আপনজন ডেস্ক: রিচার্ড অ্যাটেনবরোর সিনেমার আগে মহাত্মা গান্ধিকে চিনত না বলে দাবি করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি বলেন, গান্ধিজিসম্পর্কে জানার জন্য একমাত্র প্রধানমন্ত্রীকেই সিনেমা দেখতে হবে। এবিপি নিউজের সঙ্গে কথা বলার সময় প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেছিলেন, কংগ্রেস গান্ধিকে জনপ্রিয় করার জন্য খুব বেশি কিছু করেনি এবং ১৯৮২ সালের ছবিটি মুক্তি পাওয়ার পরেই বিশ্ব তার সম্পর্কে জানতে পারে। মোদি বলেন, মহাত্মা গান্ধি বিশ্বের এক মহান আত্মা ছিলেন। এই ৭৫ বছরে আমাদের কি দায়িত্ব ছিল না মহাত্মা গান্ধি সম্পর্কে বিশ্বকে জানানো? তার কথা কেউ জানত না। আমাকে ক্ষমা করবেন, কিন্তু পৃথিবীতে প্রথমবার তাঁকে নিয়ে কৌতূহল এসেছিল যখন গান্ধি চলচ্চিত্রটি নির্মিত হয়েছিল। আমরা তা করিনি।

রাহুল গান্ধি এক্স-এ একটি পোস্টে তাঁর প্রতিক্রিয়ায় বলেন, মহাত্মা গান্ধি সম্পর্কে জানতে কেবল 'পুরো রাষ্ট্রবিজ্ঞানের' একজন ছাত্রকে ছবিটি দেখতে হবে। মোদি আরও দাবি করেন, গান্ধির আগে বিশ্ব মার্টিন লুথার কিং এবং নেলসন ম্যান্ডেলাকে চিনত।

বিশ্ব যদি মার্টিন লুথার কিং, নেলসন ম্যান্ডেলাকে চিনত, গান্ধি তাদের চেয়ে কোনো অংশে কম ছিলেন না এবং আপনাকে তা মেনে নিতে হবে। বিশ্ব ভ্রমণের পর আমি এ কথা বলছি। আটলান্টার মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র মেমোরিয়ালে গান্ধির প্রতিকৃতি রয়েছে। মোদির মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ইনচার্জ যোগাযোগ জয়রাম রমেশ বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদি তাঁর আমলে গান্ধির উত্তরাধিকারকে ধ্বংস করেছেন। যদি কেউ মহাত্মার উত্তরাধিকার ধ্বংস করে থাকেন, তবে তিনি স্বয়ং বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী। তাঁর নিজের সরকারই বারাণসী, দিল্লি ও আহমেদাবাদে গান্ধিবাদী প্রতিষ্ঠানগুলিকে ধ্বংস করেছে। আরএসএস কর্মীদের এটাই পরিচয় যে তারা মহাত্মা গান্ধির জাতীয়তাবাদ জানে না। নাথুরাম গডসে গান্ধিজিকে হত্যা করেছিলেন তাদের আদর্শে তৈরি পরিবেশের জন্য।

এ বিষয়ে রাহুল গান্ধি বলেন, এরা গান্ধিকে বোঝে না। ওরা শুধু গডসেকে বোঝে। গান্ধিজি সারা বিশ্বের কাছে প্রেরণা ছিলেন, মার্টিন লুথার কিং, নেলসন ম্যান্ডেলা, অ্যালবার্ট আইনস্টাইন – প্রত্যেকেই গান্ধিজির কাছ থেকে অনুপ্রেরণা নিয়েছিলেন। ভারতে কোটি কোটি মানুষ গান্ধির পথ অনুসরণ করে। যারা অসত্য ও হিংসা অনুসরণ করে তারা গান্ধিজিকে বুঝতে পারবে না।

দেশদ্রোহ মামলায় ছাত্রনেতা শারজিল ইমামের জামিন মঞ্জুর

আপনজন ডেস্ক: ২০২০ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মামলায় রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও বেআইনি কার্যকলাপের অভিযোগে অভিযুক্ত ছাত্রকর্মী শারজিল ইমামকে জামিন দিল দিল্লি হাইকোর্ট। এর আগে দোষী সাব্যস্ত হলে সর্বোচ্চ অর্ধেকের বেশি সাজা ভোগ করা সত্ত্বেও তাকে জামিন না দেওয়ায় বারে বারে ট্রায়াল কোর্টের আদেশের সমালোচনা করেছেন ইমাম।

বিচারপতি সুরেশ কুমার কাইত এবং বিচারপতি মনোজ জৈনের বেঞ্চ ইমাম ও দিল্লি পুলিশের আইনজীবীর বক্তব্য শোনার পর বলে, আপিল করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

প্রসিকিউশন অনুসারে, ইমাম ২০১৯ সালের ১৩ ডিসেম্বর জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া এবং ১৬ ডিসেম্বর আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলেন যেখানে তিনি আসাম এবং উত্তর-পূর্বের বাকি অংশকে দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করার হুমকি দিয়েছিলেন।

ইমামের বিরুদ্ধে দিল্লি পুলিশের বিশেষ শাখার দায়ের করা মামলায় মামলা করা হয়েছিল, যা প্রাথমিকভাবে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে নথিভুক্ত করা হয়েছিল এবং পরে ইউএপিএ-র ১৩ ধারা প্রয়োগ করা হয়েছিল।

এ মামলায় ২০২০ সালের ২৮ জানুয়ারি থেকে তিনি কারাগারে রয়েছেন।

ইমাম নিম্ন আদালতে দাবি করেছিলেন যে তিনি গত চার বছর ধরে হেফাজতে রয়েছেন এবং দোষী সাব্যস্ত হলে বেআইনি কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইনের ১৩ ধারা (বেআইনি কার্যকলাপের শাস্তি) এর অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ সাজা ৭ বছর। ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৩৬-এ ধারা অনুযায়ী, কোনও ব্যক্তি যদি অপরাধের জন্য নির্ধারিত সর্বোচ্চ সাজার অর্ধেকের বেশি ব্যয় করেন, তাহলে তাঁকে হেফাজত থেকে মুক্তি দেওয়া যায়।

গত ১৭ ফেব্রুয়ারি নিম্ন আদালত তাঁর জামিন না দিলেও রাষ্ট্রপক্ষের মামলার শুনানি শেষে 'ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে' অভিযুক্তের হেফাজতের মেয়াদ আরও বাড়ানো যেতে পারে বলে রায় দেয়।

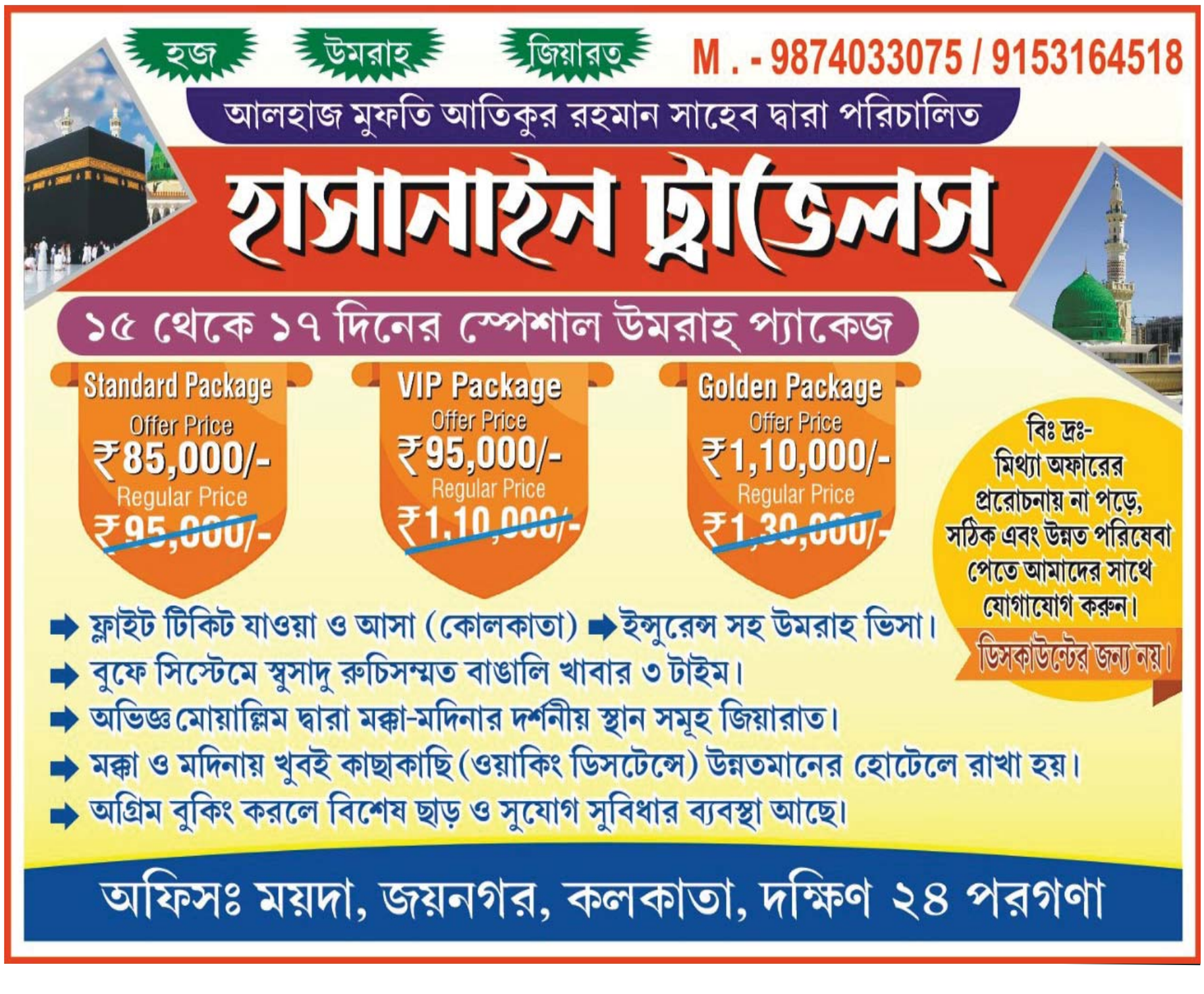

প্রথম নজর

লাভপুরে পেট্রোল পাম্পে ভয়াবহ ডাকাতি

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: মঙ্গলবার রাত্রি ৯টা নাগাদ লাভপুরের মানপুর গ্রামে ইন্ডিয়ান অয়েল পেট্রোল পাম্পে ডাকাতির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল বুধবার।
উল্লেখ্য, মঙ্গবরবার রাত্রি ৯টা নাগাদ লাভপুরের মানপুর গ্রামের ইন্ডিয়ান অয়েল পেট্রোল পাম্পের কর্মীরা তাদের কাজ শেষ করে ক্যাশ কাউন্টিং করছিলেন আর ঠিক সেই সময়ই দুইজন দুষ্কৃতী এসে তাদের উপর চড়াও হয়, তারপর তাদের মারধর করে এমনকি তাদের মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে ৪০ থেকে ৫০ হাজার টাকা লুট করে নিয়ে চলে যায় তারা। গতকাল রাতে লাভপুর থানায় অভিযোগ জানানো না হলেও আজ সকালেই যথারীতি লাভপুর থানায় গিয়ে ওই পেট্রোল পাম্পের মালিক সুশান্ত চৌধুরী লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্তও শুরু করেছে লাভপুর থানার পুলিশ। রাত্রি ৯টা নাগাদ তখনও প্রায় মানপুর গ্রামে ছিল মানুষের আনাগোনা আর সেই মানুষের আনাগোনাকে কাটিয়েই এই দুঃসাহসিক ডাকাতি ঘটে গেল লাভপুরে, যদি এই ধরনের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। ইতিমধ্যেই প্রকাশ্যে এসেছে সিসিটিভি ফুটেজ।

যানজট ফারাক্কায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: সকাল থেকে ফারাক্কার বল্লালপুর থেকে ফারাক্কা ব্যারেজ পর্যন্ত জাতীয় সড়কে ব্যাপক যানজট। ফলে আটকে যাত্রীবাহী বাস। টোটো, অটো। একাধিক জায়গায় দুর্গভোগের কবলে এম্বুলেন্স। বাইক নিয়ে পারাপার করতে হিমসিম অবস্থা সাধারণ মানুষের। বাধ্য হয়ে বাস থেকে নেমে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছেন যাত্রীরা। সমস্যায় পড়েছেন চিকিৎসা করতে যাওয়া রোগীরা। টানা কয়েকদিন ধরে এধরনের জ্যাম চলছে ফারাক্কায়। চরম নাজেহাল অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে আমজনতার। যদিও কি কারণে তা এখনো স্পস্ট নয়। যদিও ট্রাফিক পুলিশের দাবি, ফারাক্কা ব্যারেজের শেষ দিকে মালদা প্রবেশের মুখে রাস্তায় গর্তের কারণে যানজট হচ্ছে। পাশাপাশি তাদের দাবি, উভয় লেনেই গাড়ি প্রবেশ করেই জ্যমের সৃষ্টি হয়েছে। জ্যাম নিরসনে পুলিশি হস্তক্ষেপের দাবি উঠেছে।

পরিযায়ী পাখিকে বাঁচাতে মরিয়া চেষ্টা মালদার গ্রামবাসীর

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: পরিযায়ী পাখিকে বাঁচাতে মরিয়া চেষ্টা গ্রামবাসীর।মালদহের মানিকচক বিরল প্রজাতির বড় আকারের এক পরিযায়ী পাখি উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য তৈরি হল মালদার মানিকচকের ধরমপুরের সদাগরটোলা এলাকায়।পাখিটিকে স্থানীয় এক বাসীন্দা আপাতত নিজের বাড়িতে রেখে খবর দিয়েছেন বন দপ্তরে।এলাকাবাসী জয়ন্ত মন্ডল বলেন- সোমবার সকালের দিকে তারা হঠাৎ করেই এলাকার এক শিমুল গাছের নিচে পাখিটিকে পড়ে পুড়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে কিন্তু উড়ে যেতে পারছে না। এই পরিস্থিতিতে কোন বুদ্ধি না পেয়ে পাখিটিকে বাড়ি নিয়ে আসে।যাতে পাখিটি কে কোন জীবজন্তু খেয়ে না ফেলে ক্ষতি না করে বসে।খবর দেওয়া হয় বনদপ্তরে।পাখিটি উড়তে পারছিল না কিছু সমস্যা রয়েছে তা বর্তমানে নিজের বাড়িতে রাখে রেখেছেন বনদপ্তর হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন।গৌতম মন্ডল এর অনুমান বিরল প্রজাতির পরিযায়ী পাখি। রেমাল ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে কোনভাবে দলছুট হয়ে এই এলাকায় চলে এসেছে। তাই তারা বন দপ্তর এসে পাখিটিককে উদ্ধার করে নিয়ে কোন নিরাপদে আশ্রয়ে রাখার ব্যবস্থা করুক।

বিজেপিকে তুলোধনা জেলা তৃণমূলের

মনিরুজ্জামান ● বারাসত

আপনজন: বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী হাজি সেখ নুরুল ইসলামের সমর্থনে বুধবার বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত বারাসাত ২ নম্বর ব্লকের দাদপুর,কীর্ত্তিপুর ১ ও ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় একাধিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিজেপি নেতাদের কুমিরের কান্না বাংলার মানুষ বুঝে নিয়েছে। মানুষ ভোটিং মেশিনে শুধুই জোড়া ফুলের বোতামে চাপদেবে বলে মন্তব্য করেন বসিরহাট তৃণমূল নির্বাচনী কোর কমিটির অন্যতম সদস্য তথা তৃণমূল মাদ্রাসা টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন রাজ্য সভাপতি একেএম ফারহাদ। বিজেপি ও আইএসএফকে তীব্র কটাক্ষ করে তিনি বলেন,ভোট এলে ওদের কুমিরের কান্না শুরু হয়। অন্যদিকে সারাবছর মানুষের পরিষেবা দেওয়াই তৃণমূল কংগ্রেসের মূল চালিকাশক্তি। তিনি দৃঢ় কণ্ঠে বলেন, ভয় পেয়েছে বিজেপি! কেন্দ্রে পালাবদলের চালিকাশক্তি হবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বারাসাত ২ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি শম্ভুনাথ ঘোষ বলেন, শান্তিপূর্ণ এলাকায় কিছু চক্রান্তকারীরা অশান্তি সৃষ্টি করতে চেয়েছিল। কিন্তু শান্তি সম্প্রীতি উন্নয়নের দল মা মাটি মানুষের দলের কর্মীরা ময়দানে থেকে অশান্তি দূর করেছে। পাশাপাশি তিনি বলেন, এখান থেকে তৃণমূল কংগ্রেস বিপুল ভোটে জয়লাভ করবে। ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি তথা দাদপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মহঃ মনিরুল ইসলাম, কীর্ত্তিপুর ১ নম্বর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি মান্নান আলী ও কীর্ত্তিপুর ২ নম্বর অঞ্চল সভাপতি এবং দাদপুর অঞ্চলের সভাপতি আমিনুল ইসলাম ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কর্মীদের। তাঁরা বলেন এখান থেকে বিপুল ভোটে জয় নিশ্চিত। দাদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান মহঃ আব্দুল হাইয়ের কথায় এখানে বিরোধীদের কোনও স্থান নেই। উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সাধারণ মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসের সাথে আছে। এই কর্মসূচিতে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বারাসাত ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মনোয়ারা বিবি, মেহেদী হাসান, নজিবুর রহমান, সহিদুল ইসলাম, রমা মন্ডল, তৃষ্ণা পাত্র, ইফতিকার উদ্দিন,আছের আলী মল্লিক, হাফিজুর রহমান, মনিরুজ্জামান, আসাদ আলি, মিজানুর রহমান মুন্না, তপন মুখার্জি, রবীন্দ্রনাথ, এসরাইল আলি, ইয়া নবী মোদি, সাহাবুদ্দিন, স্বপন প্রমুখ।

বাড়ি ফিরছেন পরিযায়ী শ্রমিকরা

শামীম মোল্লা ● বসিরহাট

আপনজন: ভোটদান মানুষের গনতান্ত্রিক অধিকার। আর সেই অধিকার প্রয়োগ করতে ভিন রাজ্য থেকে প্রায় ২০ জন পরিযায়ী শ্রমিক হাসনাবাদ গ্রামের বাড়িতে ফিরলেন।
উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার হাসনাবাদ ব্লকের কাটাখালী এলাকার এই সমস্ত পরিযায়ী শ্রমিক তামিলনাড়ু, ব্যাঙ্গালোর, অন্ধ্রপ্রদেশে সহ একাধিক ভিন রাজ্যে কর্মরত ছিলেন।
পরিযায়ী শ্রমিকরা বলেন , রাজ্যে ১০০ দিনের কাজ বন্ধ থাকায় আমাদের বাইরের রাজ্যে কাজ করতে যেতে হচ্ছে। আমরা চাই আমাদের রাজ্যে আমাদের কর্মের ব্যবস্থা করা হোক আমরা জীবনে ঝুঁকি নিয়ে বিভিন্ন রাজ্যে কাজ করতে যেতে হয় বৃদ্ধ বাবা মা ছোট ছোট সন্তানদের বাড়ি রেখে। তাই আমরা শুধুমাত্র গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে বাড়িতে ফিরলাম। কারণ, ভোট দেওয়অ আমাদের কর্তব্য বলেও মনে করি।

মোদি আর দেশের প্রধানমন্ত্রী পদে থাকবেন না, তার আয়ু আগামী ৪ জুন পর্যন্ত: মমতা

বাবলু প্রামানিক ও জাহেদ মিস্ত্রী ● বারুইপুর

আপনজন:আগামী ১ জুন সপ্তম তথা শেষ দফার নির্বাচন। আজ, বুধবার বারুইপুরের সভা থেকে সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর দাবি খারিজ করে দিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বারুইপুর পূর্বের ফুলতলা সংলগ্ন সাগর সঙ্ঘের মাঠে জনসভা করেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঞ্চে আছেন যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী সায়নী ঘোষ। সেখান থেকেই মোদিকে জবাব দিলেন মমতা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আমার আজ এখানে সভা করার কথা ছিল না। তবে পরে মনে হল, বিজেপির মিথ্যাচারের জবাব দেওয়ার প্রয়োজন আছে। তাই এখানে এসেছি। ক্ষমতা থাকলে চ্যালেঞ্জ করুক বিজেপি। আপনি ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিল করেছেন। আমি তা মানব না। যেমন চলছে তেমন চলবে। আপনি থাকবেন না, আপনার আয়ু ৪ জুন পর্যন্ত। উনি নাকি বলছেন সাইক্লোন আটকেছেন। রাজপ্রাসাদে বসে কাকদ্বীপের সাইক্লোন আটকেছেন। আমরা সারা রাত রাস্তায় থেকে দুর্যোগ মোকাবিলা করলাম। আর এখন উনি বলছেন সাইক্লোন আটকেছেন'।
মমতা বলেন, মিথ্যা কথার উত্তর দিতে এসেছি। ক্ষমতা থাকলে চ্যালেঞ্জ করে দেখাক। ওবিসি ক্যানসেল করিয়েছেন মোদি, নাম করেই তাকে কটাক্ষ করলেন মমতা। মিথ্যা ধ্যান করে। উনি দেবতার থেকেও বড় দেবতা, তাই উনি ধ্যান করবেন। জগন্নাথ দেব নাকি ওনাকে গুরু মানতেন। ওনার বাবা না নেই। উনি নাকি ঈশ্বরের দূত? ঈশ্বরের দূত খুন করে? চাকরি কেড়ে নেয়? ঈশ্বরের দূত ওবিসি কেড়ে নেয়? উনি যদি বুনো ওল হন তাহলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাঘা তেতুল। সংবাদ মাধ্যমকে আক্রমণ করেন মমতা। টাকার বিনিময়ে প্রমশান করছে মোদির। এত বড় মিথ্যাবাদী প্রধান মন্ত্রী আমি কোথাও দেখিনি। সাইক্লোনের কোন খবর পর্যন্ত নেয় নি। এত মিথ্যা বললে দেশ কি শিখবে? বাচ্চারা কি শিখবে? আমরা ইন্ডিয়া জোটকে সমর্থন করবো। তাদেরকে জেতাবো। কিন্তু দয়া করে ভোট সিপিএম কংগ্রেসকে দিয়ে নষ্ট করবেন না। আমরাই পারি বিজেপিকে উৎখাত করতে, আমরা সে কাজ করবো। বাংলা সবদিক থেকে বাংলা এক নম্বর। বাঁধের জন্য কোন টাকা দেয় নি কেন্দ্র সরকার। রাজ্য সরকার নিজের উদ্যোগেই কংক্রিটের বাঁধ তৈরি করছে। বারুইপুর এর কাজের খতিয়ান দেন। বাডুইপুরে কোল্ড স্টোরেজ করতে হবে। ফুড প্রোসেসিং ইউনিট করতে হবে। বারুইপুরের পেয়ারা এক্সপোর্ট করতে হবে। লক্ষ্মীর ভান্ডার ভাঙতে এলে শিলনড়া দিয়ে দাঁতের গোড়া ভাঙবেন। মোদি সব বিক্রি করে দিয়েছে। এবার ক্ষমতায় এলে দেশটাই থাকবে না, রাজনৈতিক দল থাকবে না, ভোট থাকবে না। প্রধানমন্ত্রী বাংলায় এসে প্রচারে বলেছেন, এবার সবচেয়ে ভাল ফল বিজেপি করবে বাংলায়। এবার তার জবাব দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পাল্টা জবাবে বলেন, 'উনি বুঝে গিয়েছেন, উনি হেরে যাবেন। বলছেন, বাংলায় নাকি উনি সবথেকে বেশি ভোট পাবেন। তার মানে উত্তরপ্রদেশে হেরে গিয়েছেন অলরেডি, বিহারে হেরে গিয়েছেন অলরেডি। ওঁর তাই এখন বাংলায় আসন চাই। বাংলায় উনি পাবেন না। বাংলা তোমায় কলা দেবে।' অর্থাৎ বাংলায় বিজেপির এমন ফল হবে বলেই দাবি তাঁর।
মমতা কেন্দ্রে ইন্ডিয়া জোটের সমর্থখনে কথা বলেন। তিনি বলেন, আমরা ইন্ডিয়া জোটকে সমর্থন করব। তাদেরকে জেতাবো। কিন্তু দয়া করে ভোট সিপিএম কংগ্রেসকে দিয়ে নষ্ট করবেন না। আমরাই পারি বিজেপিকে উৎখাত করতে, আমরা সে কাজ করবো। বাংলা সবদিক থেকে বাংলা এক নম্বর। বাঁধের জন্য কোন টাকা দেয় নি কেন্দ্র সরকার। রাজ্য সরকার নিজের উদ্যোগেই কংক্রিটের বাঁধ তৈরি করছে। তাই তৃণমূলের উন্নয়নকে ওকে টক্কর দেওয়ায় মত বিজেপি সিপিএমের কেউ নেই। মঞ্চে সর্বক্ষণ ছিলেন যাদবপুরের প্রার্থী সায়নী ঘোষ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ফের সিবিআই তলব সওকাত মোল্লাকে

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● ক্যানিং

আপনজন:ভোটের মুখে কয়লা পাচার কান্ডে ফের সিবিআই তলব করল ক্যানিং পূর্বর বিধায়ক রাজ্য তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক সওকাত মোল্লা কে। বুধবার(২৯ মে ২০২৪) কলকাতার নিজাম প্যালেসে ডেকে পাঠানো হয় তাঁকে। সিবিআই এর ডাকে এদিন সাড়া দেননি সওকাত মোল্লা। জানা গেছে সিবিআইয়ের কাছে সময় চেয়েছেন তৃণমূল বিধায়ক সওকাত মোল্লা। সওকাত মোল্লা অনুপস্থিতির কারণ উল্লেখ করে বলেছেন, ১ লা জুন নির্বাচন দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার ৪ টি আসনে। তার মধ্যে ৩ টি আসনে বিশেষ নির্বাচনী দ্বায়িত্ব পালন করছেন তিনি। নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যস্ত থাকবেন।
৪ তারিখ ভোট গণনার পর সিবিআইয়ের কাছে হাজিরা দেবেন বলে জানিয়েছেন সওকাত মোল্লা।

মোদি-মমতার সভার দিনই নওশাদের আইএসএফকে জেতানোর আহ্বান

বাইজিদ মণ্ডল ● উস্থি

আপনজন: আর মাত্র কয়েকটা দিন তার পর সপ্তম দফা অর্থাৎ শেষ দফা নির্বাচন,তার আগে মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের আইএসএফ প্রার্থী অধ্যাপক অজয় কুমার দাস এর সমর্থনে মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভার অন্তর্গত উত্তর কুসুম কারবালায় জনসভায় উপস্থিত আইএসএফ চেয়ার ম্যান তথা ভাঙড়ের বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী। বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী তিনি জানান আমাদের লড়াই, মানুষের অধিকার ফিরে পাবার লড়াই। আমাদের লড়াই, মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। এই লড়াই হিন্দু-মুসলমানের নয়। চলতি লোকসভা নির্বাচনে তাই এই অধিকার রক্ষার লড়াইকে শক্তিশালী করতে এবং পিছিয়ে পড়া দলিত ও আদিবাসীদের কষ্টের কথা পার্লামেন্টে তুলে ধরতে চুপচাপ খাম চিহ্নে বোতাম টিপে সংসদে পাঠাতে হবে আইএসএফ প্রার্থীদের। এইভাবেই নওসাদ সিদ্দিকী তিনি প্রতিটি জনসভায় ও মিছিল থেকে তাঁর জনসভাগুলিতে সুস্পষ্টভাবে দলের এই বার্তা মানুষকে দিয়ে যাচ্ছেন। মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত দুটি স্থানে, মথুরাপুর কৃষ্ণচন্দ্র পুর ও উত্তর কুসুম কারবালায় আজ জনসভা গুলি হয়েছে। প্রতিটা জনসভায় সাধারন মানুষের ভিড় উপচে পড়ছে। এই জনসভাগুলিতে আইএসএফ চেয়ারম্যান নওশাদ সিদ্দিকী বলেন ভোটের দিন যত এগিয়ে আসছে, আইএসএফ এর পতাকা তোলে সাধারণ মানুষের আগমন ততই বেড়ে চলেছে এবং আইএসএফের ওপর মানুষের আস্থা বাড়ছে। এই দল হয়ে উঠছে মানুষের ভরসাস্থল। ফ্যাসিবাদী বিজেপি, আপাদমস্তক দুর্নীতিগ্রস্ত তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আপসহীন লড়াইয়ে রাস্তায় আইএসএফ। যেখানে শাসকের অত্যাচার, অবিচার সেখানেই আইএসএফ। এটা সহ্য হচ্ছে না বলে কখনো মুসলমানের দল অথবা কখনো বিজেপি'র দালাল বলে কটাক্ষ করছে রাজ্যে শাসক দল। নওশাদ সিদ্দিকী তিনি দৃঢ় কণ্ঠে বলেন কে কি বলল, তাতে আইএসএফ থরী কোনো পরোয়া করে না। আইএসএফ আদিবাসী, দলিত, মুসলমান সহ সমস্ত পিছিয়ে পড়া মানুষ, যাদের অস্তিত্ব বিপন্ন, তাদের জন্য সোচ্চার হয়ে যাবেন। এইভাবেই সমাজ বদল করতে হবে,সেই সমাজ বদলানোর লড়াইয়ে। তাই দেশের আইনসভায় নিজেদের প্রতিনিধির সংখ্যাও বাড়াতে হবে। বাম-কংগ্রেসের সঙ্গে আসন সমঝোতা না হওয়ার প্রসঙ্গে তিনি আবারও বলেন, আত্মসম্মান বিকিয়ে আইএসএফ কোন সমঝোতায় যায় নি আর কখনো যাবেনা। বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেসের তুমুল সমালোচনা করে বলেন, বিজেপি ও তৃণমূলের মধ্যে মূলগত কোন পার্থক্য নেই। এরা নিজেদের ক্ষমতা ধরে রাখতে একে অপরকে সাহায্য করে চলে। তাই বিজেপিকে হারালে তৃণমূল কংগ্রেসও আটকে যাবে। আইএসএফ রাজ্যের মানুষকে বিকল্প দিশা দেখাচ্ছে। তাই মানুষ এই দলের পতাকাতলে আসছে। এতে তৃণমূল কংগ্রেস-বিজেপি'র তো বটেই, ইদানিং বামপন্থীদেরও গায়ে জ্বালা করছে। এখানে উপস্তিত ছিলেন মগরাহাট পশ্চিমের আইএসএফ নেতৃত্ব । দলীয় সূত্রে যে জানা গেছে এই লোকসভা নির্বাচনের এদিনের জনসভাটি ছিল আইএসএফের শেষ জনসভা ও প্রচার।

কেন্দ্র ও রাজ্যের তীব্র সমালোচনার মাধ্যমেই এসইউসির ভোট প্রচার

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● বারুইপুর

আপনজন: বৃহস্পতিবার ভোটের প্রচার শেষ আর তার আগে বুধবার যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের এসইউসিআই প্রার্থী কল্পনা নস্কর দত্তের সমর্থনে বারুইপুর রেল মাঠে এক বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এদিনের সভার প্রধান বক্তা ছিলেন এসইউসিআই (কম্যুনিস্ট) দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং অল ইণ্ডিয়া কৃষক ও ক্ষেত মজুর সংগঠনের সর্বভারতীয় সম্পাদক শংকর ঘোষ। তিনি এদিন জনসভায় বলেন,নরেন্দ্র মোদির মতন এত নিম্ন মানের ব্যক্তি ভারতবর্ষে কোনো দিন প্রধানমন্ত্রী হননি। প্রতি বছরে ২ কোটি চাকুরী দেওয়ার মত ডাহা মিথ্যা প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছিলেন। কর্পোরেট মালিকদের সন্তুষ্ট করার জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠান গুলি তাদের কাছে বিক্রি করে দিচ্ছেন। ব্যাপম কেলেঙ্কারির মতন ২০ লক্ষ কোটি টাকার কেলেঙ্কারিতে যুক্ত বিজেপি সরকার। ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করতে রাম মন্দির তৈরি করে যখন তিনি দেখছেন, ভোটের বাজারে সুবিধা হয়নি তখন তিনি নিজেই নিজেকে ভগবানের প্রেরিত দূত হিসাবে ঘোষণা করেছেন।নিয়োগ দুর্নীতি, পঞ্চায়েত দুর্নীতি সমেত নানা দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত তৃণমূল সরকারকে তীব্র সমালোচনা করে তিনি এও বলেন রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের মতই সরকার পোষিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করছে। গরমের অজুহাতে দীর্ঘদিন ছুটির পরেও আবার স্কুলের ছুটি ১০ জুন পর্যন্ত বৃদ্ধি করার বিরোধিতা করেন তিনি। তাই গণ আন্দোলনের কণ্ঠস্বরকে সংসদে তুলে ধরার স্বার্থে এস ইউ সি আই(সি) প্রার্থীকে জয়যুক্ত করার আহ্বান জানান তিনি।বহু মানুষ এদিন এই সভায় অংশ নেন।

বাঙালবাবু ব্রিজের মাথায় উঠল ভবঘুরে

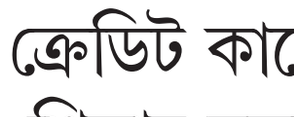

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: বুধবার হাওড়ার বাঙালবাবু ব্রিজের মাথায় হঠাৎ চড়ে বসলেন এক ভবঘুরে। এদিন পথচারীরা হঠাৎই লক্ষ্য করেন ব্রিজের উপরে উঠে পড়ে ওই যুবক বিপজ্জনকভাবে ঘোরাঘুরি করছেন। নিচেই রয়েছে রেলের হাইটেনশন লাইন। হাওড়া ফায়ার স্টেশনের কর্মীরা। অনেকক্ষণ ধরে তাঁকে নীচে নামাতে চেষ্টা করেন তাঁরা। শেষপর্যন্ত ওই যুবককে দমকলের দু'জন আধিকারিক ব্রিজ থেকে নামিয়ে আনতে সক্ষম হন। এরপর মানসিক ভারসাম্যহীন ওই যুবককে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। হাওড়া ফায়ার স্টেশনের ওসি সোমনাথ প্রামাণিক জানান, সকলের নজর এড়িয়ে এদিন ব্রিজের মাথায় উঠে পড়েছিলেন মানসিক ভারসাম্যহীন ওই যুবক। দমকল কর্মীরা তৎপরতার সঙ্গেই ওই যুবককে বুঝিয়ে-সুজিয়ে নিচে নামিয়ে আনেন।

বাঁকুড়া জেলা প্রেস ক্লাবে রামানন্দের জন্মদিন পালন

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: বাঁকুড়া জেলা প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে ভারতীয় সাংবাদিকতার অগ্রপথিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের ১৬০ তম জন্মদিবস ও 'সাংবাদিক দিবস' যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালিত হল।
প্রসঙ্গত, ১৮৬৫ সালের ২৯ মে বাঁকুড়া শহরের পাঠক পাড়ার রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। বাবা শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায় ও মা হরসুন্দরী দেবী।
এদিন বাঁকুড়া শহরের পোদ্দার পাড়ায় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মূর্তিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক সন্তোষ ভট্টাচার্য সহ উপস্থিত বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত সাংবাদিকরা।
পরে উপস্থিত সকলে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সহকারে তাঁর পাঠক পাড়ার বাড়িতে গিয়ে পুস্পার্ঘ্য নিবেদন করে শ্রদ্ধা জানান।

ক্রেডিট কার্ডে প্রতারণার শিকার নলহাটির যুবক

মোহাম্মাদ সানাউল্লা ● নলহাটি

আপনজন: অনলাইনে ফ্রিজ কিনে ক্রেডিট কার্ডে প্রতারিত হলেন এক যুবক। ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের নলহাটির শহরের সাত নম্বর ওয়ার্ডের গির্জা পাড়ায়।প্রতারিত যুবকের নাম মোহাম্মদ মোতাহার শেখ। তিনি অভিযোগ করেন তার কাছে এসবিআই ব্যাংকের একটি ক্রেডিট কার্ড ছিল। সেই কার্ডে গত নভেম্বর মাসে তিনি অনলাইনে একটি ফ্রিজ কেনেন। সেই ফ্রিজের কিস্তি প্রতি মাসে ৬৯৫ টাকা কাটতো। অভিযোগকারী মোতাহার শেখ বেশ কিছু দিন থেকে লক্ষ্য করেন, গত দু মাস থেকে কিস্তির টাকা কাটার ম্যাসেজ তিনি পাচ্ছেন না। বুধবার নলহাটি এস বি আই ব্যাংকের শাখায় খোঁজ করতে আসেন। ব্যাংকের ম্যানেজার তার ক্রেডিট কার্ড একাউন্টের তথ্য দেখে বুঝতে পারেন তার অ্যাকাউন্ট থেকে একই দিনে তিন ধাপে কোন প্রতারক দশ হাজার করে মোট ৩০ হাজার টাকা কেটে নিয়েছে। তিনি প্রতারিত হয়েছেন।ব্যাংক ম্যানেজারের কাছ থেকে এই তথ্য পেয়ে মোতাহারের মাথায় হাত।
তৎক্ষণাৎ তিনি নলহাটি থানায় ছুটে আসেন। সেখানে একটি লিখিত অভিযোগ করেন। একই ভাবে তিনি এদিন সিউড়ির সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ জানাবেন বলে জানিয়েছেন।

প্রথম নজর

যুদ্ধক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র চালাচ্ছে ‘প্রাণী’, বিশ্বে নতুন উদ্বেগ

আপনজন ডেস্ক: বিগত বছরগুলোতে রোবটিকস ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) অগ্রগতির ফলে অত্যাধুনিক রোবট কুকুর উদ্ভাবন সম্ভব হয়েছে। এই যন্ত্রগুলো একসময় শুধু সহায়তা প্রদানকারী ও উদ্ভাবনী যন্ত্র হিসেবে কল্পনা করা হতো। তবে বর্তমানে এগুলোকে সামরিক ও নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতেও দেখা যাচ্ছে। এই প্রযুক্তির সর্বশেষ ও সবচেয়ে বিতর্কিত উদ্ভাবন হচ্ছে রাইফেল সজ্জিত রোবট কুকুর।

কম্বোডিয়ার সঙ্গে সাম্প্রতিক যৌথ সামরিক মহড়ায় চীনের সামরিক বাহিনী একটি কুকুর আকৃতির রোবট দেখিয়েছে যার পিঠে একটি স্বয়ংক্রিয় রাইফেল লাগানো ছিল। যা মূলত মানুষের সেরা বন্ধু ইলেক্ট্রনিক রোবটকে ‘মানুষ হত্যার যন্ত্রে’ পরিণত করেছে।

রাষ্ট্রীয় সম্প্রচার মাধ্যম সিসিটিভির বরাতে সিএনএনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, একটি ভিডিওতে চেন ওয়েই নামে পরিচিত এক সৈনিক বলেন, এটি (রোবট) শহরভিত্তিক যুদ্ধ অভিযানে সক্রিয় এবং নতুন সদস্য হিসেবে কাজ করতে সক্ষম। সেনা সদস্যদের ছাড়াই শত্রুকে চিহ্নিত করতে এবং লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করতে পারে।

চীন-কম্বোডিয়া গোল্ডেন ড্রাগন ২০২৪ মহড়ার সময় তৈরি করা দুই মিনিটের ভিডিওতে দেখা যায়, রোবট-কুকুরটি দূর-নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রের ইশারায় এগিয়ে যাচ্ছে, লাফ দিচ্ছে, শুয়ে পড়ছে এবং পেছনের দিকে যাচ্ছে।

এই রাইফেল-ফায়ারিং রোবটটি একটি পদাতিক ইউনিটের নেতৃত্বে রয়েছে। যা বাহিনীটিকে একটি ভবনের নিয়ন্ত্রণ নিতে এগিয়ে যেতে নির্দেশ দিচ্ছে।

ভিডিওর শেষের অংশে দেখা যায় একটি ছয়-ডানার ড্রোনের নিচে সংযুক্ত করা রয়েছে স্বয়ংক্রিয় রাইফেল। এসবের মাধ্যমে চীন যে বার্তা দিতে যাচ্ছে তা হচ্ছে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সমৃদ্ধ বিভিন্ন ধরনের বুদ্ধিমান মনুষ্যহীন সরঞ্জাম যুদ্ধক্ষেত্রের জন্য প্রস্তুত রেখেছে তারা। রোবটের হাতে এমন বিধ্বংসী অস্ত্র দেয়ায় বিশ্বব্যাপী নতুনভাবে উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়েছে।

প্রসঙ্গত, গোল্ডেন ড্রাগন নামের এই সামরিক মহড়া চীন ও কম্বোডিয়ার মধ্যে এযাবৎকালের সবচেয়ে বড় যৌথ মহড়া। ১৫ দিনব্যাপী এই যৌথ মহড়া ১৬ মে শুরু হয়েছে এবং ৩০ মে পর্যন্ত চলবে। এই মহড়ায় ১৪টি যুদ্ধজাহাজ, দুটি হেলিকপ্টার, ৬৯টি সাঁজোয়া যান ও ট্যাংক রয়েছে।

বিশ্বে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর বেড়েছে ৩০ শতাংশ

আপনজন ডেস্ক: গত বছর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর বেড়েছে ৩০ শতাংশ। ২০২৩ সালে বিশ্বব্যাপী রেকর্ডকৃত মৃত্যুদণ্ডের সংখ্যা গত আট বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের বরাতে এ তথ্য জানিয়েছে বিবিসি।

অ্যামনেস্টির বার্ষিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৩ সালে ১৬টি দেশে মোট এক হাজার ১৫৩ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের তথ্য রেকর্ড করা হয়েছে। আগের বছরের (২০২২ সাল) তুলনায় এই সংখ্যা ৩০ শতাংশ বেশি।

জানা গেছে, অ্যামনেস্টির প্রতিবেদনে চীন, উত্তর কোরিয়া ও ভিয়েতনামে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা যায়নি। বিশেষ করে চীনে প্রতিবছর অনেক মানুষের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয় বলে ধারণা করা হয়। এছাড়া গত বছর জাপান, বেলারুশ, মিয়ানমার ও দক্ষিণ সুদানে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।

২০২৩ সালে ইরানসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের

সংখ্যা অনেক বেড়েছে। গত বছর বিশ্বজুড়ে যত মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের ঘটনা ঘটেছে, তার মধ্যে ৭৪ শতাংশই ইরানে। আর ১৫ শতাংশ ঘটেছে সৌদি আরবে।

অ্যামনেস্টি জানিয়েছে, ২০২৩ সালে ইরানে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়েছে ৮৫৩টি। এছাড়া ২০২২ সালে ইরানে ৫৭৬ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। আর আগের বছর (২০২১) এ সংখ্যা ছিল ৩১৪ জন।

অ্যামনেস্টির রেকর্ড অনুযায়ী, ২০১৫ সালে বিশ্বে সবচেয়ে বেশি এক হাজার ৬৩৪টি মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের ঘটনা ঘটে। এরপর ২০২৩ সালেই বিশ্বে সবচেয়ে বেশি মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের ঘটনা ঘটলো।

জাতিসংঘের চেতনা মরে গেছে, আমেরিকার হাত রক্তে রঞ্জিত: এরদোগান

আপনজন ডেস্ক: গাজা যুদ্ধের ভয়াবহতার বিষয়ে ফের পশ্চিমা নেতা ও জাতিসংঘের তীব্র সমালোচনা করলেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়্যেপ এরদোগান। তিনি বলেন, নিরবতা পালনের মাধ্যমে ইসরায়েলের ভ্যাম্পাইরিজমের সহযোগীতে পরিণত হয়েছে ইউরোপীয় সরকারপ্রধানরা। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের হাত রক্তে রঞ্জিত বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

তাদেরকে ইসরায়েলের চালানো নৃশংসতার সহযোগী বলেও অভিহিত করেছেন তুর্কি প্রেসিডেন্ট। বুধবার এরদোগান তার একেপি পার্টির আইন প্রণেতাদের সঙ্গে বৈঠকে একথা বলেন। এসময় তিনি জাতিসংঘের তীব্র সমালোচনা করেন। এরদোগান বলেন, যদি একুশ শতাব্দীতে এসে এটি গণহত্যা বন্ধ করতে না পারে, তাহলে এই সংস্থার ভালো দিক কি?

তিনি বলেন, জাতিসংঘ এমনকি তার নিজেদের কর্মীদেরও রক্ষা করতে পারে না। আপনি কিসের পদক্ষেপের জন্য অপেক্ষা করছেন? গাজায় জাতিসংঘের চেতনা মরে গেছে।

উল্লেখ্য, গাজায় হামলা শুরু হওয়ার পর থেকেই ইসরায়েলের কঠোর সমালোচনা করছেন এরদোগান। ইসরায়েলকে একটি সন্ত্রাসী রাষ্ট্র বলেও অভিহিত করেছেন তিনি। সম্প্রতি ইসরায়েলের সঙ্গে সব ধরনের বাণিজ্য বন্ধ করেন এরদোগান।

এবার দক্ষিণ কোরিয়ায় ‘মলমূত্র’ বহনকারী বেলুন পাঠাচ্ছে উত্তর কোরিয়া

আপনজন ডেস্ক: উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে দক্ষিণ কোরিয়ার উপর ভারী সুরক্ষিত সীমান্ত জুড়ে প্রচুর পরিমাণে ‘বর্জ্য ও মলমূত্র বহনকারী বেলুন’ প্রেরণের অভিযোগ করেছে দেশটি। সেই সঙ্গে এ ধরণের কর্মকান্ডকে ‘উস্কানি’ বলেও আখ্যা দিয়েছে পূর্ব এশিয়ার দেশটি।

গার্ডিয়ান এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, বুধবার (২৯ মে) এ ঘটনার পর দক্ষিণ কোরিয়া সামরিক বাহিনীর এক্সপ্লোসিভেস অর্ডন্যান্স ইউনিট এবং কেমিক্যাল এন্ড বায়োলজিক্যাল ওয়ারফেয়ার রেসপন্স টিম মোতায়েন করেছে ও বাসিন্দাদের এ বেলুনগুলো থেকে দূরে থাকতে এবং কর্তৃপক্ষকে যে কোনও বিষয়ে রিপোর্ট করার জন্য সতর্কতা জারি করেছে।

দক্ষিণ কোরিয়ার জয়েন্ট চিফস অফ স্টাফের বরাত দিয়ে সংবাদ সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, বুধবার বিকেল পর্যন্ত ২৬০ টিরও বেশি বেলুন সনাক্ত করা হয়েছে এবং তাদের বেশিরভাগই মাটিতে অবতরণ করেছে। বেলুনগুলো পলিথিনে মোড়ানো ময়লা-আবর্জনা, যেমন প্লাস্টিকের বোতল, ব্যাটারি, জুতার যন্ত্রাংশ ও মলমূত্র দিয়ে ভরা ছিল।

দক্ষিণ কোরিয়ার সামরিক বাহিনীর প্রকাশ করা ছবিগুলিতে দেখা যায়, বেলুনগুলো পলিথিন ব্যাগের সঙ্গে বাঁধা। অন্যান্য ছবিগুলোতে দেখা যায়, বেলুনগুলো মাটিতে পড়ে পলিথিন ব্যাগে মোড়ানো আবর্জনাগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, এরমধ্যে একটি ব্যাগের উপর লেখা ছিল ‘মলমূত্র’।

কিছু বেলুনের পলিথিন ব্যাগে ‘পশুর মল’ ছিল বলে জানিয়েছে বার্তা সংস্থা ইয়োনহাপ।

ইয়োনহাপ জানায়, উত্তর কোরিয়ার এ ধরণের কর্মকান্ড স্পষ্টভাবে আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে ও জনগণের নিরাপত্তাকে গুরুতরভাবে হুমকির মুখে ফেলে। তাই উত্তর কোরিয়াকে অবিলম্বে এই ‘অমানবিক এবং অশ্লীল’ কাজ বন্ধ করার জন্য কঠোরভাবে সতর্ক করা হচ্ছে।

এদিকে, উত্তর কোরিয়ার প্রতিরক্ষা ভাইস-মন্ত্রী কিম কাং-ইলও দক্ষিণ কোরিয়াকে সতর্ক করে বলেন, যতক্ষণ না পর্যন্ত দক্ষিণের থেকে উত্তর কোরিয়া বিরোধী লিফলেট-বহনকারী বেলুন সীমান্ত থেকে আসা বন্ধ না হবে কিম প্রশাসন এর ‘প্রতিশোধ’ প্রতিক্রিয়া জানাতেই থাকবে।

উত্তর কোরিয়ার সুপ্রিম লিডার কিম জং উনের বিবৃতি দিয়ে সংবাদ সংস্থা কেসিএনএ জানিয়েছে, সীমান্ত অঞ্চলে দক্ষিণ কোরিয়া থেকে ঘন ঘন লিফলেট এবং অন্যান্য আবর্জনা ছড়িয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে উত্তর ‘টিট-ফর-ট্যাট’ এর ব্যবস্থা নেয়।

কিম আরো জানান, বর্জ্য কাগজ এবং ময়লার ঢিবি শীঘ্রই সীমান্ত এলাকাজুড়ে ছড়িয়ে দেওয়া হবে যাতে করে দক্ষিণেরা বুঝতে পারে তাদের বর্জ্য-আবর্জনা সরাতে উত্তরকে কতটা ভোগান্তি পোহাতে হয়।

উল্লেখ্য, বছরের পর বছর ধরে, দক্ষিণ কোরিয়ার কর্মীরা এবং উত্তর কোরিয়ার দেশত্যাগকারীরা উত্তর কোরিয়ায় বেলুন পাঠিয়েই যাচ্ছে যার মধ্যে কিম প্রশাসনের সমালোচনা করা লিফলেট রয়েছে এবং উত্তর কোরিয়ানদেরকে কিম রাজবংশের বিরুদ্ধে জেগে ওঠার আহবান জানানো হচ্ছে। এমনকি তারা কে-পপ মিউজিক ভিডিও ইউএসবি মেমরি স্টিকে করে বেলুন দিয়ে উত্তরে পাঠাচ্ছে যা কিমের দেশে নিষিদ্ধ।

হোয়াইট হাউসের সামনে ইসরায়েলবিরোধী বিক্ষোভ

আপনজন ডেস্ক: মার্কিন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দুর্বার ছাত্র আন্দোলনের পর এবার দেশটির প্রেসিডেন্টের দফতর ‘হোয়াইট হাউস’ এর সামনে ইসরায়েলবিরোধী বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গাজার সর্বদক্ষিণের শহর রাফায় ইসরায়েলি চলমান হামলার প্রতিবাদ করতে সেখানে জড়ো হন কয়েকশ বিক্ষোভকারী।

তারা যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি ইসরায়েলকে অর্থের যোগান বন্ধের আহ্বান জানান।

গণমাধ্যমের প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, ফিলিস্তিনপন্থী বেশ কয়েকটি সংগঠন বুধবার হোয়াইট হাউসের সামনে জড়ো হয়ে এই বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

ফিলিস্তিনি যুব আন্দোলন, পার্টি ফর সোশ্যালিজম অ্যান্ড লিবারেশন এবং মেরিল্যান্ডসহ বেশ কয়েকটি দলের নেতাকর্মীরা হোয়াইট হাউসের সামনে বিক্ষোভে শামিল হন। এসময় বিক্ষোভকারীদের ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার পক্ষে বিভিন্ন স্লোগান দিতে শোনা যায়। ‘ফ্রি প্যালেস্টাইন’ সহ ইসরায়েলবিরোধী স্লোগান দেন তারা। বিক্ষোভকারীরা যুক্তরাষ্ট্রকে ইসরায়েলে অর্থের যোগান বন্ধের আহ্বান জানান। বিক্ষোভে যোগ দেওয়া লোকজনের হাতে লেখা ব্যানারে ‘অল আইস অন রাফা’ (সবার চোখ এখন রাফায়) উল্লেখ ছিল। গাজায় ইসরায়েলি ‘গণহত্যা’ বন্ধের দাবিও জানিয়েছেন তারা।

গত শুক্রবার জাতিসংঘের সর্বোচ্চ আদালত ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাস্টিসের (আইসিজে) রায়ে রাফায় ইসরায়েলকে হামলা বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়। তবে সে নির্দেশ অমান্য করেই গত রবিবার রাফার একটি শরণার্থী শিবিরে বিমান থেকে বোমা ছোঁড়ে ইসরায়েল। এতে শরণার্থীদের তাঁবুতে আগুন লেগে নারী ও শিশুসহ কমপক্ষে ৪৫ ফিলিস্তিনি নিহত হন। এছাড়া রাফায় ত্রাণ পৌঁছানো নিশ্চিত করতেও ইসরায়েলকে নির্দেশ দিয়েছে আইসিজে। কিন্তু সে নির্দেশও অমান্য করে চলেছে তেল আবিব।

জাতিসংঘের তথ্যানুযায়ী, গত দুই সপ্তাহে যেখানে ৫০০ ত্রাণবাহী ট্রাকের প্রয়োজন ছিল সেখানে মাত্র ২০০ ট্রাক প্রবেশের অনুমতি দিয়েছে ইসরায়েল। এতে চরম খাদ্য সংকটে পড়েছেন গাজার বেসামরিক ফিলিস্তিনিরা।

গত বছরের ৭ অক্টোবর থেকে গাজায় নির্বিচারে আগ্রাসন চালাচ্ছে ইসরায়েল। রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত সেখানে ইসরায়েলি হামলায় নিহত হয়েছেন ৩৬ হাজার ১৭১ ফিলিস্তিনি। এই সময়ে আহত হয়েছে আরও ৮১ হাজার ৪২০ জন।

ইসরায়েলের প্রতি মার্কিন নীতির কোনো পরিবর্তন হবে না: যুক্তরাষ্ট্র

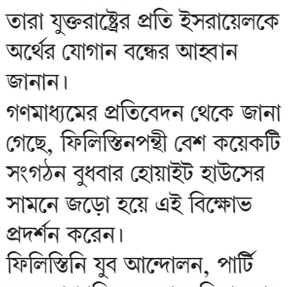

আপনজন ডেস্ক: গাজার রাফায় প্রাণঘাতী হামলার পরও ইসরায়েলের প্রতি মার্কিন নীতি বা সামরিক সহায়তায় কোনো পরিবর্তন হবে না বলে জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। মঙ্গলবার (২৭ মে) হোয়াইট হাউজে সাংবাদিকদের এ কথা বলেছেন মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের মুখপাত্র জন কিরবি। তিনি বলেন, রাফাহতে বড় ধরনের কোনো স্থল অভিযান হয়নি যা মার্কিন রেড লাইন অতিক্রম করে। এর আগে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সতর্ক করে বলেছিলেন, রাফাহ শহরে ইসরায়েল যে কোনো বড় ধরনের হামলা দেশটিতে মার্কিন অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করে দিতে পারে। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এই খবর জানিয়েছে।

সপ্তাহান্তে রাফাহতে হওয়া এই ঘটনাগুলোকে ‘মৃত্যু ও ধ্বংস’ হিসেবে বিবেচনা করা যায় কিনা এবং এর ফলে মার্কিন অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হবে কিনা কিরবির কাছে তা জানতে চাইলে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, ইসরায়েলিরা বলেছে এটি একটি দুঃখজনক ভুল ছিল।

এসময় কিরবি বলেন, আমরা এটাও বলেছি যে রাফাহতে আমরা একটি বড় ধরনের স্থল অভিযান দেখতে চাই না যেটি ইসরায়েলিদের জন্য ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি এবং সম্ভাব্য বিপুল সংখ্যক মৃত্যু ছাড়াই হামাসকে ধ্বংস করা কঠিন করে তুলবে। আমরা এখনও সেরকম কিছু দেখিনি। ইসরায়েলের এ ধরনের হামলা বাইডেনকে একটি কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি করতে পারে কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে কিরবি বলেন, এর পরিবর্তে ইসরায়েল যেভাবে অভিযান পরিচালনা করছে তাতে দেশটির আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় থেকে আরও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার একটি বাস্তব আশঙ্কা রয়েছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

সাইবার অপরাধের সঙ্গে জড়িত ৩ ব্যক্তি ও ৩ সংস্থার ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞা

আপনজন ডেস্ক: সাইবার অপরাধের সঙ্গে জড়িত তিন ব্যক্তি ও তিনটি সংস্থার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। মঙ্গলবার (২৮ মে) দেশটির ট্রেজারি বিভাগ এ ঘোষণা দেয়।

এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ইউনহে ওয়াং, জিংপিং লিউ এবং ইয়ান্নি ঝোং নামের এই তিন অভিযুক্ত ৯১১ এস৫ নামে পরিচিত একটি রেসিডেন্সিয়াল প্রক্সি পরিষেবার সঙ্গে জড়িত।

সন্দেহজনক এই বটনেটের সঙ্গে কার্যকলাপের জন্য তাদেরকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

আন্ডার সেক্রেটারি ব্রায়ান নেলসন বলেছেন, এই ব্যক্তিরা মানুষের ব্যক্তিগত ডিভাইসগুলো নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার জন্য সন্দেহভাজন বটনেট প্রযুক্তি ৯১১ এস৫ ব্যবহার করেছে। তারা মানুষের কাছ থেকে অর্থ নিতে বাধ্য করতো এবং নাগরিকদের বোমরা হুমকি দিয়ে আতঙ্কিত করতো।

স্পাইসি কোড কোম্পানি লিমিটেড, টিউলিপ বিজ পাতায়া গ্রুপ কোম্পানি লিমিটেড ও লিলি স্যুট কোম্পানি লিমিটেডকেও ওয়াংয়ের মালিকানাধীন হওয়ার জন্য নিষেধাজ্ঞা দেয় মার্কিন সংস্থাটি।

বিবৃতিতে বলা হয়, ৯১১ এস৫ একটি সন্দেহভাজন পরিষেবা ছিল। এটি ক্ষতিগ্রস্তদের কম্পিউটারে প্রবেশ করে সাইবার অপরাধীদের ইন্টারনেটের মাধ্যমে কম্পিউটার ব্যবহারের অনুমতি দিত। বিবৃতিতে আরো বলা হয়, বটনেটটি প্রায় ১৯ মিলিয়ন আইপি এড্রেসে প্রবেশের অনুমতি নিয়ে অভিযুক্তদের হাজার হাজার জালিয়াতির সুবিধা করে দিয়েছে।

৩০টি যুদ্ধবিমান পাচ্ছে ইউক্রেন

আপনজন ডেস্ক: রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধরত ইউক্রেনকে ৩০টি এফ-১৬ যুদ্ধবিমান দিচ্ছে ইউরোপের দেশ বেলজিয়াম। মঙ্গলবার এ সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষর করেছে দুই দেশ। বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি ও বেলজিয়ামের প্রধানমন্ত্রী আলেকসান্দার দ্য ক্রু ওই চুক্তিতে সই করেন।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.২০মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.২১ মি.

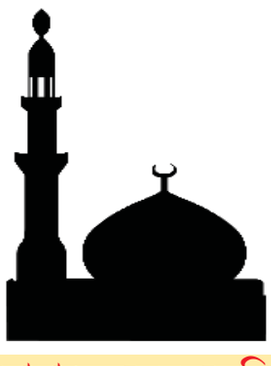

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.২০	৪.৫১
যোহর	১১.৩৯	
আসর	৪.১১	
মাগরিব	৬.২১	
এশা	৭.৪১	
তাহাজ্জুদ	১০.৫১	

দক্ষিণ আফ্রিকায় সড়ক দুর্ঘটনা, নিহত ১৩

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ আফ্রিকার উত্তরাঞ্চলীয় প্রদেশ লিম্পোপোতে মিনিবাস ও ট্রাকের মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষে ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। দেশটির অর্থনৈতিক কেন্দ্র জোহানেসবার্গ থেকে ৩২০ কিলোমিটার দূরে পোলোকওয়ানের বাইরে মহাসড়কে মঙ্গলবার এ দুর্ঘটনাটি ঘটে। দেশটির পরিবহন কর্তৃপক্ষের বরাত দিয়ে এএফপি এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে। সংবাদমাধ্যম এএফপি জানিয়েছে, দুর্ঘটনার কারণ তদন্তাধীন।

রাফায় আশ্রয়শিবিরে ইসরায়েলের ট্যাংক ও বিমান হামলা, নিহত ২১

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকার দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর রাফার প্রাণকেন্দ্রে অবস্থান নিয়েছে বেশ কয়েকটি ইসরায়েলি ট্যাঙ্ক। সাংবাদিক ও প্রত্যক্ষদর্শীরা একথা জানিয়েছে। রাফার আশ্রয় শিবিরগুলোতেও ইসরায়েলের বিমান হামলা চলছে। সর্বশেষ হামলায় নিহত হয়েছে ২১ জন। রাফায় ইসরায়েলের অভিযান শুরুর পর থেকে মঙ্গলবার এসব ট্যাঙ্ক প্রথম নগরীর প্রাণকেন্দ্রের আল-আওদা মোড় দখলে নিয়েছে। মিশরের সীমান্ত থেকে এই জায়গাটি প্রায় ৫০০ মিটার দূরে। সেখানে তুমুল গোলা হামলা চালাচ্ছে ইসরায়েল।

আল আওদা মসজিদের কাছে ইসরায়েলের ট্যাংক এবং মেশিনগান সজ্জিত সাজোঁয়া যান দেখা গেছে বলে বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে জানিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। ওদিকে, রাফার পশ্চিমে উদ্বাস্ত ফিলিস্তিনিদের আরেক তাঁবু শিবিরে ইসরায়েলের বিমান হামলায় ২১ জন নিহত হয়েছে বলে জানিয়েছে গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। গাজার জরুরি সেবা বিভাগ জানিয়েছে, উপকূলীয় এলাকার আল-মাওয়াসির কয়েকটি তাঁবু শিবিরে আঘাত হেনেছে ইসরায়েলি ট্যাংকের গোলা। ইসরায়েল রাফার পূর্বাঞ্চলে দু’সপ্তাহের বেশি সময় ধরে অভিযান চালাচ্ছে।

পাকিস্তানে টায়ার ফেটে যাত্রীবাহী বাস পড়ল খাদে, নিহত ২৮

আপনজন ডেস্ক: পাকিস্তানের বেলুচিস্তান প্রদেশে যাত্রীবাহী বাস উল্টে খাদে পড়ে অন্তত ২৮ জন নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে নারী ও শিশুও রয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরো ২২ জন। বুধবার সকালে বেলুচিস্তান প্রদেশের ওয়াশুক জেলায় এ ঘটনা ঘটে।

উদ্ধারকারী কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ভ্রমণের সময় টায়ার ফেটে বাসটি উল্টে খাদে পড়ে যাওয়ার পর হতাহতের ঘটনা ঘটেছে। বাসটি গোয়াদর থেকে কোয়েটার দিকে যাচ্ছিল।

এদিকে মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনায় দেশটির প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ শোক প্রকাশ করেছেন এবং নিহতদের রুহের মাগফেরাত কামনা করেছেন। একইসঙ্গে আহতদের সহায়তা দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশও দিয়েছেন তিনি।

বেলুচিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী সরফরাজ বুগতি ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় প্রাণহানির জন্য শোক প্রকাশ করেছেন এবং আহতদের জন্য প্রার্থনা করেছেন। এর আগে চলতি মে মাসে একই ধরনের দুর্ঘটনায় পাঞ্জাবের খুশব জেলায় একটি ট্রাক খাদে পড়ে যাওয়ায় একই পরিবারের ১৩ জন নিহত এবং আরও নয়জন আহত হয়েছিলেন।

রাশিয়ায় হামলার অনুমতি দিলে গুরুতর পরিণতি ভোগের হুঁশিয়ারি পুতিনের

আপনজন ডেস্ক: পশ্চিমা দেশগুলো যদি ইউক্রেনকে রাশিয়ায় হামলা চালানোর জন্য তাদের অস্ত্র ব্যবহার করতে দেয়, তাহলে ‘গুরুতর পরিণতি’ ভোগ করতে হবে বলে হুঁশিয়ারি জানিয়েছে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। উজবেকিস্তানে এক বক্তৃতায় তিনি এ মন্তব্য করেন।

ইউক্রেনকে রাশিয়ার অভ্যন্তরে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাতের অনুমতি দিতে কিছু ন্যাটো সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে আহ্বানের প্রতিক্রিয়ায় পুতিনের এ মন্তব্য এলো।

পুতিন বলেছেন, এই ক্রমাগত উত্তেজনায় গুরুতর পরিণতি হতে পারে। ইউরোপে, বিশেষ করে ছোট দেশগুলোতে, তারা কী নিয়ে খেলছে সে সম্পর্কে তাদের সচেতন হওয়া উচিত।

রুশ নেতা বলেন, নেতাদের মনে রাখা উচিত, ইউরোপীয় অনেক দেশের ‘ছোট অঞ্চল’ এবং ‘ঘন জনসংখ্যা’ রয়েছে। তিনি আরো বলেন, এবং এই বিষয়টি, যা তাদের মনে রাখা উচিত রাশিয়ার ভূখণ্ডের গভীরে আঘাত করার কথা বলার আগে, এটি একটি গুরুতর বিষয়। রুশ প্রেসিডেন্ট বলেন, ইউক্রেন হামলা চালালেও এর দায়ভার পশ্চিমা অস্ত্র সরবরাহকারীদের ওপর বর্তাবে।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ১৪৬ সংখ্যা, ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১, ২১ যিলকদ, ১৪৪৫ হিজরি

যোগ্যতা বিবেচনা করা

কূটনৈতিক ভাষা ও শিষ্টাচারের মান কী হইবে তাহা লইয়া বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, ফাউন্ডেশন ও সংস্থার গাইডলাইন রহিয়াছে। যেমন–ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটি, পেস ইউনিভার্সিটি (নিউ ইয়র্ক), আজারবাইজান ইউনিভার্সিটি বা ডিপ্লো-ফাউন্ডেশনসহ অসংখ্য প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করা যায়, যাহারা এই বিষয় সুস্পষ্ট করিয়াছে। এই সকল প্রতিষ্ঠানে কূটনৈতিক শিষ্টাচার ও ভাষা লইয়া যাহারা লিখিয়াছেন তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকই শুধু নন, বিভিন্ন দেশে কূটনৈতিক দায়িত্ব পালন করিয়া ভূয়সী প্রশংসা অর্জনকারী ব্যক্তিত্ব। অন্যদিকে স্টিফেন গ্যাসিলির 'দ্য ল্যাংগুয়েজ অব ডিপ্লোম্যাসি', অ্যালান জেমসের 'এ ডিকশনারি অব ডিপ্লোম্যাসি', রেমন্ড কোয়েনের, 'দ্য নেগোসিয়েশন অব কালচার' জোসেফ এ নায়ার 'সফট পাওয়ার'সহ অনেক বহুল পঠিত গ্রন্থ রহিয়াছে। ইহা পড়িলে বা জানিলে কূটনীতিক বা রাজনীতিবিদ শুধু নহেন, সাধারণ্যেও বিশেষভাবে জানিবেন। তবে সকল কূটনীতিক, রাজনীতিবিদ বা উচ্চ কর্মকর্তাকে যে এই সকল গ্রন্থ ও গবেষণা পড়িয়া কথা বলিতে হইবে, এমন কোনো কথা নাই, প্রয়োজনও নাই। জহিরুদ্দিন মোহাম্মদ বাবর যে মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহা জানিতে ইতিহাস পাঠ করিবার প্রয়োজন পড়ে নাই, পৃথিবী যে সূর্যকে কেন্দ্র করিয়া ঘোরে তাহা জানিতেও মহাকাশ বিজ্ঞান পড়িতে হয় না। অর্থাত্ কমন সেন্স হইতেই মানুষ একটা জ্ঞান রাখে, যাহা দিয়া বৈতরণি পার হওয়া যায়। আমরা বহু মহান নেতাকে দেখিয়াছি, যাহারা কোনো গাইডলাইন না পড়িয়াও বহু প্রশংসনীয় শিষ্টাচার বজায় রাখিতে সক্ষম হইয়াছেন, রাজনীতি ও কূটনীতিতে অনুকরণীয় হইয়াছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করিতে হয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানিদের বহু অন্যায়ের কথা তুলিয়া ধরিয়াছেন; কিন্তু কখনো তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা ব্যক্তিগত পর্যায়ে অপমানসূচক কথা বলেন নাই। এমন নেতাও আমরা দেখিয়াছি, চোখের সামনে তাহার ভোট লুট হইতে দেখিয়াও মিডিয়ার কাছে বক্তব্য তুলিয়া ধরার সময় শিষ্টাচার বজায় রাখিতে কার্পণ্য করেন নাই। ইহাই পরিণত মানুষের বোধ ও বুদ্ধি।

কূটনীতি হয় দ্বিপাক্ষিক, বহুপাক্ষিক এবং বিভিন্ন ফোরামে। একজন কূনীতিক বা দায়িত্বশীল ব্যক্তি ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান বা বাংলা–কোন ভাষায় কথা বলিবেন তাহার কোনো বাধ্যবাধকতা নাই। তবে তিনি কী বলিলেন, কী ধরনের টোন ব্যবহার করিলেন তাহাই মুখ্য। কূটনীতিতে কিছু সততা থাকিতে হইবে বলিয়াও বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। তাহারা বলেন, অন্য পক্ষের সহিত যদি কোনো চুক্তি, কোনো সমঝোতা করিতে গিয়া জনগণের অসন্তোষ সৃষ্টি হয়, অথবা পার্লামেন্টে হইচই বাধিয়া যাওয়ার দেখেন, তাহা হইলে অপরপক্ষের নিকট তাহা রাখঢাক করিতে বারণ করিয়াছেন। এমনকি একটি শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও অতি সতর্কতার উপদেশ দিয়াছেন। সর্বোপরি যে কোনো আলোচনায়, চুক্তিতে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক বিষয়ে মন্তব্যে সর্বদা স্বাভাবিক ভদ্রতা অপরিহার্য বলিয়া তাহারা মনে করেন। যদি কোনো দেশের সহিত বৈরী সম্পর্কও তৈরি হয়, সেই ক্ষেত্রেও ন্যূনতম শালীনতা ও কূটনৈতিক ভাষা ব্যবহার অপরিহার্য। সকলের মনে রাখিতে হইবে, একটি শব্দ বা বাক্য ব্যয়ে একটি দেশের উপর ইতিবাচক অথবা নেতিবাচক প্রভাব পড়িতে পারে।

কিন্তু অতি-বর্তমান বিশ্বে, বিশেষ করিয়া উন্নয়নশীল দেশে আমরা ভিন্ন চিত্র দেখিতে পাই। অত্যন্ত দায়িত্বশীল পদে থাকিয়া দেশবিদেশের প্রতিপক্ষের প্রতি যে ভাষা ব্যবহার করা হয়, তাহা শিষ্টাচারের কোনো স্তরেই বিবেচনা করা যায় না। বরং অনেকের কথা শুনিলে মনে হয়, পান-দোকানি আর আছিয়ার মায়ের চরম ঝগড়ায় ব্যবহৃত শব্দাবলিকেও যেন হার মানায়। যেই সকল পরিণত রাজনীতিবিদ এখনো বিদ্যমান রহিয়াছেন, সকল কিছু অবলোকন করিতেছেন; সেই সকল পরিণত নেতারা বিভিন্ন দেশে দায়িত্বশীল পদে বহাল রহিয়াছেন, তাহারা নীরবে হাসেন বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। সমাজে যাহার যে অবস্থান, সেই অবস্থানকে বুঝিতে পারা এবং সেই অনুসারে কথা বলিতে ও শিখিতে পারাও একটি যোগ্যতা বিবেচনা করা এখন একান্ত প্রয়োজন হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

সালমান রুশদি কি গাজায় গণহত্যাকে ন্যায্যতা দিতে চাইছেন

চলতি মে মাসে, জার্মান রেডিও রুন্ডফাঙ্ক বার্লিন-ব্র্যান্ডেনবার্গকে (আরবিবি) দেওয়া সাক্ষাৎকারে, রুশদি ফিলিস্তিনের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে পশ্চিমা বিশ্বে ছাত্ররা যে বিক্ষোভ করেছেন, তাকে 'অনেক ক্ষেত্রে একটি ইহুদিবিদ্বেষী ভাষ্য' বলে নিন্দা করেছেন। সেখানে তিনি ইসরায়েলি সংস্কৃতিকে বর্জন করার আহ্বানকে 'একটি সর্বজনীন সমস্যা' আখ্যা দিয়ে সেটিকে নিন্দার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছেন। লিখেছেন **গ্যাব্রিয়েল পোলি...**

বিশ্ববিদ্যালয়ে উত্তর-ঔপনিবেশিক সাহিত্য পড়ান, আমার এমন একজন শিক্ষক আমাকে তাঁর সঙ্গে সালমান রুশদির দেখা হওয়াবিষয়ক দুটি ঘটনার কথা বলেছিলেন।

আমার ওই শিক্ষকের সঙ্গে রুশদির প্রথম দেখা হয়েছিল ১৯৮০-এর দশকের গোড়ার দিকে। ওই সময়, অর্থাৎ ১৯৮১ সালে রুশদির ব্লকবাস্টার উপন্যাস মিডনাইটস চিলড্রেন বুকার পুরস্কার জিতেছিল। বইটি তখন ব্রিটেনে ১০ লাখের বেশি কপি বিক্রি হয়েছিল। ফলে তখন রুশদি বেশ খ্যাতিমান হয়ে উঠেছিলেন। আমার শিক্ষক আমাকে বলেছিলেন, সে সময় রুশদির সঙ্গে আলাপ করে তাঁকে তাঁর বেশ ভদ্র, বাকপটু ও আকর্ষণীয় মনে হয়েছিল।

১৯৮৮ সালে রুশদির স্যাটানিক ভার্সেস উপন্যাস প্রকাশিত হওয়ার পর ইসলাম ধর্মের অবমাননা ইস্যুতে বিশ্বব্যাপী বিক্ষোভ হয় এবং ১৯৮৯ সালে ইরানের নেতা আয়াতুল্লাহ খোমেনি রুশদিকে মুরতাদ ফতোয়া দিয়ে তাঁর মাথার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন। ওই ঘটনার বেশ পরে আমার শিক্ষকের সঙ্গে রুশদির দ্বিতীয়বার দেখা হয়েছিল।

হত্যার হুমকি মাথায় নিয়ে চলা এবং কয়েক বছর ধরে আত্মগোপনে থাকার অভিজ্ঞতা হয়তো রুশদিকে বদলে দিয়েছিল। বদলে যাওয়ার পেছনে সম্ভবত ফতোয়ার কারণে তাঁর বেড়ে যাওয়া সাহিত্যিক সুপারস্টার মর্যাদার বিষয়টিও কাজ করেছিল।

তবে কারণ যা-ই হোক, দ্বিতীয়বার দেখা হওয়ার পর আমার শিক্ষকের কাছে রুশদিকে অহংকারী, নির্লিপ্ত ও শীতল মেজাজের মনে হয়েছিল। অর্থাৎ আমার শিক্ষকের ভাষ্যমতে, রুশদির কথাবার্তা ও চরিত্রে একটি রূপান্তর ঘটে গিয়েছিল। তাঁর সেই রূপান্তরের কথা আমাকে যে ইস্যুতে তাঁর আরেকটি রূপান্তরের বিষয় মনে করিয়ে দিয়েছে, সেটি হলো ফিলিস্তিন।

চলতি মে মাসে, জার্মান রেডিও রুন্ডফাঙ্ক বার্লিন-ব্র্যান্ডেনবার্গকে (আরবিবি) দেওয়া সাক্ষাৎকারে, রুশদি ফিলিস্তিনের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে পশ্চিমা বিশ্বে ছাত্ররা যে বিক্ষোভ করেছেন, তাকে 'অনেক ক্ষেত্রে একটি ইহুদিবিদ্বেষী ভাষ্য' বলে নিন্দা করেছেন।

সেখানে তিনি ইসরায়েলি সংস্কৃতিকে বর্জন করার আহ্বানকে 'একটি সর্বজনীন সমস্যা' আখ্যা দিয়ে সেটিকে নিন্দার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

রুশদি বলেছেন, 'গাজায় এখন যা ঘটছে, তা দেখে যেকোনো সাধারণ মানুষ হতবাক হতেই পারে; বিশেষ করে সেখানে যে সংখ্যক নিরপরাধ মানুষ নিহত হচ্ছে, তা দেখে যে কেউ ধাক্কা খেতে পারে। কিন্তু আমি মনে করি, বিক্ষোভকারীরা এসব হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে হামাসের কথাও উল্লেখ করতে পারত। কারণ, এই ঘটনার সূত্রপাত তারাই করেছে।'

রুশদি বলেছেন, 'হামাস একটি সন্ত্রাসী সংগঠন এবং মজার বিষয় হলো, একটি তরুণ প্রগতিশীল ছাত্রনীতি একটি ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাসী গোষ্ঠীকে সমর্থন করছে। তাঁরা ফ্যাসিবাদী কায়দায় "ফিলিস্তিন মুক্ত করো" বলে ফিলিস্তিনকে স্বাধীন করার দাবি করছে।'

রুশদি বলেছেন, 'আমি আমার জীবনের বেশির ভাগ সময় একটি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে ছিলাম। কিন্তু এখন মনে করি, ফিলিস্তিন যদি রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে তা হামাস দ্বারা পরিচালিত হবে এবং সেটি আমাদের কাছে একটি তালেবান নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রের মতো রাষ্ট্র হবে। তা হবে ইরানের একটি স্যাটেলাইট রাষ্ট্র। পশ্চিমা বামদের প্রগতিশীল আন্দোলন কি সেটাই তৈরি করতে চাইছে?'

এটা খুবই লজ্জার যে রুশদি তাঁর অসাধারণ কল্পনা দিয়ে এই ফিলিস্তিনি যুবকদের জায়গায় নিজেকে কল্পনা করতে পারেননি। তিনি তাঁর লেখকের কল্পনা দিয়ে স্বাধীন, শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ একটি মুক্ত ফিলিস্তিনের কল্পনাও করতে পারেন না। আফসোস, আয়ারল্যান্ড, নরওয়ে ও স্পেন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দিয়েছে। আর রুশদি এসব পশ্চিমা সরকারের চেয়েও পেছনে পড়ে আছেন।

তাঁর সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীদের দেশ জার্মানিতে ইসরায়েলপন্থী কথাবার্তা যতটা উচ্চারিত হয়, অন্য কোনো পশ্চিমা দেশে ততটা হয় না)। নিজেদের পড়াশোনা ও ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ারের কথা না ভেবে পুলিশ ও ইসরায়েলপন্থী প্রতিপক্ষের সহিংসতার মুখে দাঁড়িয়ে যে শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ করেছেন, রুশদি তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে পারতেন। তিনি ৭৬ বছরের ইসরায়েলি বর্ণবাদ, উপনিবেশ এবং ফিলিস্তিনিদের উচ্ছেদের কথা বলতে পারতেন। এসব না বলে তিনি বললেন, গাজার এই তাণ্ডবের 'সবকিছুর সূত্রপাত করেছিল' ৭ অক্টোবরের হামাসের হামলা।

রুশদি গাজায় ইসরায়েলের কার্পেট বোমা হামলা, গাজার মানুষের না খেয়ে মরা, ৩৫ হাজার ফিলিস্তিনিকে হত্যা করা, সেখানকার সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস করার বিরুদ্ধে জোরালোভাবে কথা বলতে পারতেন।

কিন্তু তিনি সেসব কথার ধারেকাছে না গিয়ে সেসব ইসরায়েলি ফাঁকা কথাবার্তার প্রতিধ্বনি করে যাচ্ছিলেন, যার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হলো গাজা উপত্যকার ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞকে ন্যায্যতা দেওয়া।

রুশদি বরাবরের মতো ফিলিস্তিনিদের বিষয়ে এতটা খারিজি ভাবাপন্ন লোক ছিলেন না। ১৯৮৬ সালের সেপ্টেম্বরে লন্ডনের ইনস্টিটিউট অব কনটেমপোরারি আর্টসে (আইসিএ) রুশদির সঙ্গে ফিলিস্তিনি-আমেরিকান রাজনৈতিক কর্মী ও সাংস্কৃতিক সমালোচক অ্যাডওয়ার্ড ডব্লিউ সাইদের যে বাক্যবিনিময় হয়েছিল, তা বিশ শতকের সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও উপভোগ্য সাক্ষাৎকার হিসেবে টিকে আছে।

এর কৃতিত্ব অবশ্য প্রধানত সাইদকে দেওয়া হয়েছিল, যিনি ওই সময় ফিলিস্তিনিদের বঞ্চনা নিয়ে তাঁর গীতিময় ও শক্তিশালী বই আফটার দ্য লাস্ট স্কাই লিখেছিলেন। যথার্থ মূল্যায়নের মাধ্যমে রুশদি সে সময় বইটিকে 'ভিটে হারানো, ভূমিহীনতা, নির্বাসন ও আত্মপরিচয়নির্ভর একটি আবেগময় ও চলমান আখ্যান' হিসেবে অভিহিত করেছিলেন।

ফিলিস্তিনের প্রতি সংহতি প্রদর্শনের অংশ হিসেবে সম্প্রতি ইনস্টিটিউট অব কনটেমপোরারি আর্টসে (আইসিএ) রুশদি-সাইদের সেই সাক্ষাৎকারটি দেখানো হয়েছে। ১৯৮০-এর দশকের হাস্যকর ইসরায়েলি প্রোপাগান্ডা যেভাবে সাইদ দেখিয়ে দিচ্ছিলেন, তা দেখে শ্রোতারা হেসেছিলেন এবং ভিডিওটির শেষে তাঁরা রুশদি ও সাইদ দুজনকেই সাধুবাদ জানিয়েছিলেন।

তবে দর্শকদের সেই সাধুবাদের মধ্যে ভারী দীর্ঘশ্বাসও ছিল। কারণ, সম্প্রতি সাক্ষাৎকারে রুশদি বলেছেন, 'সমস্যা হয়েছে, ইহুদিবিদ্বেষ প্রকাশ না করে জায়নবাদের কোনো ধরনের সমালোচনা করা কঠিন হয়ে পড়েছে।'

ইসরায়েল-ফিলিস্তিন নিয়ে রুশদির নিজস্ব রাজনীতি অবশ্যই আছে। ফতোয়া-পরবর্তী বছরগুলোয় রুশদি তাঁর ইসলামবিদ্বেষী ও সাম্রাজ্যবাদী অ্যাজেন্ডা নিয়ে পশ্চিমা রাজনীতিবিদদের কাছে সেলিব্রিটিতে পরিণত হয়েছিলেন। তিনি আফগানিস্তান ও ইরাক আক্রমণে সমর্থন দিয়েছিলেন এবং সেসব নব্যরক্ষণশীল ও ডানপন্থী আন্দোলনকারীদের কাছে প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিলেন, যাঁরা যুক্তি দিয়ে থাকেন, ইসলাম একটি হুমকি এবং পশ্চিমা সভ্যতাই হলো উচ্চতর সভ্যতা।

খোমেনির ফতোয়া প্রসঙ্গে যে বিষয়টি সব সময়ই এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে, তা হলো, ইসলামি বিশ্বের বেশ কয়েকজন বুদ্ধিজীবী রুশদির বাক্স্বাধীনতার পক্ষে কথা বলেছিলেন এবং তাঁর জীবন রক্ষায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন।

'ফর রুশদি: এসেজ বাই আরব অ্যান্ড মুসলিম রাইটার্স ইন ডিফেন্স অব ফ্রি স্পিচ' শিরোনামে ১৯৯৪ সালে যে সংকলনগ্রন্থ বেরিয়েছিল, তাতে মাহমুদ দারবিশ, এমিল হাবিবি, সাইদসহ বেশ কয়েকজন ফিলিস্তিনির লেখা ছিল।

গাজার সাংবাদিক বিসান আওদা ও মোতাজ আজাইজা এবং পূর্ব জেরুজালেমের কবি মোহাম্মদ এল-কুর্দের মতো অনেক লেখক-বুদ্ধিজীবী আছেন, যাঁরা কখনোই নিজেকে তালেবান-সদৃশ রাষ্ট্রের সমর্থক নন। বরং তাঁরা সেই হতাশাগ্রস্ত ফিলিস্তিনি যুবকদের স্বপ্ন দেখান, যাঁরা তাঁদের এই ছোট্ট জীবনে দখল, বর্ণবাদ এবং গণহত্যা ছাড়া আর কিছুই দেখেনি।

এটা খুবই লজ্জার যে রুশদি তাঁর অসাধারণ কল্পনা দিয়ে এই ফিলিস্তিনি যুবকদের জায়গায় নিজেকে কল্পনা করতে পারেননি। তিনি তাঁর লেখকের কল্পনা দিয়ে স্বাধীন, শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ একটি মুক্ত ফিলিস্তিনের কল্পনাও করতে পারেন না।

আফসোস, আয়ারল্যান্ড, নরওয়ে ও স্পেন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দিয়েছে। আর রুশদি এসব পশ্চিমা সরকারের চেয়েও পেছনে পড়ে আছেন।

গ্যাব্রিয়েল পোলি একজন ইতিহাসবিদ, লেখক এবং অধিকারকর্মী। তাঁর প্রথম বই প্যালেস্টাইন ইন দ্য ভিক্টোরিয়ান এজ ২০২২ সালে প্রকাশিত হয়েছে

মিডল ইস্ট আই থেকে নেওয়া, অনুবাদ

এটা খুবই লজ্জার যে রুশদি তাঁর অসাধারণ কল্পনা দিয়ে এই ফিলিস্তিনি যুবকদের জায়গায় নিজেকে কল্পনা করতে পারেননি। তিনি তাঁর লেখকের কল্পনা দিয়ে স্বাধীন, শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ একটি মুক্ত ফিলিস্তিনের কল্পনাও করতে পারেন না। আফসোস, আয়ারল্যান্ড, নরওয়ে ও স্পেন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দিয়েছে। আর রুশদি এসব পশ্চিমা সরকারের চেয়েও পেছনে পড়ে আছেন।

ওরলি নয়

গাজা যুদ্ধ ইসরায়েলি সমাজে ভাঙন ধরিয়ে দিয়েছে

গাজা যুদ্ধ শেষ হবে কবে তার কোনো আভাস দিগন্তরেখায় এখনো দেখা যাচ্ছে না। সাত মাসের এই যুদ্ধে হাজার হাজার ফিলিস্তিনিকে হত্যা করা হয়েছে। ব্যাপক গণহত্যার অভিযোগের মুখে পড়েছে ইসরায়েল। সাত মাসে ইসরায়েল এখন ক্ষতবিক্ষত একটা সমাজে পরিণত হয়েছে। ইতিহাসের যে কোনো সময়ের চেয়ে ইসরায়েলিরা এখন আরও বিখণ্ডিত ও বিভক্ত।

এ বিষয়টি এবারে ইসরায়েলের গ্রীষ্মকালীন পার্বণের সময় আরও স্পষ্ট হয়ে গেছে। মৃত সৈন্যদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ইসরায়েলিরা প্রতিবছর মেমোরিয়াল ডে পালন করেন। এ বছর ১৩ মে মেমোরিয়াল ডের ৭৬তম বার্ষিকী পালন করেন তাঁরা। এই উদ্‌যাপন প্রতীকীভাবে খুবই শক্তিশালী অর্থ বহন করে। জায়নবাদী জাতীয় বয়ানের প্রতি ইহুদি ও ইসরায়েলি আনুগত্য ঐক্যবদ্ধভাবে প্রকাশের প্রতীক এটি।

কিন্তু এই বছরের উদ্‌যাপনের সময় ঐক্যের কোনো চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়নি।

এই ফাটলটা আরও গভীরভাবে বেরিয়ে আসে ১৪ মে ইসরায়েলের স্বাধীনতা দিবসের দিন।

ইসরায়েলের টেলিভিশন চ্যানেল-১২-এর খবরে সেই বিভাজিত চিত্র দেখা গেছে। একদিকে সরকারি উদ্যাগে আলোক প্রজ্বালন অনুষ্ঠান। সেখানে একজনও দর্শক নেই। যেন একজন স্বৈরশাসককে আলোকিত করতে সর্বোচ্চ আয়োজন।

অন্যদিকে আমরা দেখলাম, ৭ অক্টোবর হামাসের হাতে বন্দী ইসরায়েলিদের পরিবারগুলোর প্রতিবাদ। প্রিয় স্বজনদের ফিরে পাওয়া যাবে কি না, সেই অনিশ্চয়তা থেকে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মরিয়া প্রতিরোধের এক দৃষ্টান্ত।

এই স্বাধীনতা দিবসটি নিজেই ভিন্ন অর্থ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে।

ফিলিস্তিন ও ইহুদি আন্দোলনকর্মীরা একসঙ্গে প্রতিবাদ কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন। ১৯৪৮ সালের বিপর্যয়ের স্মরণে ফিলিস্তিনিরা এ দিনে নাকবা দিবস পালন করেন। এবারে ছিল নাকবার ৭৬তম বার্ষিকী। এ উপলক্ষে আয়োজিত প্রত্যাবর্তন শোভাযাত্রায় ফিলিস্তিনিদের পাশাপাশি ইহুদি আন্দোলনকর্মীরা অংশ নেন।

একই সময়ে ইসরায়েলের দেরথ শহরে হাজার হাজার ইহুদি গাজায় ইহুদি বসতি স্থাপনের দাবিতে

'গাজা চলো' মিছিলে অংশ নেয়। গাজার ধ্বংসযজ্ঞ তাদের মনে আনন্দ জাগিয়েছে, আর তারা পরিকল্পনা আঁটছে সেখানে কীভাবে বসতি স্থাপন করা যাবে।

ন্যায়ের জন্য লড়াই

এবারের নাকবা দিবসে ফিলিস্তিনিরা যে প্রত্যাবর্তন মিছিল করেন, সেটির দৈর্ঘ্য কয়েক শ মিটার হয়েছিল। আগের বছরগুলোর তুলনায় সেটি হয়তো ছোট ছিল। যাহোক, অপেক্ষাকৃত ছোট মিছিল হওয়া সত্ত্বেও গর্বিত ফিলিস্তিনি আত্মপরিচয়ের শক্তিশালী প্রকাশের জন্য এটি যথেষ্ট। মিছিলটি ছিল অনেক বেশি বর্তমানের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক। এই মিছিলে এমন একটি দেশে থেকে ন্যায়বিচারের স্থায়ী দাবি তোলা হয়েছে, যেখানে ন্যায়বিচারই অনুপস্থিত।

তারা ন্যায়বিচারের দাবি জানিয়েছেন ঘরবাড়িহারা মানুষের জন্য, তারা ন্যায়বিচারের দাবি জানিয়েছেন গাজার জন্য, তারা ন্যায়বিচারের দাবি জানিয়েছেন রাজনৈতিক বন্দীদের জন্য। এই মিছিল ছিল বিস্মৃতির বিপক্ষে ন্যায়বিচার ও লড়াইয়ের প্রতীক।

এই মিছিলে ছোট্ট শিশুদের কাঁধে নিয়ে তার বাবারা এসেছিলেন। একবার ভেবে দেখুন তো এর প্রভাব কতটা বিস্তৃত হতে পারে? দেরথে ডানপন্থীদের আয়োজিত মিছিলেও শিশুদের দেখা গেছে। মিছিলের ব্যানারে লেখা ছিল, 'গাজার পথে স্বাধীনতার মিছিল'। মিছিলে অংশ নেওয়া বাবারা কি তাঁদের শিশুদের কাছে ব্যাখ্যা করে বলেছেন, ইহুদি তরুণেরা কীভাবে গাজার অভুক্ত শিশুদের জীবন বাঁচানোর জন্য পাঠানো ত্রাণের বহর ধ্বংস করেছেন?

নাকবা দিবসে ফিলিস্তিনি শিশুরা শেফারমের (উত্তর ইসরায়েলে অবস্থিত আরব শহর) কাছে বইয়ের দোকানগুলোতে জড়ো হয়েছিল নিজেদের ইতিহাস জানার জন্য। আর দেরথে ইসরায়েলি শিশুরা তাদের পরিবারের সঙ্গে গাজায় বিস্ফোরণের শব্দের তালে তালে মিছিলে শামিল হয়েছিল। বলতে পারেন, এই শিশুরা কী শিখল? ফিলিস্তিনি শিশুরা দেখল যে তাদের প্রতিবাদ মিছিলে ইহুদি আন্দোলনকর্মীরা এসে সংহতি জানালেন। তাদেরকে প্রশংসা আর সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করা হলো। দেরথের ইহুদি শিশুরা কী শিখল? তারা শিখল ফিলিস্তিনিদের বিপর্যয় উদ্‌যাপন করতে এসেছে তাদের পরিবার।

ফ্যাসিবাদের পরিধি বাড়ছে

এক প্রজন্ম পরে এই ফিলিস্তিনি ও ইসরায়েলি শিশুরা প্রাপ্তবয়স্ক হবে। নাগরিক অধিকারগুলো ভোগ করার মতো বড় হবে তারা। কিন্তু সেই নাগরিক অধিকার ক্রমেই সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে ইসরায়েলে। জাতীয়তাবাদী চিন্তার সঙ্গে ও বৈষম্য বাড়ছে ইসরায়েলে। ফ্যাসিবাদের পরিসর ক্রমে সম্প্রসারিত হচ্ছে। নাগরিকত্বের পূর্ণাঙ্গ মানে কী, তা নিয়ে ইসরায়েলের ইহুদিরা কখনোই মনোযোগ দেননি। কারণ, তাঁরা জাতিগতভাবেই সুরক্ষার অধিকার পান। কিন্তু ৭ অক্টোবর থেকে যা কিছু ঘটে চলেছে, তাতে প্রমাণিত হয়, ইসরায়েলি ইহুদি হিসেবে আমাদের দুর্বল হয়ে আসা নাগরিক মর্যাদা কতটা বিপদের মধ্যে পড়েছে।

জিম্মি ইসরায়েলিদের সরকার যেভাবে পরিত্যাগ করেছে, সেটিই এর বড় দৃষ্টান্ত। যখন জাতীয়তাবাদী স্বার্থই মুখ্য, তখন নাগরিকদের একপাশে ঠেলে ফেলা হয় এবং নাগরিক শব্দের মানে খোয়া যায়।

ওরলি নয়, ইসরায়েলের মানবাধিকারকর্মী

মিডলইস্ট আই থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্তাকারে অনূদিত

প্রথম নজর

ভোটের দিন মধ্যরাতে বিশেষ ট্রেন চলবে শিয়ালদা দক্ষিণ শাখায়

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● ক্যানিং

আপনজন: ১ লা জুন দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার ৪ টি আসনে ভোট গ্রহণ করা হবে। জেলায় দ্বায়িত্ব পালন করা ভোট কর্মীদের সুবিধার্থে ওইদিন মধ্য রাতে বিশেষ ট্রেন চালাবে রেল। মঙ্গলবার পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র জানান, বজবজ, ডায়মন্ড হারবার, নামখানা ও ক্যানিং লাইনে বিশেষ ট্রেন গুলো চালানো হবে।

কৌশিক মিত্র জানান, শিয়ালদহ ডিভিশনের নামখানা লোকাল রাত্রি ১১. ৪৫ মিনিটে নামখানা থেকে ছেড়ে শিয়ালদহে পৌঁছাবে রাত ২.২০ মিনিটে।

ডায়মন্ডহারবার থেকে রাত ১ টায় ছেড়ে শিয়ালদহে পৌঁছাবে রাত ২.২৭ মিনিটে।

ক্যানিং থেকে রাত ১ টায় ছেড়ে শিয়ালদহে পৌঁছাবে রাত ২. ৫ মিনিটে। এছাড়াও বজবজ লোকাল রাত ১২.৫ মিনিটের পরিবর্তে রাত ১২.৩০ মিনিটে শিয়ালদহের উদ্দেশ্য ছেড়ে আসবে।

ট্রেন গুলি শিয়ালদহে আসার পথে সমস্ত স্টেশনে থামবে বলেও জানান মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক।

উল্লেখ্য দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার জেলা শাসক সুমিত গুপ্তা ভোট কর্মীদের বাড়ি ফেরার সুবিধার্থে পূর্ব রেলের কাছে বিশেষ ট্রেন চালানোর অনুরোধ করেন। সেই অনুরোধে সাড়া দিয়েই বিশেষ ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নেয় রেল।

‘লিঙ্গ সংবেদনশীলতা’ সম্পর্কিত সেমিনার হিলি কলেজে

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: ‘লিঙ্গ সংবেদনশীলতা’ এর ওপর একটি এক দিবসীয় সেমিনার তথা আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হলো দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হিলির এসবিএস গভর্মেন্ট কলেজে। সেমিনারের মূল বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির সদস্য সুরজ দাস এবং সমাজকর্মী স্নিগ্ধা বিশ্বাস। এদিনের আলোচনায় উঠে এসেছে লিঙ্গ বৈষম্য, পণপ্রথা, কন্যাভ্রুণ হত্যা, নারী পাচার, বাল্য বিবাহ, গার্হস্থ্য হিংসা প্রভৃতি। চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির সদস্য সুরজ দাস কিছু উল্লেখযোগ্য আইন যেমন গার্হস্থ্য সহিংসতা আইন ২০০৫, পসকো আইন প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করেন। সমাজকর্মী স্নিগ্ধা বিশ্বাস নারীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিয়ে সবিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি হিলি ব্লকের ত্রিমোহনী এলাকার বিভিন্ন গ্রাম গুলোতে কিভাবে মেয়েদের মধ্যে ঋতুকালীন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করেছেন তা প্রজেক্টরের মাধ্যমে তুলে ধরেন। এদিনের আলোচনাচক্রে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট অতিথি (বঙ্গরত্ন) অমূল্য রতন বিশ্বাস, কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ড. কৌশিক মাজি, টিচার্স কাউন্সিল সেক্রেটারি প্রশান্ত ঘোষ, আইকিউএসি কোর্ডিনেটর ড. আয়ুষ্মান চক্রবর্তী, জাতীয় সেবা প্রকল্প প্রোগ্রাম অফিসার ড. অভিজিৎ সরকার, অধ্যাপিকা ড. ঈশিতা বিশ্বাস সহ কলেজের অন্যান্য অধ্যাপক-অধ্যাপিকা। সেমিনার কক্ষে উপস্থিত কলেজের বর্তমান ও প্রাক্তন শতাধিক ছাত্র-ছাত্রীর সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য। শেষে প্রশ্নোত্তর পর্বে তাঁরা অংশগ্রহণ করে এবং মন্তব্য রাখে। সেমিনার প্রসঙ্গে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ড. কৌশিক মাজি বলেন, ‘সীমান্তবর্তী আমাদের এই কলেজের ছাত্র-ছাত্রী বিশেষত ছাত্রীদের মধ্যে বিভিন্ন আইন বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্যই এই সেমিনার। ভবিষ্যতেও আমরা এরূপ আরো সেমিনার আয়োজন করব।”

কাকলির সমর্থনে...

আপনজন: বারাসত লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী ডা. কাকলি ঘোষ দস্তিদারের সমর্থনে অশোকনগর হরিপুর মোড় থেকে বিল্ডিং মোড় পর্যন্ত বর্ণাঢ্য পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয় বুধবার। উপস্থিত ছিলেন অভিনেতা সোহম চক্রবর্তী, বণি সেনগুপ্ত, কৌশানী মুখার্জী সহ প্রার্থী কাকলি ঘোষ দস্তিদার, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা সভাধিপতি ও বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামী প্রমুখ। ছবি ও তথ্য: এম মেহেদী সানি

দীর্ঘ ১৬ বছর ধরে হরিশ্চন্দ্রপুরের একমাত্র ডিগ্রি কলেজের নিজস্ব কোন রাস্তা নেই

তানজিমা পারভিন ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: দীর্ঘ ১৬ বছর ধরে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার একমাত্র ডিগ্রী কলেজের নিজস্ব কোন রাস্তা নেই।অন্যের জমির উপর দিয়ে কলেজে ঢুকতে হয় ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের।যদিও বছর দেড়েক আগে সরকারি জমিতে ১০০ দিনের টাকায় কলেজের রাস্তার জন্য একটি ব্রিজ নির্মাণ করা হচ্ছিল।কিন্তু এই ১০০ দিনের প্রকল্প কেন্দ্র বন্ধ করে দেওয়ায় থমকে গিয়েছে ব্রিজ নির্মাণের কাজ। অর্ধ সমাপ্ত হয়ে পড়ে রয়েছে ব্রিজটি।তাই কলেজের নিজস্ব রাস্তা কবে হবে এই নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে এলাকার বাসিন্দা থেকে শুরু ছাত্র ছাত্রীদের মনে। এ প্রসঙ্গে কলেজের প্রিন্সিপাল সুমিত নন্দী বলেন,’নারেগা প্রকল্পের অধীনে এই ব্রিজ তৈরি হচ্ছিল।টাকা বন্ধ হয়ে যাওয়াতে অর্ধ সমাপ্ত হয়ে পড়ে রয়েছে ব্রিজটি।আমি এই বিষয়ে প্রশাসনকে জানিয়েছি।’ ২০০৮ সালে হরিশ্চন্দ্রপুর কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়।বর্তমানে দেড় হাজারের বেশি ছাত্রছাত্রী রয়েছে বলে জানান কলেজ কর্তৃপক্ষ।হরিশ্চন্দ্রপুর সহ পার্শ্ববর্তী চাঁচল,সামসী ও রতুয়া প্রভৃতি এলাকা থেকেও প্রচুর ছাত্র ছাত্রী প্রতিদিন এই কলেজে পড়াশোনা করতে আসেন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই কলেজে নিজস্ব রাস্তা না থাকায় পার্শ্ববর্তী ব্যক্তিগত জমির উপর দিয়ে থাকা রাস্তার উপর দিয়েই কলেজে প্রবেশ করেন তাঁরা।এই নিয়ে প্রচুর অসুবিধা হয় ছাত্র-ছাত্রীদের।

বর্ষার সময় জমিতে জল জমে কাদা হয়ে যায়।বাইক ও সাইকেল নিয়ে ভোগান্তি পোহাতে হয়। হরিশ্চন্দ্রপুর ১ এর বিডিও সৌমেন মন্ডল বলেন,’১০০ দিনের কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়াতে এই ব্রিজ নির্মাণের কাজও থমকে গিয়েছে।এর জন্য কোন নির্দিষ্ট বরাদ্দ ছিল না।’হরিশ্চন্দ্রপুর কলেজের তৃণমূল ছাত্র পরিষদ ইউনিট প্রেসিডেন্ট অসিম আক্রাম বলেন,’রাস্তার দাবিতে আমরা একাধিকবার আন্দোলন দেখিয়েছি কিন্তু কোন কাজ হয়নি।’

কলেজ পড়ুয়া পুতুল সাহানি,সাকিম হোসেন ও বিদিশা সাহা রায় বলেন, ‘কলেজের নিজস্ব রাস্তা না থাকার কারণে

অন্যের ব্যক্তিগত রাস্তার উপর দিয়ে যাতায়াত করতে হয়। তবে রাস্তায় বড় বড় ইট ও পাথর থাকায় সাইকেল নিয়ে যেতে সমস্যা হয়।’রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী তাজমুল হোসেন বলেন,’ উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের ২ কোটি টাকা ব্যয়ে কলেজে দ্বিতল ভবনের কাজ শুরু হয়েছে।সেই টাকা থেকে রাস্তা ভরাট করে কংক্রিটের ঢালাই করা হবে। তবে ব্রিজটির বিষয়টি জেলা শাসককে জানিয়েছি।’

ভিক্ষুক সেজে বাড়ির তালা ভেঙে চুরি

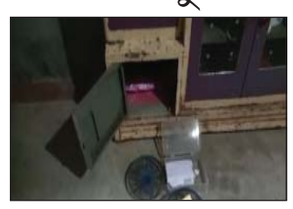

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ধূপগুড়ি

আপনজন: মঙ্গলবার বিকেলে ধুপগুড়ি মহকুমার অন্তর্গত গাদং ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের কথাপাড়ার বেলতলি এলাকায় ভিক্ষা করার বেসে এক ভিক্ষু এলাকায় ঢুকে পরে। এলাকার বেশ কয়েকটি বাড়িতে তিনি ভিক্ষাও করেন। স্থানীয় বাসিন্দা ফজলার রহমানের বাড়িতে যান বাড়ির সদস্যদের অনুপস্থিতিতে ঘরের তালা ভেঙে ঘরে ঢুকে রীতিমতো ঘরের যাবতীয় জিনিসপত্র লন্ডভন্ড করে দেয় ওই ভিক্ষুড়। এমনকি আলমারি ভেঙে টাকা পয়সা সহ সোনার তৈরি অলংকার নিয়ে চম্পট দেয় ভিক্ষুক বলে অভিযোগ পরিবারের। দিনে দুপুরে চুরির ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে ওই এলাকায়। ধুপগুড়ি থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করে দিয়েছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

নির্মীয়মান দোকান ভেঙে গুরুতর জখম কমপক্ষে ৫

বাবলু হাসান লস্কর ● ক্যানিং

আপনজন: ক্যানিং বারুইপুর রোডের পাশে নির্মীয়মান দোকান ভেঙে পড়ে জখম পাঁচ। ক্যানিং পুরাতন বিডিও অফিস সন্নিকট এর ঘটনা। দীর্ঘদিন ধরে চলা রাস্তা সম্প্রসারণ ও নিকাশিনালা তৈরির কাজ চলছিল। এর জেরে রাস্তার পাশের নির্মানগুলি নড়বড়ে হয়ে পড়ে,আর সেই নড়বড়ে নির্মাণের উপর দোতলা নির্মাণ চলছিল। সেই নির্মাণ ভেঙে পড়ে রাস্তার উপর চলন্ত অটো ও ভ্যানের উপর। তাতেই গুরুতর জখম হন পাঁচজন। আহতের মধ্যে তিনজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। সকলকেই ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনা কেন্দ্র করে এলাকার চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে ক্যানিং থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত শুরু করছে। কিভাবে এই ঘটনা ঘটল তার উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত শুরু হয়েছে।

নদিয়ায় ফের ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: নদিয়ায় আবারও ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তি। তাই ওভার ব্রিজের দাবিতে বিক্ষোভ স্থানীয়দের। ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার কৃষ্ণনগর দিগ নগর বাজার এলাকার ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ওই এলাকারই রবি দেবনাথ নামে এক ব্যক্তি রাস্তা পার হচ্ছিলেন তখনই কৃষ্ণনগরের দিক থেকে কলকাতা যাওয়ার র উদ্দেশ্যে একটি লিচু বোঝাই গাড়ি প্রথমে তাকে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করলেও শেষমেষ সজোরে ব্রেক মারার জন্য উল্টে যায় , এবং ওই পথচারীর উপরেই চাপা পড়ে ম্যাটাডোর গাড়িটি। ঘটনাস্থলে পথচারী মারা যান সেখানেই।

সূত্রের খবর অনুযায়ী জানা যায়, মৃত ব্যক্তির নাম রবি দেবনাথ পেশায় ভ্যানচালক। অত্যন্ত অভাবী পরিবারে স্ত্রী এক ছেলে এক মেয়ে সহ মোট ৪ সদস্য তার উপার্জনের উপরেই নির্ভরশীল ছিলেন।

ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন কোতোয়ালি থানার পুলিশ এবং রোড ট্রাফিক সহ ন্যাশনাল হাইওয়ে কর্তৃপক্ষ।

তিন মাসে তিন তিনটি পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যুর কারণে এলাকাবাসীরা জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। তাদের দাবি, অত্যন্ত ব্যস্ততম এই এলাকায় স্কুল বাজার ব্যাংক পোস্ট অফিস থাকা সত্ত্বেও এখানে কোনো ওভারব্রিজ করা হয়নি।

অন্যদিকে পরিবার এবং এলাকাবাসী দুর্ঘটনাস্থলে এসে বিক্ষোভের ফেটে পড়ে। সমগ্র এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। তবে বিক্ষোভকারীদের সাথে কথা বলে পুলিশ প্রশাসন এরপর বিক্ষোভ উঠে যায়।

নজরুল চর্চা কেন্দ্রের দু’দিনের নজরুল-জয়ন্তী মহাসমারোহে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: পরিকল্পনা করা হয়েছিল গতবছর মৌলালী যুব কেন্দ্রে নজরুল জয়ন্তী অনুষ্ঠানে যে, দু’হাজার চব্বিশে কাজী নজরুল ইসলামের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী ১২৫জন শিল্পীকে নিয়ে সমবেতভাবে করা হবে। তারই সফল রূপায়ণ হল গত ছাব্বিশে মে ঝড়-বৃষ্টিস্নাত বিকেলে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে। তবে দেবযানী চট্টোপাধ্যায়ের ভাষ্যরচনা ও পরিচালনায় নজরুল চর্চা কেন্দ্রের এই সমবেত “গাহি সাম্যের গান” অনুষ্ঠানে শেষ পর্যন্ত অংশগ্রহণ করেন ১৫৬জন শিল্পী।

অনুষ্ঠানের শুরুতে কবি কাজী নজরুল ইসলামের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন নজরুল চর্চা কেন্দ্রের সভাপতি ও সম্পাদক যথাক্রমে অধ্যক্ষ ড. শেখ কামাল উদ্দীন ও শিক্ষক শাহজাহান মণ্ডল। সমবেত দর্শকমণ্ডলী ও শিল্পীদের স্বাগত জানান শাহজাহান মণ্ডল। নজরুল চর্চা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ও আগামী দিনের কর্মসূচি ব্যক্ত করেন ড. শেখ কামাল উদ্দীন। উত্তরীয়, মানপত্র দিয়ে ‘নজরুল স্মারক সম্মাননা’ প্রদান করা হয় কথাসাহিত্যিক প্রসেনজিৎ পোদ্দারকে।

তারপর শুরু হয় পশ্চিমবঙ্গসহ আসাম, ছত্রিশগড়,মুম্বাইয়ের শিল্পীদের সমবেত অনুষ্ঠান “গাহি সাম্যের গান।” অনুষ্ঠানে ১৬টি নজরুলগীতি, ৩৮টি কবিতা, ৮টি গান ও কবিতার সঙ্গে নৃত্য পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ড. নিরুপম আচার্য। বিশিষ্টদের মধ্যে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ‘নতুন গতি’ ও ‘মাসান্তিক’-এর সম্পাদক ইমদাদুল হক নূর, শিশু সাহিত্যিক আব্দুল করিম, নজরুলগীতির হিন্দি অনুবাদক সদানন্দ বিশ্বাস, বাংলাদেশের দু’জন সাহিত্য-সংগঠক ও মানবাধিকার কর্মী ছিদ্দিকুর রহমান, সৈয়দ খায়রুল আলমসহ আরও অনেকেই।

নজরুল চর্চা কেন্দ্রের সভাপতি আরও জানান যে, এবছর ২৪ মে শ্রীচৈতন্য মহাবিদ্যালয়ে উক্ত মহাবিদ্যালয় ও আদর্শ কলেজ অফ এডুকেশনের সঙ্গে যৌথভাবে একটি আন্তর্জাতিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে মুখ্য বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের ‘‘মানারত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি”র ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য অধ্যাপক আব্দুস সাবুর খান। কাজী নজরুল ইসলামের জীবন ও সৃষ্টিকর্ম নিয়ে আলোচনা করেন আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মীর রেজাউল করিম ও সাহিত্যিক বিনোদ ঘোষাল। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মোহিনীমোহন সরদার। সম্মেলন উদ্বোধন ও কাজী নজরুল ইসলামের আবক্ষ মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন বিধায়ক ও উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী।

সেমিনার স্বাগত ভাষণ দেন শ্রীচৈতন্য মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ড. সুব্রত চ্যাটার্জী। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন আদর্শ কলেজ অফ এডুকেশনের ডিরেক্টর হাফেজ মোঃ আবু তাহের। উপস্থিত ছিলেন অধ্যক্ষ ড. শেখ কামাল উদ্দীন, শিক্ষক শাহজাহান মণ্ডল, অধ্যাপক ড. প্রসেনজিৎ মহাপাত্র, অধ্যাপক ড. পিয়ালি দে মৈত্র, অধ্যক্ষ ড. স্বাগতা দাস মোহান্ত, অধ্যাপক ড. সোমা ভদ্র রায়, অধ্যাপক ড. নিরুপম আচার্য প্রমুখ।

প্রায় কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি রাস্তার কাজের পরিদর্শন বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মালদা

আপনজন: প্রায় এক কোটি ২০ লক্ষ টাকা ব্যায়ে মিনি কালভেট সহ ১৮০ মিটার ঢালাই রাস্তার কাজের পরিদর্শন করলেন বিধায়ক চন্দনা সরকার। এই কাজটি বিরোধীরা ষড়যন্ত্র ভুয়া খবর করে দিয়ে বন্ধ করে দেওয়ার চক্রান্ত করছিল। বিধায়কের প্রচেষ্টায় মঙ্গলবার গ্রামবাসীরা মিলে আবার কাজ শুরু করেন।

কালিয়াচক তিন ব্লকের বাখরাবাদ অঞ্চলের ক্যাম্পপাড়া থেকে মজিবুর রহমানের বাড়ি পর্যন্ত এই প্রকল্পটির জন্য উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পরিষদ দপ্তর থেকে ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়।

ওই এলাকায় একদিকে রয়েছে স্কুল, বাজার সহ প্রয়োজনীয় দোকানপাট। জল বেশি জমে গেলে নৌকার মাধ্যমে পারাপার হতে হয় স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী ও অসুস্থ রোগী থেকে প্রসুতি মহিলা সহ লোকজনকে। অনেক সময় এই পারাপারে নৌকা বা ছোট ডেঙ্গি ডুবে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে।

অবশেষে বিধায়ক চন্দনা সরকারের একনিষ্ঠ প্রচেষ্টায় রাজ্যের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর থেকে এই রাস্তার কাজটি সম্পন্ন হতে চলেছে। রাস্তায় সাত থেকে নয় ফুট মাটি ভরাটের সঙ্গে সঙ্গে চলছে পাথরের বোল্ডার দিয়ে পাড় বাধাইয়ের কাজ। পাশাপাশি মাঝখানে তৈরি হয়েছে হিম টাইপের কালভেট।

নতুন রাস্তায় দাঁড়িয়ে ইউসুফ আলী জানান, এই রাস্তার জন্য দীর্ঘদিন থেকে ওই পাশের লোক আমরা প্রচুর অসুবিধা ভোগ করে আসছি। এইখানে অনেক বছর আমি নিজে নৌকায় পারাপার করেছি। উল্টোদিকে হাই স্কুল হওয়াই অনেক সময় নৌকায় বেশি ছাত্র-ছাত্রী উঠে গেলে নৌকা ডুবেও গিয়েছে। এই রাস্তার কাজ হওয়ায় আমরা এলাকাবাসী অনেক আনন্দিত।

এলাকার আর এক বসিন্দা আশরাফুল হক বলেন, আমার দেখায় গোটা ব্লকের মধ্যে এই কাজটি হচ্ছে সব চাইতে ভালো কাজ। এরকম পাকাপোক্ত কাজ আমাদের ব্লকের মধ্যে আর কোথাও হয়নি। এখন সাত থেকে নয় ফিট মাটি পড়েছে, পাশে পাথর দিয়ে গার্ড ওয়াল করা হচ্ছে। আমরা যা শুনতে পাচ্ছি এর উপরে আরো প্রায় দু ফুট মাটি পড়বে তারপর রাস্তার ঢালাই হবে। যে ভাবে কাজ চলছে আমরা এলাকাবাসী হিসাবে খুশি।

কাজ পরিদর্শনে গিয়ে এলাকার বিধায়ক চন্দনা সরকার বলেন, এলাকায় বসবাসকার জনসাধারণ প্রতিবছর বর্ষার সময় প্রচুর অসুবিধায় পড়তো। ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুলে যাওয়া, হাট বাজার থেকে অফিস আদালতে যাওয়ার একমাত্র উপায় ছিল নৌকা বা ছোট ডিঙিতে পারাপার হতে হত। তারপর সবাই আমাকে বললে আমি উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর থেকে এই রাস্তার কাজটি সম্পূর্ণ করাচ্ছি। এই বলার সঙ্গে সঙ্গে বিগত কয়েকদিন আগে প্রকাশিত খবরের কাগজে প্রকাশিত রাস্তার কাজের মিথ্যা খবর নিয়ে বিধায়ক খুব উগরে দেন বিধায়ক। তিনি বলেন রাজ্য সরকার ও আমাকে একমাত্র বদনাম করার জন্য ষড়যন্ত্র করে অন্য একটি পথশ্রী ৩ কাজ শুরু হওয়ার আগেকার ছবি দিয়ে খবরটি করা হয়েছে। এমনকি উদ্দেশ্য প্রণীতভাবে আমাকে না জেনে আমার মিথ্যা বক্তব্য তুলে ধরা হয়। এর পরিপেক্ষিতে আইনের মাধ্যমে সেই রিপোর্টারের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করব।

মালদা মেডিকেল চত্বর ঘুরে দেখলেন চেয়ারম্যান

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মালদা

আপনজন: মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল চত্বরে এই গরমে পরিশ্রুত পানীয় জল ও সুলভ শৌচালয় সমস্যা রয়েছে,সেই ঘটনার খবর পেয়ে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল চত্বরে ঘুরে দেখলেন ইংরেজবাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ন চৌধুরী।হসপিটাল কর্তৃপক্ষ সাথে কথা বলে হসপিটাল চত্বরে রোগী এবং পরিজনদের বাড়তি চাপের জন্য আরও একটি পরিশ্রুত পানীয় জলের ট্যাংকি বসানোর উদ্যোগ নেওয়া হয় পৌরসভার পক্ষ থেকে। পুরনো পানীয় জলাধার এবং সুলভ শৌচালয় সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয় পৌরসভার পক্ষ থেকে। বুধবার দুপুর ১২ টা নাগাদ পৌর আধিকারিকদের নিয়ে হাসপাতাল চত্বর পরিদর্শন করেন চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী । এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের প্রিন্সিপাল পার্থপ্রতিম মুখোপাধ্যায় সহ অন্যান্যরা।এ বিষয়ে পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী বলেন -মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পানীয় জল ও শৌচালের সমস্যা রয়েছে।সেই সমস্যা ভুক্তভোগী সাধারণ মানুষ হচ্ছেন সেদিকে নজর রেখে আজ হসপিটাল চত্বর ঘুরে দেখলেন ইংরেজবাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণনাইন চৌধুরী ও হসপিটাল কর্তৃপক্ষ।তিনি বলেন পরিশ্রুত পানীয় জলাধার, সুলভ শৌচালয় সংস্কার করার কথা জানান। এছাড়াও জল জমা সমস্যা দূরীকরণে হসপিটাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠক করেন।

বিশ্বভারতীর নতুন ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য অরবিন্দ

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: বিশ্বভারতীর স্থায়ী উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী মেয়াদ শেষ হওয়ার পর অস্থায়ী উপাচার্য পদে দায়িত্বভার সামলে ছিলেন সঞ্জয় কুমার মল্লিক। কিন্তু এই মুহূর্তে সঞ্জয় কুমার মল্লিকের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। তাই বিশ্বভারতী নিজস্ব সংবিধান অনুযায়ী তিনি আর কর্মসমিতির সদস্য নন।

উল্লেখ্য বিশ্বভারতী স্থায়ী উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী মেয়াদ শেষ হতে ৯ নভেম্বর, ২০২৩ বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য হন কলাভবনের অধ্যক্ষ সঞ্জয় কুমার মল্লিক। কিন্তু সঞ্জয় কুমার মল্লিকের ২৫ শে মে মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে তাই এই মুহূর্তে কর্ম সমিতির বর্ষিয়ান সদস্য পল্লী সংগঠন বিভাগের অধ্যক্ষ অরবিন্দ মন্ডল নতুন ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য হলেন। অর্থাৎ ছয় মাসের মধ্যে ফের উপাচার্যের দায়িত্বভার বদল হল। বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য দায়িত্ব নেওয়ার সাময়িক অস্থিরতা কাটল।

উলুবেড়িয়ায় রক্তদান

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: থ্যালাসেমিয়া সহ মুমূর্ষু রোগিদের পাশে দাঁড়াতে রক্তশূন্যতায় থাকা উলুবেড়িয়ার শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যাণ্ড হাসপাতালের ব্লাড সেন্টারে রক্তের জোগান দিতেই রক্তদান শিবির হল। হাওড়ার সামাজিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলির যৌথ উদ্যোগে উলুবেড়িয়ার মেডিক্যাল কলেজের গ্রাউন্ড ফ্লোরে অনুষ্ঠিত রক্তদান শিবির। যেখানে রক্ত দিলেন ৯৫ জন। গ্রাম থেকে দল বেঁধে এসেছিল শহরে। শহর জুড়ে ভালবাসার উত্তাপ হারালো সব দুর্যোগকে। সব রক্তিম হৃদয় একজোট হল মানবতার মন্ত্রের শপথে।

কৃতি শিক্ষার্থী সংবর্ধনা

আপনজন: উত্তর কোলড়া সিদ্দিকীয়া সিনিয়র মাদ্রাসার আলিমে কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা।

ছবি ও তথ্য- আব্দুস সামাদ মন্ডল

الدعوة
দাওয়াত

হজের গুরুত্ব ও ফজিলত
পিপাসার্তকে পানি পান করানোর প্রতিদান

সন্তান লালন-পালনে মহানবী সা.-এর শিক্ষা
যে গোনাহের কারণে অন্তরের নুর চলে যায়

হজের গুরুত্ব ও ফজিলত

হেলাল উদ্দীন

লাব্বাইক, আল্লাহুম্মা লাব্বাইক; লাব্বাইকা লা শারিকা লাকা লাব্বাইক; ইন্নাল হামদা, ওয়ান নি'মাতা, লাকা ওয়াল মুলক; লা শারিকা লাক। হজ উপলক্ষে এই তালবিয়া পাঠ করতে হয়। এখানে হজের আভিধানিক অর্থ হলো ইচ্ছা করা, দৃঢ় সংকল্প করা ইত্যাদি। শরিয়তের পরিভাষায়, মহান আল্লাহর সান্নিধ্যলাভের লক্ষ্যে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট কার্যাবলি সম্পাদন করাকে হজ বলে। হজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত; ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের একটি; যা স্রষ্টার প্রতি অগাধ বিশ্বাস, অকুণ্ঠ ভালোবাসা ও পূর্ণ আনুগত্যের প্রতীক। স্রষ্টার সঙ্গে বান্দার ভালোবাসার পরীক্ষার চূড়ান্ত ধাপ হলো হজ। জিয়ারতে বাইতুল্লাহর মাধ্যমে খোদাপ্রেমিক মুমিন বান্দা তার মালিকের বাড়িতে বেড়াতে যায়, অনুভব করে দিদারে ইলাহির এক জান্নাতি আবেশ। কলুষমুক্ত হয় গুনাহের গন্ধে কলুষিত অন্তরাত্মা। হজের মাধ্যমে মুমিনের আত্মিক, দৈহিক ও আর্থিক ইবাদতের সমাবেশ ঘটে। প্রত্যেক সামর্থ্যবান প্রাপ্তবয়স্ক মুসলমানের ওপর জীবনে একবার হজ করা ফরজ এবং এর অস্বীকারকারী কাফের।

মহান আল্লাহ তাআলা এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন, আর এই ঘরের হজ করা হলো মানুষের ওপর আল্লাহর প্রাপ্য; যার সামর্থ্য রয়েছে বাইতুল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার। আর যে এটা অস্বীকার করবে—আল্লাহ বিশ্বজগতের সবকিছু থেকে অমুখাপেক্ষী। (সুরা আল ইমরান, আয়াত :৯৭) মহান আল্লাহ তাআলা মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে আরো ইরশাদ করেন, আর মানুষের মধ্যে হজের ঘোষণা করুন। তারা আপনার কাছে আসবে দূর-দূরান্ত থেকে পদযোগে ও সর্বপ্রকার কৃশকায় উটের পিঠে আরোহণ করে। (সুরা হজ, আয়াত:২৭)

এখানে সামর্থ্য বলতে শারীরিক ও আর্থিক উভয় ধরনের সামর্থ্যকে বোঝানো হয়েছে। সুতরাং, সামর্থ্যবান হলে সব ধরনের বাধা-বিপত্তি, দ্বিধা-সংশয় ও ভ্রান্ত ধারণা ছেড়ে দিয়ে অনতিবিলম্বে হজ আদায় করা প্রত্যেক মুমিনের জন্য বাঞ্ছনীয়। এ ব্যাপারে প্রিয়নবি (স.) ইরশাদ করেন, তোমরা ফরজ হজ আদায়ে বিলম্ব কোরো না। কেননা, তোমাদের জানা নেই, পরবর্তী জীবনে তোমরা কী অবস্থার সম্মুখীন হবে। (মুসনাদে আহমদ :২৮৬৭) আর সামর্থ্যবান হওয়া সত্ত্বেও যারা হজ না করে মারা যায়, বিচার দিবসের একমাত্র সুপারিশকারী মহানবি (স.) তাদের ব্যাপারে অত্যন্ত শক্ত মনোভাব পোষণ করেছেন। মহানবি (স.) ইরশাদ করেন, সামর্থ্যবান হওয়া সত্ত্বেও যে হজ না করে মারা যায়, সে ইহুদি হয়ে মারা যাক বা খ্রিষ্টান হয়ে মারা যাক, তাতে আমার কোনো পরোয়া নেই। (তিরমিজি :৮১২)

পক্ষান্তরে যারা মহান স্রষ্টার সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্তে হজ আদায় করে, মহানবি (স.) তাদের ব্যাপারে গুনাহ মাফ ও জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করেছেন। হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ (স.) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে এমনভাবে হজ আদায় করল যে, কোনোরূপ অশ্লীল কথা বা গুনাহের কাজে লিপ্ত হয়নি, সে সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ হয়ে ফিরে আসবে। (বুখারি :১৫২১) প্রিয় নবি (স.) আরো ইরশাদ করেন, হজ ও উমরাকারীগণ হচ্ছে আল্লাহ তাআলার মেহমান। তারা যদি আল্লাহর কাছে দোয়া করে, তবে তিনি তা কবুল করেন। আর যদি তারা ক্ষমাপ্রার্থনা করে, তাহলে তিনি তাদের ক্ষমা করে দেন। (ইবনে মাজাহ :২৮৯২) এছাড়া হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ (স.) ইরশাদ করেন, হজে মবরুর তথা মকবুল হজের প্রতিদান হলো জান্নাত। (বুখারি :১৭৭৩) আবার হজরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ (স.) ইরশাদ করেন, কোনো হাজি সাহেবের সঙ্গে তোমাদের সাক্ষাত্ হলে তাকে সালাম করবে, তার সঙ্গে মুসাফাহ করবে এবং তিনি নিজ গৃহে প্রবেশের আগে তার কাছে দোয়া কামনা করবে। কারণ তিনি নিষ্পাপ হয়ে ফিরে এসেছেন। (ইবনে মাজাহ :৩০০৪)

হজরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ (স.) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমার মসজিদ তথা মসজিদে নববিতে লাগাতার ৪০ ওয়াক্ত নামাজ এমনভাবে আদায় করে যে, এর মধ্যে এক ওয়াক্ত নামাজও ছোটেনি, তাকে মুনাফেকি ও জাহান্নামের আজাব থেকে মুক্তি দেওয়া হবে। (মুসনাদে আহ্মদ :১২৫৮৩)

তাই প্রত্যেক বাইতুল্লাহর মুসাফিরের উচিত অত্যন্ত আদব, ভক্তি, বিনয় ও মহব্বত নিয়ে সোনার মদিনায় হাজির হয়ে রসুলুল্লাহ (স.)-এর রওজা শরিফ জিয়ারত করা এবং তার শানে অধিক পরিমাণে দরুদ পাঠ করা।

যে ৬টি কাজ সমাজ-জীবনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে

ফেরদৌস ফয়সাল

সুরা হুজুরাত পবিত্র কোরআনের ৪৯তম সুরা। হুজুরাত মানে অন্দরমহল। সুরাটি মদিনায় অবতীর্ণ। এর ২ রুকু, ১৮ আয়াত। এই সুরার তিন অংশ: ১. রাসুলের সঙ্গে বিশ্বাসীদের ব্যবহার, ২. মুমিনদের বৈশিষ্ট্য, এবং ৩. আল্লাহর রাসুল সা.-কে প্রকৃত মর্যাদা প্রদান। সুরাটির প্রথম অংশে রাসুলের প্রতি মুমিনদের আচরণ কেমন হওয়া উচিত এবং না করলে তার দুর্ভাগ্যজনক পরিণামের বর্ণনা করা হয়েছে। আবার রাসুলের প্রতি যথাযোগ্য আচরণের সুফলের বর্ণনাও এতে করা হয়েছে।

সুরার দ্বিতীয় অংশে মুমিনদের বৈশিষ্ট্য এবং অন্য মুমিন ও মানুষের সঙ্গে মুমিনদের আচরণ, আর তা না করার পরিণাম সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। তৃতীয় অংশে এসে সুরাটি পরিণতিতে পৌঁছেছে। আল্লাহর রাসুল সা.-কে প্রকৃত মর্যাদা দিয়ে আর তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে মুমিনদের নিজেদের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখার মাধ্যমে আল্লাহর পুরস্কারের কথা এসেছে। সুরাটি শেষ হয়েছে আল্লাহর মহত্ব প্রকাশ করে।

এই সুরায় অসত্য, মিথ্যা, সন্দেহ উদ্রেককারী, গুজব বা শত্রুতার সৃষ্টি হয়—এমন কিছুর প্রচার থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। সংবাদ যাচাই না করে গুজব ছড়ানো ভয়াবহ পাপ। আল্লাহ বলেছেন, 'হে মুসলমানরা, যদি কোনো পাপাচারী লোক কোনো খবর নিয়ে আসে, তাহলে তা যাচাই করে দেখবে যেন অজ্ঞতাবশত কোনো জাতির ওপর আক্রমণ করা না হয়। এমন কাজ করলে তোমাদের নিজেদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অনুতাপ করতে হবে।' (সুরা হুজুরাত, আয়াত: ৬)

রাসুল সা.-ও বলেছেন, 'সব শোনা কথা (যাচাই-বাছাই করা ছাড়া) বলা কোনো ব্যক্তির মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য যথেষ্ট।' (আবু দাউদ, হাদিস: ৪৯৯২)

আল্লাহ সুরা হুজুরাতে সামাজিক সম্প্রীতি নষ্ট করে বা সমাজ-জীবনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে, এমন কিছু করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন, যেমন: ১. উপহাস করা, ২. খোঁটা দেওয়া, ৩. মন্দ নামে ডাকা, ৪. অনুমান করা, ৫. দোষ অনুসন্ধান, ও ৬. কুৎসা করা।

সন্তান লালন-পালনে মহানবী সা.-এর শিক্ষা

জাওয়াদ তাহের

আমাদের প্রিয় নবীজি সা.-কে আল্লাহ তাআলা গুরুদায়িত্ব দিয়ে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। তিনি ছিলেন আমাদের সবার চেতনার বাতিঘর। তাঁর জীবনের প্রতিটি পদচিহ্ন আমাদের জন্য আলোকবর্তিকা। সব কিছুর মধ্যেই তিনি আমাদের জন্য রেখে গেছেন অনন্য আদর্শ।

প্রিয় নবী সা. তাঁর স্ত্রী, সন্তান ও পুত্রদের সঙ্গে কেমন আচরণ করেছেন, তা সোনার হরফে লিপিবদ্ধ রয়েছে সিরাত গ্রন্থে। বিশ্বনবী সা. সন্তানদের সঙ্গে যে মধুর আচরণ করেছেন এবং তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে গড়ে তুলেছেন তাতে আছে আমাদের জন্য শিক্ষা।

১. সন্তানদের জন্য উত্তম নাম নির্বাচন

সন্তান জন্মগ্রহণের পর তার জন্য সুন্দর নাম রাখা পিতার কর্তব্য। আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, আজ রাতে আমার ঘরে একটা পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করেছে। আমি আমার দাদার নামানুসারে তার নাম রেখেছি ইবরাহিম। (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস : ৩১১২)

২. সন্তানদের সঙ্গে সদাচার

আল্লাহ তাআলা বিশ্বনবী সা.-কে তিনজন পুত্রসন্তান ও চারজন কন্যাসন্তান দান করেছেন। পুত্ররা সবাই শৈশবেই মৃত্যুবরণ করেন। তিনি তাঁর কন্যাসন্তানকে অত্যন্ত আদর ও যত্নে লালন-পালন করেছেন।

নবী সা.-এর স্ত্রী আয়শা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমার কাছে একটি স্ত্রীলোক এলো। তখন তার সঙ্গে তার দুটি মেয়ে ছিল। সে আমার কাছে কিছু চাইল। সে একটি খেজুর ছাড়া আমার কাছে কিছু পেল না। আমি সেই খেজুরটিই তাকে দিলাম। সে সেটি নিয়ে তা তার দুই মেয়েকে ভাগ করে দিল। নিজে তা থেকে কিছুই খেল না। এরপর সে উঠে চলে গেল। পরে নবী সা. আমার কাছে এলে তাঁর কাছে আমি ঘটনাটি বর্ণনা করলাম। তখন নবী সা. বললেন, যে ব্যক্তি কন্যাসন্তান লালন-পালনের পরীক্ষায় নিপতিত হয় আর তাদের সঙ্গে সে সদাচরণ করে, তার জন্য এরা জাহান্নামের পর্দা হবে। (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৬৪৫৪)

৩. কন্যাকে ভালো জায়গায় পাত্রস্থ করা

কন্যাসন্তানকে উত্তমরূপে দিন শেখানো, তাকে উত্তম চরিত্রে গড়ে তোলা এবং উপযুক্ত জায়গায় পাত্রস্থ করা পিতার অপরিহার্য দায়িত্ব। প্রিয় নবী সা. তাঁর কন্যাদের উত্তমরূপে গড়ে তুলেছেন এবং উত্তম জায়গায় বিবাহের ব্যবস্থা করেছেন। তিনি তাঁর চার সন্তানকে ভালো জায়গায় পাত্রস্থ করেছেন।

৪. দুনিয়াবিমুখতার শিক্ষা দান

একবার ফাতেমা (রা.) নবী সা.-এর কাছে কিছু প্রয়োজনের কথা বলে একজন খাদেম চাইলেন। কিন্তু নবী সা. তাঁদের খাদেম না দিয়ে এর চেয়ে উত্তম জিনিস শিক্ষা দিয়েছেন। আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, একবার গম পেষার চাক্কি ঘোরানোর কারণে ফাতেমা (রা.)-এর হাতে ফোসকা পড়ে গেল। তখন তিনি একটি খাদেম চেয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে নবী সা.-এর কাছে এলেন। তিনি তাঁকে পেলেন না। তখন তিনি আসার উদ্দেশ্যটি আয়শা (রা.)-এর কাছে ব্যক্ত করে গেলেন। এরপর তিনি যখন ঘরে এলেন, তখন আয়শা (রা.) এ বিষয়টি নবীজিকে জানালেন।

তারপর নবী সা. আমাদের কাছে এমন সময় এলেন, যখন আমরা বিছানায় বিশ্রাম নিচ্ছি। তখন আমি উঠতে চাইলে তিনি বললেন, নিজ জায়গাতেই থাকো। তারপর আমাদের মাঝখানেই তিনি এমনভাবে বসে গেলেন যে আমি তাঁর দুই পায়ের শীতল স্পর্শ আমার বুকে অনুভব করলাম। তিনি বললেন, আমি কি তোমাদের এমন একটি আমল বলে দেব না, যা তোমাদের জন্য একটি খাদেমের চেয়েও অনেক অনেক বেশি উত্তম? যখন তোমরা শয্যা গ্রহণ করতে যাবে, তখন তোমরা আল্লাহু আকবার ৩৩ বার, সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার এবং আলহামদুলিল্লাহ ৩৩ বার পড়বে। এটা তোমাদের জন্য একটি খাদেমের চেয়েও অনেক বেশি মঙ্গলজনক। (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৫৮৭৯)

বস্তুত প্রিয় নবী সা. দুনিয়ার এই অল্প কষ্ট আর দুঃখকে কিছুই মনে করতেন না। এ জন্য তিনি সন্তানকে দুনিয়ার সুখ ও বিলাস থেকে মুখ ফিরিয়ে এই শিক্ষা দিলেন যে দুনিয়ার এই সামান্য কষ্ট সহ্য করার জন্য বরং এর চেয়ে উত্তম জিনিস পরকালের জন্য যা সঞ্চয় করা হয়।

৫. সন্তানের বিচ্ছেদে ক্রন্দন

সন্তানের বিরহে রাসুলুল্লাহ সা. কেঁদেছেন। বিরহ-বেদনায় অশ্রু ঝরত তাঁর চোখের মণি থেকে। আনাস ইবনে মালিক (রা.) বলেন, আমরা রাসুলুল্লাহ সা.-এর সঙ্গে আবু সায়ফ কর্মকারের কাছে গেলাম। তিনি ছিলেন (নবী তনয়) ইবরাহিম (রা.)-এর দুধ সম্পর্কীয় পিতা। রাসুলুল্লাহ সা. তাঁকে তুলে নিয়ে চুমু খেলেন এবং তাঁকে নাকে-মুখে লাগালেন। এরপর (আরেক দিন) আমরা তাঁর (আবু সায়ফের) বাড়িতে গেলাম। তখন ইবরাহিম (রা.) মুমূর্ষু অবস্থায়। এতে রাসুলুল্লাহ সা.-এর উভয় চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে লাগল। তখন আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! আর আপনিও (কাঁদছেন)? তখন তিনি বললেন, ইবনে আউফ, এ হচ্ছে মায়া-মমতা। তারপর পুনর্বার অশ্রু ঝরতে থাকল। এরপর তিনি বলেন, অশ্রু প্রবাহিত হয় আর হৃদয় হয় ব্যথিত। তবে আমরা মুখে তা-ই বলি, যা আমাদের রব পছন্দ করেন। আর হে ইবরাহিম! তোমার বিচ্ছেদে আমরা অবশ্যই শোকাভিভূত। (সহিহ বুখারি, হাদিস : ১২২৫)

৬. কন্যার আগমনে অভ্যর্থনা

নবী সা.-এর কন্যারা যখন তাঁর সাক্ষাতে আসতেন তিনি তাঁদের সাদরে গ্রহণ করতেন এবং উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাতেন। আয়শা (রা.) বলেন, একবার ফাতেমা (রা.) হাঁটতে হাঁটতে উপস্থিত হলেন, আর তাঁর হাঁটা ছিল নবী করিম সা.-এর হাঁটারই অনুরূপ। নবী করিম সা. তখন বলেন, মারহাবা! স্বাগত কন্যা আমার! অতঃপর তাঁকে স্বীয় ডান পাশে অথবা বাঁ পাশে বসিয়ে দিলেন। (আল-আদাবুল মুফরাদ, হাদিস : ১০৩৮)

৭. বিশেষ আমল শিক্ষাদান

সন্তানকে নবী সা. বিশেষভাবে আমল শিক্ষা দিয়েছেন। আনাস ইবনে মালিক (রা.) বলেন, একবার রাসুলুল্লাহ সা. ফাতেমা (রা)-কে বলেন, আমি তোমাকে সকালবেলা ও সন্ধ্যায় এই দোয়াটি পাঠের যে উপদেশ দিই, তা শুনতে তোমার বাধা কিসে? আর দোয়াটি হলো :

'ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুমু বিরহমাতিকা আস্তাগিস, আসলিহ লি শানি কুল্লাহ, ওলা তাকিলনি ইলা নাফসি তরাফাতা আঈন।

অর্থ : 'হে চিরঞ্জীব, হে চিরস্থায়ী। আমি তোমার কাছে রহমত প্রাপ্তির ফরিয়াদ করি। আমার যাবতীয় অবস্থা সংশোধন করো। আমাকে একমুহূর্তের জন্যও কুপ্রবৃত্তির কাছে সোপর্দ কোরো না।' (আত-তারগিব ওয়াত-তারহিব, হাদিস : ৯৮৯)

মানসিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য যে দোয়া শিখিয়েছেন নবীজি সা.

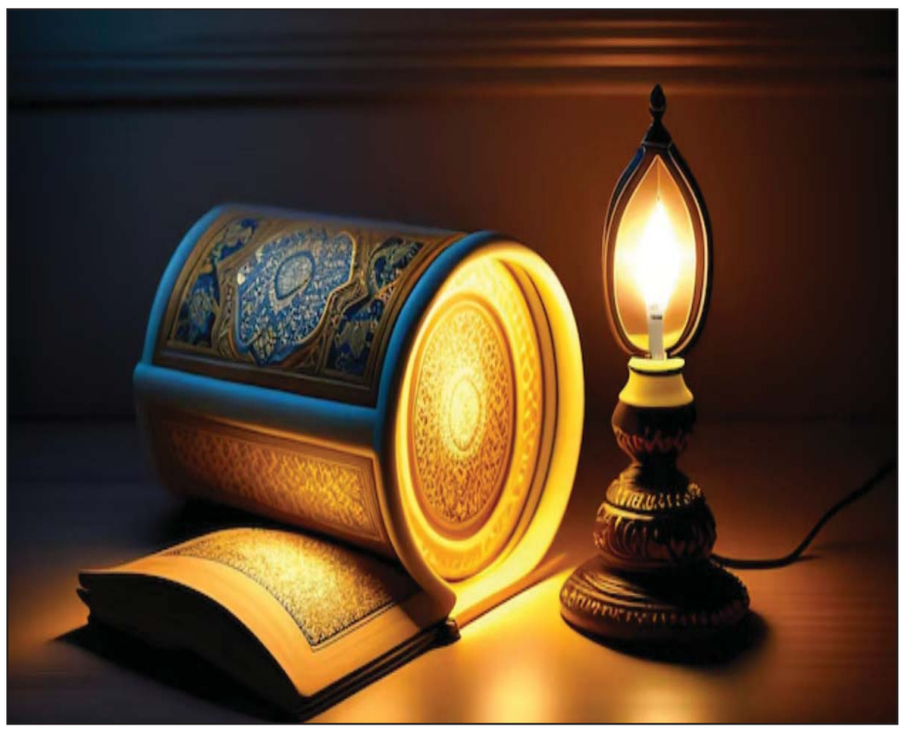

বিশেষ প্রতিবেদন

প্রিয়নবী সা. তাঁর উম্মতকে অনেক দোয়া শিখিয়েছেন এবং নিজেও উম্মতের জন্য দোয়া করেছেন। হাদিসে দেখা যায়, বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে তিনি সাহাবিদের জন্য দোয়া করেছেন। বিশিষ্ট সাহাবি হজরত জারির রা.-এর মানসিক অক্ষমতায় নবীজি সা. দোয়া করার পর তিনি সক্ষমতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

মানসিক শক্তিবৃদ্ধির দোয়া-

اللهم ثبتني واجعلني هاديا مهديا

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা সাব্বিতনি, ওয়াজআলনি হাদিয়াম মাহদিয়্যা।

অর্থ: হে আল্লাহ! আপনি আমাকে স্থির রাখুন, এবং আমাকে হেদায়াতপ্রাপ্ত ও হেদায়াতকারী বানিয়ে দিন।

জারির রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সা. (তাঁকে) বলেছেন, তুমি কি জুল-খালাসাহকে ধ্বংস করে আমাকে চিন্তামুক্ত করবে? সেটি ছিল একটি মূর্তি। লোকেরা এর পূজা করত। সেটিকে বলা হতো ইয়েমেনি কাবা। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! আমি অশ্বপৃষ্ঠে স্থির থাকতে পারি না। তখন তিনি আমাকে বুকে জোরে একটি থাবা মারলেন এবং বললেন (দোয়া করলেন), 'হে আল্লাহ! আপনি তাকে স্থির রাখুন এবং তাকে হেদায়াতকারী ও হেদায়াতপ্রাপ্ত বানিয়ে দিন।' তখন আমি আমারই গোত্র আহমাসের ৫০জন যোদ্ধাসহ বের হলাম।...তারপর আমি সেই মূর্তিটির কাছে গিয়ে সেটি জ্বালিয়ে ফেললাম। এরপর আমি নবী সা.-এর কাছে এসে বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! আল্লাহর কসম! আমি জুল-খালাসাহকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে পাঁচড়াযুক্ত উটের মতো করে আপনার কাছে এসেছি। তখন তিনি আহমাস গোত্র ও তার যোদ্ধাদের জন্য দোয়া করলেন। (বুখারি: ৬৩৩৩)

মানসিক শক্তিবৃদ্ধির আমল

মনের সাহস বা আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর জন্য 'তাওয়াক্কুল' বা আল্লাহর ওপর ভরসা করা কার্যকর আমল। তাওয়াক্কুলের সুফল অনেক। তাওয়াক্কুল যত শক্তিশালী হবে মনের সাহসও তত বেশি পরিলক্ষিত হবে। হাসান বসরি রহ বলেন, 'মালিকের ওপর বান্দার তাওয়াক্কুলের অর্থ, আল্লাহই তার নির্ভরতার স্থান—একথা সে মনে রাখবে।' (জামেউল উলুম ওয়াল হিকাম, পৃ-৪৩৭)।

তাওয়াক্কুলের সুফল নিয়ে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'যে আল্লাহর উপর ভরসা করে আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট।' (সুরা তালাক: ৩)

এছাড়াও ভয় দূর করতে এবং কষ্টকর দায়িত্ব সহজে পালন করতে 'লা হাউলা ওয়ালা ক্যুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ' (অর্থ: কোনো সামর্থ্য-শক্তি নেই আল্লাহ ছাড়া) এবং দুই রাকাত নামাজ পড়ার পর ১০০ বার ইয়া-মুহাইমিনু (হে রক্ষাকর্তা) পড়ার পরামর্শ দেন আলেমরা।

সাহস ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিতে আল্লাহর জিকির ও কোরআন তেলাওয়াতের গুরুত্বও অপরিসীম। আল্লাহ তায়ালা আমাদের আমল করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

পিপাসার্তকে পানি পান করানোর প্রতিদান

ড. আবু সালেহ

পানির অন্য নাম জীবন। পানি ছাড়া কোনো প্রাণী বেঁচে থাকতে পারে না। মহান আল্লাহ পানির উৎস ও জোগান সহজ করে দিয়েছেন। অন্যের কাছে পানি সরবরাহ করা ও পৌঁছে দেওয়াকে অন্যতম ইবাদত হিসেবে এবং পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে বাধা ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করাকে অন্যায় বলে আখ্যায়িত করেছেন।
এখানে এই আমলের মর্যাদা আলোচনা করা হলো–
নবীজির সুপেয় পানির ব্যবস্থা করা : রাসুলুল্লাহ সা. হিজরত করে মদিনায় যাওয়ার পর দেখলেন যে সেখানে সুপেয় পানির ব্যবস্থা নেই। এক ইহুদির 'রুমা' নামের একটি কূপ থাকলেও তার পানি অনেক চড়া দামে বিক্রি করা হয়। তখন রাসুল সা. কূপটি ব্যক্তিমালিকানা থেকে সরিয়ে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করার ব্যবস্থা করলেন। তিনি ঘোষণা দিলেন, 'কে রুমা নামক কূপটি কিনে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেবে এবং এর বিনিময়ে জান্নাতে আরো উত্তম পুরস্কার লাভ করবে?' এ কথা শুনে উসমান (রা.) এই কূপ খরিদ করে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ঘোষণা করলেন।
(তিরমিজি, হাদিস : ৩৭০৩; মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ৫১১, ৫৫৫)
আল্লাহ যাঁদের পানি পান করাবেন : পিপাসার্তকে পানি পান করানো গুরুত্বপূর্ণ একটি আমল। এ আমলের ফজিলত অনেক। আবু সাঈদ খুদরি (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, 'যে মুমিন কোনো মুমিনকে পিপাসার্ত অবস্থায় এক ঢোক পানি পান করাবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তাকে মোহর করা পানি থেকে পান করাবেন।' (তিরমিজি, হাদিস : ২৪৪৯; আবু দাউদ, হাদিস : ১৬৮২; মুসনাদে আহমাদ, হাদিস ১১১০১)
কুকুরকে পানি পান করিয়ে ক্ষমা লাভ : পথিমধ্যে পিপাসার্ত কুকুরকে পানি পান করিয়ে আল্লাহর ক্ষমা লাভ করার বিষয়টি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে।
সে ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি পিপাসার্ত মানুষকে পানি পান করিয়ে অবশ্যই আল্লাহর ক্ষমা লাভ করা সম্ভব। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী সা. বলেন, 'একদিন এক ব্যক্তি রাস্তায় চলার পথে অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত হলো। তারপর একটি কুয়া দেখতে পেয়ে তাতে সে নেমে পড়ল এবং পানি পান করল। ওপরে উঠে এসে সে দেখতে পেল, একটা কুকুর হাঁপাচ্ছে আর পিপাসার দরুন ভিজে মাটি চেটে খাচ্ছে। লোকটি (মনে মনে) বলল, এই কুকুরটির তেমনই পিপাসা পেয়েছে যেমনটি আমার পেয়েছিল। তারপর সে কুয়ার মধ্যে নামল এবং নিজের মোজা পানিভর্তি করে এনে কুকুরটিকে পান করাল। আল্লাহ তার এই কাজ কবুল করেন এবং তাকে ক্ষমা করে দেন। সাহাবিরা বলল, হে আল্লাহর রাসুল! পশুদের ব্যাপারেও কি আমাদের জন্য পুণ্য রয়েছে? রাসুল সা. বললেন, প্রত্যেক দয়ার্দ্র হৃদয়ের অধিকারীর জন্যই পুরস্কার রয়েছে।' (বুখারি, হাদিস : ৬০০৯)
অনন্য সদকায়ে জারিয়া : এই সহজ আমলটি এতই গুরুত্বপূর্ণ, যা পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়া নিজের মরহুম পিতা-মাতা ও পূর্বসূরিদের জন্য ঈসালে সওয়াবেরও চমৎকার মাধ্যম। একবার সাহাবি সা'দ ইবনে উবাদা (রা.) এসে নবীজিকে বলেন, আল্লাহর রাসুল! আমার আম্মা ইন্তেকাল করেছেন। আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে কোনো সদকা করতে পারি? নবী সা. বললেন, অবশ্যই! তিনি বলেন, তাহলে কোন সদকা উত্তম? অর্থাৎ আম্মার পক্ষ থেকে আমি কী সদকা করব সেটাও বলে দিন! রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, পানি পান করানো (জনসাধারণের জন্য পানির ব্যবস্থা করা)। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি একটি কূপ খনন করে বললেন, এটা উম্মে সাদের নামে ওয়াকফ করা হলো। (মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ২৩৮৪৫; আবু দাউদ, হাদিস : ১৬৮১)
একটি স্বতন্ত্র সদকা : অন্যকে পানি পান করানো স্বতন্ত্র একটি দান। রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, আদমসন্তানের দেহে ৩৬০টি গ্রন্থি আছে। এগুলোর প্রতিটির জন্য প্রতিদিন সদকা রয়েছে। প্রতিটি উত্তম কথাই সদকা। এক ভাইয়ের পক্ষ থেকে অন্য ভাইকে সাহায্য করা সদকা। এক ঢোক পানি পান করানো সদকা। পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়াও সদকা। (আল-আদাবুল মুফরাদ, হাদিস : ৪২২)

'রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া' কেন পড়ব

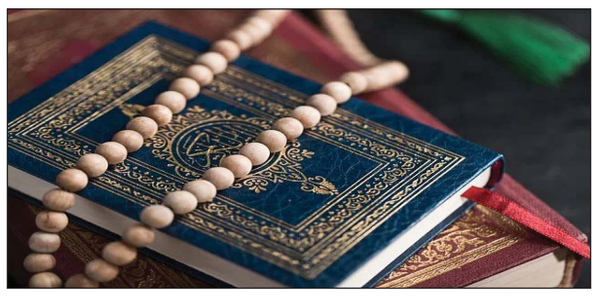

ফেরদৌস ফয়সাল

রাসুল সা.-এর সময়ের ঘটনা। একজন যুবক ছিলেন স্বাস্থ্যবান। হঠাৎ তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অসুখে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ল। তাঁকে দেখলে মনে হতো, যেকোনো সময় মারা যাবেন।
খবর পেয়ে রাসুল সা. তাঁকে দেখতে এলেন। রাসুলও তাঁকে দেখে অবাক। জানতে চাইলেন, তোমার তো এমন হওয়ার কথা নয়। কী করে এ অবস্থা হলো? তুমি কি আল্লাহর কাছে বিশেষ কোনো দোয়া করেছ?
যুবক বলল, আপনি ঠিকই ধরেছেন, 'আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করেছি, হে আল্লাহ! আমার আখিরাতের প্রাপ্য সব শাস্তি দুনিয়াতে যেন পাই। আখিরাতে যেন কোনো কষ্ট না পাই।'
রাসুল সা. বললেন, 'তুমি এ কেমন ধরনের দোয়া করেছ? তোমার এই দোয়া করা ঠিক হয়নি। কারণ, আখিরাতের শাস্তি দুনিয়ায় ভোগ করার সাধ্য কোনো মানুষের নেই। তুমি কেন সহজ দোয়া করছ না?' এই বলে রাসুল সা. দোয়া তাঁকে শিখিয়ে দিলেন, 'রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাওঁ, ওয়াফিল আখিরাতি হাসানাওঁ, ওয়াকিনা আজাবান্নার।' (সুরা বাকারা, আয়াত: ২০১) এর অর্থ: 'আর তাদের মধ্যে অনেকে বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ইহকালে কল্যাণ দাও ও পরকালেও কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে অগ্নিযন্ত্রণা থেকে রক্ষা করো।'
আরেকটি ঘটনা। সাহাবি আনাস ইবনে মালিক (রা.) তখন বৃদ্ধ, চলতে-ফিরতে অক্ষম। তাঁর কাছে বসরা থেকে একদল লোক এসে বলল, 'হে আনাস (রা.), আপনি রাসুল সা.-কে দেখেছেন। আপনার মতো সৌভাগ্যবান মানুষের কাছ থেকে শুধু দোয়া নিতে আমরা বসরা থেকে এসেছি। আমাদের জন্য দোয়া করুন।' তখন আনাস (রা.) তাঁদের নিয়ে আল্লাহর দরবারে হাত তুলে 'রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া' পড়ে দোয়া করলেন।
বসরার লোকেরা বলল, আরও কিছু দোয়া করুন। আনাস (রা.) আবারও এই দোয়া করলেন।
আনাস (রা.) কয়েকবার এ দোয়াই করলেন।
আনাস (রা.) তাঁদের বললেন, 'আমি শ্রেষ্ঠতম দোয়াটিই করেছি। যদি এই একটি দোয়া কবুল হয়, তবে তোমাদের অন্য যা কিছু প্রয়োজন, সবই এর বরকতে পূরণ হয়ে যাবে।'
এই দোয়া শুরু হয়েছে রাব্বানা দিয়ে। দোয়ায় তিনটি অংশ আছে–১. দুনিয়ার কল্যাণ ২. আখিরাতের কল্যাণ এবং ৩. জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি। মহান আল্লাহর থেকে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার ভয় থাকতে হবে, আবার তিনি আমাদের চাওয়াগুলো কবুল করবেন, এই আশাবাদ থাকতে হবে। দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ কামনা করতে হবে, জান্নাত পাওয়ার আশা করতে হবে, ঠিক তেমনি জাহান্নামের আগুনের ভয়েও সতর্ক থাকতে হবে। এ বিষয়গুলো অত্যন্ত সুন্দরভাবে এই দোয়ায় আছে। তাই এ দোয়া এত সুন্দর ও গুরুত্বপূর্ণ।

দরুদ শরিফ পড়ার ফজিলত

ফয়সাল

একদিন এক লোক রাসুলুল্লাহ সা.-এর সামনে নামাজ পড়ে দোয়া করল, 'হে আল্লাহ! তুমি আমার গুনাহ মাফ করো এবং আমার ওপর রহম করো!' তখন রাসুলুল্লাহ সা. তাকে বললেন, 'ওহে মুসল্লি! তুমি খুব তাড়াহুড়া করেছ। শোনো, যখন তুমি নামাজ পড়বে, তখন প্রথমে আল্লাহর যথাযোগ্য প্রশংসা করবে, তারপর আমার ওপর দরুদ পাঠ করবে এবং (সবশেষে নিজের জন্য) দোয়া করবে।' (তিরমিজি, আবু দাউদ, নাসায়ি ও মিশকাত)
ভক্তির সঙ্গে দরুদ শরিফ পড়লে বান্দার গুনাহ মাফ করা হয়। দরুদ পাঠের অশেষ সওয়াব সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমার ওপর মাত্র একবার দরুদ পাঠ করে, আল্লাহ তার ওপর ১০ বার রহমত নাজিল করেন এবং কমপক্ষে তার ১০টি গুনাহ মাফ করেন। তার আমলনামায় ১০টি সওয়াব লিপিবদ্ধ করেন এবং আল্লাহর দরবারে তাঁর মর্যাদা ১০ গুণ বৃদ্ধি করে দেওয়া হয়।' (নাসায়ি)
দরুদ ফারসি শব্দ। এর অর্থ শুভকামনা বা কল্যাণ প্রার্থনা। ধর্মের পরিভাষায় দরুদ বলতে বোঝায় 'আস সালাত আলান নবি', অর্থাৎ নবীজি সা.-এর জন্য শুভকামনা। হজরত মুহাম্মদ সা.-এর নাম উচ্চারণের সময় সর্বদা 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' (অর্থ: আল্লাহর শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর ওপর) বলা হয়। এটি একটি দরুদ। আল্লাহর কাছে ইবাদত-বন্দেগি গ্রহণযোগ্য করতে পরম ভক্তি ও ভালোবাসাভরা অন্তরে নিবিষ্টভাবে নবী করিম সা.-এর ওপর বেশি বেশি দরুদ পাঠ করা একটি নেক আমল। দোয়া কবুলের জন্য মহানবী সা.-এর ওপর দরুদ পাঠ করা অত্যন্ত জরুরি। দরুদ শরিফ পাঠ করলে আল্লাহর দরবারে ইবাদতের বিনিময় সুনিশ্চিত হয়। দরুদ পড়া এমন এক ইবাদত, যা আল্লাহ অবশ্যই কবুল করেন।
পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছে, 'আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতারা ও নবীর জন্য দোয়া করেন। হে বিশ্বাসীগণ, তোমরাও নবীর জন্য দোয়া করো ও পূর্ণ শান্তি কামনা করো।' (সুরা আহজাব, আয়াত: ৫৬)
হজরত কাব ইবনে ওজারা (রা.) বলেছেন, 'একদিন আমরা রাসুলুল্লাহ সা.-কে জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসুল! আপনার ওপর আমরা কীভাবে দরুদ পড়ব?
তিনি বললেন, বলো, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা সাল্লাইতা আলা ইবরাহিমা ওয়া আলা আলি ইবরাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ; আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা বারাকতা আলা ইবরাহিমা ওয়া আলা আলি ইবরাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ।
অর্থাৎ, 'হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মদ সা. এবং তাঁর বংশধরদের ওপর এই রূপ রহমত নাজিল করো, যেমনটি করেছিলে ইব্রাহিম ও তাঁর বংশধরদের ওপর। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানীয়। হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মদ সা. এবং তাঁর বংশধরদের ওপর বরকত নাজিল করো, যেমন বরকত নাজিল করেছিলে ইব্রাহিম ও তাঁর বংশধরদের ওপর। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানীয়' (বুখারি, মুসলিম ও মিশকাত)।
রাসুলুল্লাহ সা. আরও বলেছেন, 'সেই ব্যক্তির নাক মাটিতে ঘেঁষে যাক, যার কাছে আমার নাম উচ্চারিত হয় অথচ সে আমার ওপর দরুদ পড়ে না।' (তিরমিজি)
রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, 'কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তি আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী হবে, যে ব্যক্তি আমার ওপর সবচেয়ে বেশি দরুদ পড়ে।' (তিরমিজি)
দৈনন্দিন জীবনে দরুদ শরিফ পাঠ করলে আল্লাহর দরবারে মানুষের দোয়া কবুল হয়। হাদিস শরিফে আছে, 'কোনো দোয়াই আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না, যতক্ষণ সে দোয়ার আগে ও পরে নবী করিম সা.-এর ওপর দরুদ পড়া না হয়।'
হাদিসে আরও আছে, 'যে ব্যক্তি নবী করিম সা.-এর পবিত্র নাম শোনার পর তাঁর ওপর দরুদ পড়ে না, সে ব্যক্তি সবচেয়ে বড় কৃপণ। তার ধ্বংসের জন্য জিবরাইল (আ.) দোয়া করেন।'
হজরত ওমর ফারুক (রা.) বলেন, 'দোয়া ততক্ষণ পর্যন্ত আসমান ও জমিনের মধ্যখানে আটকে থাকে, ওপরে ওঠে না, যতক্ষণ পর্যন্ত নবী করিম সা.-এর ওপর দরুদ না পড়ে।' (তিরমিজি ও মিশকাত)

যে গোনাহের কারণে অন্তরের নুর চলে যায়

বিশেষ প্রতিবেদন

গোপন ইবাদত যেমন আল্লাহর কাছে অধিক পছন্দনীয়, তেমনি গোপন অপরাধগুলোও আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ। গোপনে কারো হক নষ্ট করা, কাউকে কষ্ট দেওয়া, গোপনে হারাম কাজে লিপ্ত হওয়া সবই গোপন অপরাধের অন্তর্ভুক্ত। বান্দা গোপনে গুনাহ করতে করতে অন্তর কলুষিত করে ফেলে। ফলে আল্লাহর রহমত থেকে দূরে সরে যায়।
হাদিসে এসেছে, 'বান্দা যখন একটি গুনাহ করে তখন তার অন্তরে একটি কালো চিহ্ন পড়ে। অতঃপর সে যখন গুনাহের কাজ পরিহার করে, ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং তওবা করে, তার অন্তর তখন পরিষ্কার ও দাগমুক্ত হয়ে যায়। সে আবার পাপ করলে তার অন্তরে দাগ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তার পুরো অন্তর এভাবে কালো দাগে ঢেকে যায়। এটাই সেই মরিচা আল্লাহ তায়ালা যার বর্ণনা করেছেন, 'কখনো নয়, বরং তাদের কৃতকর্মই তাদের মনে মরিচা ধরিয়েছে' (সুরা মুতাফফিফিন : ১৪; তিরমিজি : ৩৩৩৪)।
গোপন গুনাহের পরিণতি সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, আমি আমার উম্মতের কতক দল সম্পর্কে অবশ্যই জানি, যারা কেয়ামতের দিন তিহামার শুভ্র পর্বতমালা সমতুল্য নেক আমল নিয়ে উপস্থিত হবে, কিন্তু মহামহিম আল্লাহ সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করবেন।
সাওবান রা. বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! তাদের পরিচয় পরিষ্কারভাবে আমাদের কাছে বর্ণনা করুন, যাতে অজ্ঞাতসারে আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে যাই। তিনি বললেন, তারা তোমাদেরই ভ্রাতৃগোষ্ঠী এবং তোমাদের সম্প্রদায়ভুক্ত। তারা রাতের বেলা তোমাদের মতোই ইবাদত করবে। কিন্তু তারা এমন লোক, যারা একান্ত গোপনে আল্লাহর হারামকৃত কর্মে লিপ্ত হবে। ' (ইবনে মাজাহ : ২/১৪১৮)
অন্তরের নুর চলে যাওয়ার একটি কারণ হলো দৃষ্টি অবনত না করা। বেগানা নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে শয়তান অন্তরে কুমন্ত্রণা সৃষ্টি করে। ধীরে ধীরে বড় গুনাহের দিকে যায়। এমনকি জেনা-ব্যভিচারের প্রতি প্রলুব্ধ করতে থাকে। এ জন্যই নবীজি সা. বলেছেন, 'অনিয়ন্ত্রিত দৃষ্টি হচ্ছে শয়তানের বিষাক্ত তীরগুলো থেকে একটি তীর' (মুসনাদে শিহাব ১/১৯৫)। এ তীরে বিদ্ধ হওয়া থেকে বাঁচতে হলে নজর হেফাজত করতে হবে। অন্যথায় অগণিত নেক আমল করা সত্ত্বেও আল্লাহর সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হতে হবে। ইবনে কাসির রহ. বলেন, নজর এমন একটি তীর যা মানুষের অন্তরে বিষের উদ্রেক করে (তাফসিরে ইবনে কাসির : ৩/১৭৬)। তাই রাসুল সা. উম্মতকে নির্দেশ দিয়ে বলেন, 'তোমরা দৃষ্টিকে নত করো, নিয়ন্ত্রণ করো এবং লজ্জাস্থান হেফাজত করো। ' (তবারানি : ৮০১৮)
পর্নোগ্রাফির আসক্তি গোপন গুনাহের একটি প্রকার। চোখের খেয়ানতই হলো এ আসক্তির মূল কারণ। আত্মাকে গলা টিপে হত্যা করে ফেলে এটি। লাখ লাখ তরুণ-তরুণী এর ভয়াল থাবায় আক্রান্ত। অনেকে চেষ্টা করেও বের হতে পারছে না। মহামারির মতো ছড়িয়ে পড়েছে এটি গ্রামগঞ্জেও। এর প্রতিক্রিয়া এতটাই ভয়াবহ যে, দাম্পত্য জীবন নষ্ট করার পেছনেও এর প্রভাব বিদ্যমান। বিয়ের পরও অনেকে এর আসক্তি থেকে বের হতে পারছে না। ভেবে দেখেছেন, এ পর্নোগ্রাফি কতটা ভয়ংকর রূপ ধারণ করেছে? অনেকে অজান্তেই নিজেকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।
আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তোমরা নিজেদের ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিও না' (সুরা বাকারা : ১৯৫)। সমাজে অধিকহারে ধর্ষণের জন্য এই পর্নোগ্রাফি দায়ী। অনেক সাধারণ দ্বীনদার লোক সব গুনাহ ছাড়লেও এখান থেকে বের হতে পারছে না। গোপন গুনাহে জর্জরিত তারা। লজ্জা-শরম সব বরবাদ করে গোপনে চোখের জেনায় লিপ্ত।
হাদিসে এসেছে, 'নিঃসন্দেহে চোখের ব্যভিচার হলো দৃষ্টিপাত, কানের ব্যভিচার হলো শোনা, জিহ্বার ব্যভিচার হলো কথোপকথন করা, হাতের ব্যভিচার হলো শক্ত করে ধরা, পায়ের ব্যভিচার হলো হেঁটে যাওয়া এবং হৃদয়ের ব্যভিচার হচ্ছে কামনা-বাসনা করা। আর লজ্জাস্থান তা বাস্তবায়ন করে বা মিথ্যা সাব্যস্ত করে। (মুসলিম : ৬৬৪৭)
গোপন গুনাহ থেকে কীভাবে মুক্তি পেতে হয় তার কৌশল নিজেকেই আয়ত্ত করে নিতে হবে। কারও হিম্মতই পারে তাকে এখান থেকে বের করতে। একটু সৎ সাহস ও ইচ্ছা থাকলেই আল্লাহ তায়ালা উপায় বের করে দেবেন। এ ছাড়া কিছু বিষয় মেনে চলা অপরিহার্য। একাকী থাকা যাবে না। অলস সময় পার না করে যেকোনো ভালো কাজে নিয়োজিত থাকতে হবে। কথায় আছে, 'অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা। ' ইন্টারনেট ব্যবহারে সতর্ক থাকা চাই।
পর্নোগ্রাফির বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে প্রচার চালাতে হবে। লজ্জা-শরম তো ঈমানের অঙ্গ (বুখারি : ৪০)। লজ্জাশীলতা বাড়াতে হবে। সৎ ও নেককার বন্ধুদের সঙ্গে চলতে হবে। আলেমদের সংশ্রবে আসতে হবে। সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ। মনে রাখতে হবে, এ ক্ষেত্রে বিয়ের কোনো বিকল্প নেই।

আল্লাহ অহংকারীদের ভালোবাসেন না

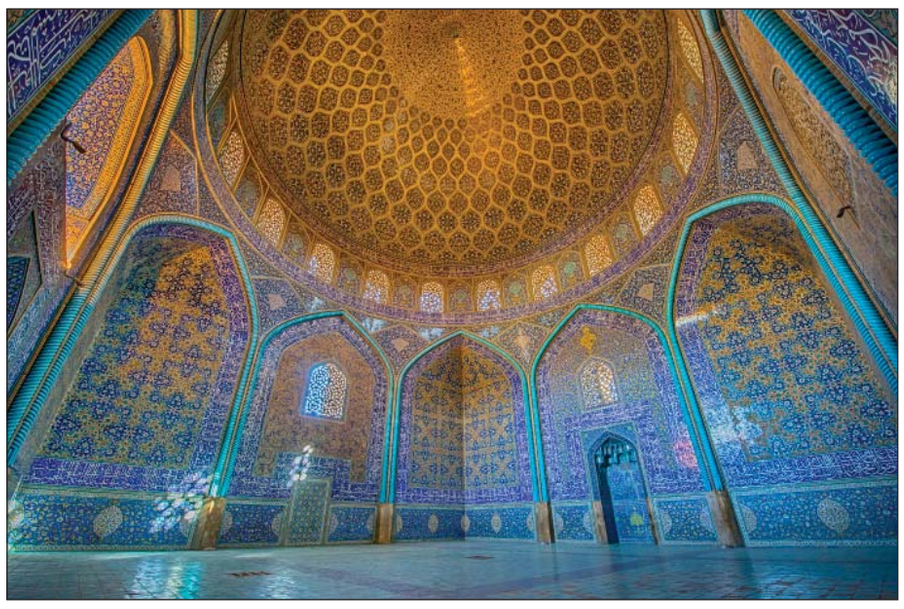

আহমাদ ইজাজ

অহংকার হচ্ছে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা এবং অন্যকে হীন, ক্ষীণ, দুর্বল ভাবা এবং তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা। এমনটিই বলেছেন রাসুলুল্লাহ সা.। আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, 'ওই ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ অহংকার থাকবে।' এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, নিশ্চয়ই একজন মানুষ পছন্দ করে যে তার পোশাক সুন্দর হোক এবং তার জুতা সুন্দর হোক।
তিনি বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ সুন্দর, তিনি সৌন্দর্য ভালোবাসেন। অহংকার হচ্ছে সত্য প্রত্যাখ্যান করা ও অন্যকে তুচ্ছজ্ঞান করা।' (তিরমিজি, হাদিস : ১৯৯৯)
উদ্ধত ও অহংকারী স্বভাবের মানুষ জান্নাতে যাবে না। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে এবং তা থেকে অহংকারভরে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাদের জন্য আকাশের দরজাগুলো উন্মুক্ত করা হবে না এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যে পর্যন্ত না সুচের ছিদ্রপথে উষ্ট্র প্রবেশ করে।
এভাবেই আমরা অপরাধীদের শাস্তি প্রদান করে থাকি।' (সুরা : আরাফ, আয়াত : ৪০)
অহংকারীদের পরিণতি সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, 'অহংকারী ব্যক্তিরা কিয়ামতের দিন উঠবে মানুষের রূপে পিঁপড়াসদৃশ অবস্থায়। চারদিক থেকে লাঞ্ছনা তাদের বেষ্টন করে রাখবে। অতঃপর তাদের 'বুলাস' নামক জাহান্নামের এক কারাগারের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। যেখানে লেলিহান অগ্নি তাদের ঢেকে ফেলবে। সেখানে তারা জাহান্নামিদের গলিত পুঁজ-রক্ত 'ত্বিনাতুল খাবাল' পান করানো হবে।' (তিরমিজি, হাদিস : ২৪৯২)
আল্লাহ অহংকারীকে পছন্দ করেন না। আল্লাহ বলেন, 'আর তুমি অহংকারবশে মানুষ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না এবং জমিনে উদ্ধতভাবে চলাফেরা কোরো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো দাম্ভিক ও অহংকারীকে ভালোবাসেন না। ' (সুরা : লোকমান, আয়াত : ১৮)
অহংকারী ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই যারা আমার ইবাদত থেকে অহংকার প্রদর্শন করে। তারা সত্বর জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত অবস্থায়।' (সুরা : মুমিন/গাফের, হাদিস : ৬০)
অহংকারী মানুষের স্বভাব সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, 'আমি কি তোমাদের জাহান্নামিদের সম্পর্কে অবহিত করব না? তারা হলো প্রত্যেকে রূঢ় স্বভাব, কঠিন হৃদয় ও দাম্ভিক ব্যক্তি।' (বুখারি, হাদিস : ৪৯১৮)
মহানবী সা. বলেন, 'জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক হলো, জাহান্নাম বলল, যত স্বৈরাচারী, জালিম ও অহংকারী আমার মধ্যে প্রবেশ করবে। ... আল্লাহ জাহান্নামকে বলেন, তুমি আমার আজাব। আমি তোমার দ্বারা যার থেকে ইচ্ছা প্রতিশোধ গ্রহণ করব।' (মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ১১৭৭১; সহিহুত তারগিব, হাদিস : ৩২০০)
অন্যদিকে অহংকার পরিত্যাগ করার বিনিময়ে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি আছে। আল্লাহ বলেন, 'আখিরাতের এই গৃহ আমরা প্রস্তুত করে রেখেছি ওই সব মুমিনের জন্য, যারা দুনিয়াতে ঔদ্ধত্য ও বিপর্যয় কামনা করে না। বস্তুত শুভ পরিণাম শুভ আল্লাহভীরুদের জন্য।' (সুরা : কাসাস, আয়াত : ৮৩)

লা লিগায় মৌসুম-সেরা হয়ে বেলিংহাম বললেন, ‘রিয়াল বিশ্বসেরা ক্লাব’

আপনজন ডেস্ক: রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দিয়ে প্রথম মৌসুমেই দারুণ আলো ছড়িয়েছেন জুড বেলিংহাম। শুরু থেকেই রিয়াল মাঝমাঠে তারা হয়ে ছিলেন এ ইংলিশ মিডফিল্ডার। নিজের প্রথম মৌসুমে রিয়ালের হয়ে লা লিগা শিরোপা জেতার পাশাপাশি সহায়তা করেছেন দলটিকে চ্যাম্পিয়নস লিগের ফাইনালে যেতেও।
এমনকি ব্যালন ডি’অর জেতার দৌড়েও অনেকের ফেবারিট বেলিংহাম। লা লিগার মৌসুম শেষ হতে এরই মধ্যে একটি স্বীকৃতিও জুটেছে বেলিংহামের। লা লিগার মৌসুম-সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন বেলিংহাম।
চলতি মৌসুমে রিয়ালের হয়ে ২৮ ম্যাচে ১৯ গোলের পাশাপাশি ৬ গোলে সহায়তা করেছেন বেলিংহাম। মাঝে অবশ্য কিছুটা ছন্দ না হারালে এই পরিসংখ্যান আরও সমৃদ্ধ হতে পারত। এরপরও দলের হয়ে যে অবদান রেখেছেন, তাতেই জুটেছে মৌসুম-সেরার স্বীকৃতি।
পুরস্কার জিতে এক ভিডিও বার্তায় নিজের অনুভূতি জানিয়েছেন বেলিংহাম, ‘এই ট্রফির জন্য ধন্যবাদ। এটা গ্রহণ করাটা সম্মানের ব্যাপার। আমি দুঃখিত যে সরাসরি উপস্থিত হতে পারিনি। আমি চ্যাম্পিয়নস লিগের ফাইনালের প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করছি। আমার ওপর বিশ্বাস রাখার জন্য এ পুরস্কার আমি আমার সতীর্থ, সব স্টাফ এবং কোচকে উৎসর্গ করতে চাই। পাশাপাশি সমর্থকদের কথাও বলতে হয়। এটা বিশ্বের সেরা ক্লাব। এই ক্লাবের হয়ে খেলা সব সময় আনন্দের ব্যাপার।’
লা লিগা জয় সম্পন্ন হলেও বেলিংহামের সামনে এখন অপেক্ষা করছে কঠিন এক পরীক্ষা। আগামী ১ জুন রাতে চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনালে বরুসিয়ার মুখোমুখি হবে তাঁর দল রিয়াল মাদ্রিদ। সেই ম্যাচে ডর্টমুন্ডকে হারাতে পারলে প্রথমবারের মতো চ্যাম্পিয়নস লিগ শিরোপা জয়ের স্বাদ পাবেন বেলিংহাম। যা তাঁকে ব্যালন ডি’অর জয়ের পথেও এগিয়ে দেবে আরেক ধাপ।
লা লিগার মৌসুম-সেরা কোচ নির্বাচিত হয়েছেন জিরোনা কোচ মাইকেল। সদ্য শেষ হওয়া মৌসুমে জিরোনাকে নিয়ে রোমাঞ্চকর ফুটবল উপহার দিয়েছেন মাইকেল। লা লিগায় লম্বা সময় পর্যন্ত দলকে শীর্ষেও রেখেছিলেন এ কোচ। মাঝমৌসুমে পথ না হারালে শেষ দিকে শিরোপা লড়াইয়ে থাকতে পারত জিরোনা। শেষ পর্যন্ত অবশ্য পয়েন্ট তালিকার তিন নম্বরে থেকে মৌসুম শেষ করেছে দলটি, যা তাদের প্রথমবারের মতো নিয়ে গেছে চ্যাম্পিয়নস লিগের মঞ্চেও। এ সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ মৌসুম-সেরা কোচ নির্বাচিত হয়েছেন মাইকেল।

ম্যাক্সওয়েলের প্রতি রানে বেঙ্গালুরুর খরচ ২১ লাখ টাকা

আপনজন ডেস্ক: এবারের আইপিএল কী দেখেনি! সর্বোচ্চ ছক্কা, সর্বোচ্চ চার, ওভারপ্রতি সর্বোচ্চ রান–সবকিছুই দেখেছে এবারের আইপিএল। সদ্য শেষ হওয়া এই আইপিএলে ব্যাটসম্যানরা যেভাবে বোলারদের ওপর দাপট দেখিয়েছেন, এর আগে এমন হয়নি একবারও। তবে মুদ্রার অন্য পিঠও আছে।
এমন এক টুর্নামেন্টেও কিছু ক্রিকেটার আছেন, যাঁরা রান করতে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছেন। এতটাই ব্যর্থ হয়েছেন যে তাঁদের দামের সঙ্গে যদি রানের তুলনা দেওয়া হয়, তাহলে প্রতিটি রানের জন্য ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোকে গুনতে হয়েছে লাখ লাখ টাকা! এই যেমন অস্ট্রেলিয়ার গ্লেন ম্যাক্সওয়েল।
এবারের আইপিএলে ম্যাক্সওয়েলের কী হয়েছিল, সেটা বোধ হয় ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। একটা মৌসুম তো খারাপ যেতেই পারে, তাই বলে এমন! ম্যাক্সওয়েল এবারের আইপিএলে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হয়ে ৯ ইনিংসে করেছেন ৫২ রান (এর মধ্যে এক ইনিংসেই ২৮)–গড় ৫.৭৭! ম্যাক্সওয়েলের দাম ১১ কোটি টাকা–এই হিসাবে তাঁর প্রতিটি রানের জন্য বেঙ্গালুরুর খরচ হয়েছে ২১.১৫ লাখ টাকা।
লক্ষ্ণৌর দেবদূত পাডিক্কালের দাম ৭ কোটি ৭৫ লাখ টাকা। পাডিক্কাল এবারের আইপিএলে ৭ ম্যাচে রান করেছেন মাত্র ৩৮–গড় ৫.৪৩। অর্থাৎ তাঁর প্রতিটি রানের মূল্য ২০.৩৯ লাখ টাকা। কলকাতার নিতিশ রানা এই তালিকায় তৃতীয়। তবে তাতে তাঁর দায় সামান্যই। চোটের কারণে বেশির ভাগ ম্যাচেই খেলতে পারেননি। ৮ কোটি টাকার নিতিশ ম্যাচ খেলেছেন ২টি, রান করেছেন ৩৩। অর্থাৎ তাঁর প্রতিটি রানের মূল্য ১৯ লাখ টাকা।
ভারতের হয়ে এখনো অভিষেক না হওয়া শুভাম দুবেকে কিনতে ৫ কোটি ৮০ লাখ টাকা খরচ করেছিল রাজস্থান রয়্যালস। তবে তাঁকে কাজে লাগাতে পারেনি রাজস্থান। দুবে মাত্র ৩ ইনিংস ব্যাটিং করে রান করতে পেরেছেন ৩৩। সেই হিসাবে তাঁর প্রতিটি রানের মূল্য ১৭.৫৭ লাখ টাকা। চেন্নাই সুপার কিংস এবার ৮ কোটি ৪০ লাখ টাকাতে দলে নিয়েছিল সামির রিজভিকে। তবে নিজের খেলা প্রথম মৌসুমে সেই অর্থে তেমন কিছুই করতে পারেননি রিজভি। ৫ ইনিংস ব্যাটিং করে রান করেছিলেন মাত্র ৫১। অর্থাৎ তাঁর কাছ থেকে প্রতি ১ রানের জন্য ফ্র্যাঞ্চাইজিকে গুনতে হয়েছে ১৬.৪৭ লাখ টাকা করে।
আবার উল্টো হিসাবটাও করা যায়। অল্প খরচে এবার কাদের কাছ থেকে রান পেয়েছে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো? এমন একটা তালিকা করলে সবার ওপরে থাকবে গুজরাট টাইটানসের সাই সুদর্শন। মাত্র ২০ লাখ টাকার এই ক্রিকেটার রান করেছেন ৫২৭। অর্থাৎ তাঁর প্রতিটি রানের পেছনে গুজরাটের খরচ হয়েছে মাত্র ৩৭৯৫ টাকা। পাঞ্জাব কিংসের শশাঙ্ক সিংয়ের মূল্যও ছিল ২০ লাখ টাকা। এই ব্যাটসম্যান এবারের আইপিএলে করেছেন ৩৫৪ রান। তাতে তাঁর প্রতিটি রানের মূল্য ৫৬৪৯ টাকা করে।
আইপিএলে আলোড়ন তোলা জ্যাক ফ্রেসার ম্যাগার্কের মূল্যও ছিল ২০ লাখ টাকা। এবারের আইপিএলে ফ্রেসার ম্যাগার্কের ব্যাট থেকে এসেছে ৩৩০ রান। তাঁর প্রতিটি রানের জন্য দিল্লি ক্যাপিটালসের খরচ হয়েছে ৬০৬০ টাকা করে। তালিকার পরের দুজন ২০ লাখ টাকার আরও দুই ক্রিকেটার অভিষেক পোরেল ও নিতিশ রেড্ডি। দিল্লির হয়ে ৩২৭ রান করা অভিষেকের রানপ্রতি ফ্র্যাঞ্চাইজির খরচ ৬১১৬ আর হায়দরাবাদের হয়ে ৩০৩ রান করা নিতিশের রানপ্রতি মূল্য ৬৬০০ টাকা।

কোহলিকে ছাড়াই বিশ্বকাপ প্রস্তুতি শুরু ভারতের

আপনজন ডেস্ক: বিশ্বকাপ সামনে রেখে নিউইয়র্কে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রস্তুতি শুরু করেছে ভারত ক্রিকেট দল। তবে এখনো সেখানে পৌঁছাননি বিরাট কোহলি। আগামী ১ জুন বাংলাদেশের বিপক্ষে নাসাউ কাউন্টি ক্রিকেট স্টেডিয়ামের প্রস্তুতি ম্যাচে তাঁর খেলা নিয়েও অনিশ্চয়তা আছে। অবশ্য কোহলি কবে যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছাবেন, এ ব্যাপারে কোনো আপডেট জানায়নি ভারতের ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)।
বিশ্বকাপ খেলতে যুক্তরাষ্ট্রে ধাপে ধাপে গেছেন ভারতের খেলোয়াড়েরা। আইপিএলের প্লে-অফে উঠতে ব্যর্থ দলগুলোর খেলোয়াড়েরা গেছেন সবার আগে। অবশ্য ব্যতিক্রম ছিলেন হার্দিক পান্ডিয়া। সবার আগে বিদায় নেওয়া মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের অধিনায়ক যুক্তরাষ্ট্রে গেছেন একটা বিরতি নিয়ে। প্লে-অফে বাদ পড়া দলগুলোর খেলোয়াড়েরা গেছেন নিজ নিজ দল বিদায় নেওয়ার পর। আইপিএলের ফাইনালে ভারতের বিশ্বকাপের মূল দলের কেউই ছিলেন না। রিজার্ভে থাকা রিংকু সিং অবশ্য ছিলেন, তাঁর দল কলকাতা নাইট রাইডার্স ফাইনালে সানরাইজার্স হায়দরাবাদকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়। অন্যদিকে কোহলির দল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু বাদ পড়ে গত ২২ মে।
আহমেদাবাদে রাজস্থান রয়্যালসের কাছে এলিমিনেটর ম্যাচে হারে তারা। এবারের আইপিএলে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক কোহলি।
যুক্তরাষ্ট্রে অনুশীলনের ক্ষেত্রেও ভারত এগোচ্ছে ধাপে ধাপে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করা একটি ভিডিওতে পেসার যশপ্রীত বুমরা বলেছেন, ‘আমরা এখনো ক্রিকেট খেলিনি। আজ শুধু দলের কার্যক্রমে অংশ নিয়েছি। আশা করি, ভালো হবে। আবহাওয়া ভালো। মুখিয়ে আছি।’
ভারত দলের স্ট্রেংথ অ্যান্ড কন্ডিশনিং কোচ সোহম দেশাই বলেছেন, আপাতত তাঁদের প্রধান লক্ষ্য সময়ের পার্থক্যের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া। তিনি বলেন, ‘আমাদের (জাতীয় দল) থেকে তারা আড়াই মাস দূরে ছিল। তারা এখন কোন পর্যায়ে আছে, বিশ্বকাপের আগে কী করতে হবে, সেটিই লক্ষ্য ছিল।’
বিশ্বকাপে গ্রুপ এ-তে পাকিস্তান, আয়ারল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার সঙ্গে আছে ভারত। ৫ জুন আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ শুরু হবে তাদের। ৯ জুন তাদের প্রতিপক্ষ পাকিস্তান। এরপর ১২ জুন যুক্তরাষ্ট্র এবং ১৫ জুন কানাডার বিপক্ষে খেলবেন রোহিতরা। সব কটি ম্যাচই হবে যুক্তরাষ্ট্রে। ভারতের প্রথম তিনটি ম্যাচ নিউইয়র্কে, সর্বশেষ ম্যাচটি ফ্লোরিডায়।
২০০৭ সালে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রথম আসরে চ্যাম্পিয়ন ভারত এর পর থেকে শিরোপা জিততে পারেনি। সর্বশেষ ২০১৪ সালে ফাইনাল খেলেছে দলটি। গতবার ইংল্যান্ডের কাছে হেরে সেমিফাইনাল থেকে বিদায় নিয়েছিল ভারত।

আইপিএল: স্টার্ক পান ২৪ কোটি, রিংকু ৫৫ লাখেই সন্তুষ্ট

আপনজন ডেস্ক: টি-টোয়েন্টিতে রিংকু সিং কী করতে পারেন, তা সবারই জানা। গত আইপিএলেই ৫ বলে পাঁচ ছক্কা মেরে ম্যাচ জিতিয়েছেন। ভারত জাতীয় দলের হয়ে অভিষেকও হয়েছে গত বছরের আগস্টে। মোটামুটি ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে ভারতের অন্যতম সেরা ফিনিশার হিসেবেও বিবেচনা করা হয় রিংকুকে।
আইপিএল নিলামে তাঁর দাম কত হতে পারে বলুন তো?
২০২২ আইপিএল নিলামে কলকাতা তাঁকে ৫৫ লাখ টাকাতে দলে ফিরিয়ে এনেছিল। কিন্তু অঙ্কটি যে তাঁর সামর্থ্যের সুবিচার করে না, সেটিও সবার জানা। রিংকুকে এখন আইপিএল নিলামে তোলা হলে ১০ কোটি টাকাতেও হয়তো হবে না! তাঁকে দলে নিতে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোকে হয়তো এর চেয়েও বেশি টাকা খরচ করতে হবে। তবে এবারের আইপিএল শিরোপা জিতলেও ব্যক্তিগত পারফরম্যান্স অতটা ভালো ছিল না ২৬ বছর বয়সী এ ব্যাটসম্যানের। ১৪ ম্যাচে ১৮.৬৭ গড়ে করেছেন ১৬৮ রান।

কিন্তু রিংকুর সামর্থ্য জানা বলেই গত বছর আগস্টে তাঁকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট অভিষিক্ত করেছে বিসিসিআই। আছেন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের রিজার্ভ খেলোয়াড়ের তালিকায়। কেউ কেউ তাঁর মূল স্কোয়াডে না থাকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। টি-টোয়েন্টিতে যেহেতু তাঁকে ভারতের অন্যতম সেরা ফিনিশার হিসেবে দেখা হয়, তাই আইপিএলে তাকিয়ে একটি বিষয়ে খটকা লাগতেই পারে।
কলকাতায় রিংকুরই সতীর্থ অস্ট্রেলিয়ান পেসার মিচেল স্টার্কের আয় ২৪.৭৫ কোটি টাকা। গত নিলামে তাঁকে এই দামে কিনেছে কলকাতা। অথচ রিংকু পান কিনা মাত্র ৫৫ লাখ টাকা!
রিংকু নিজে এ নিয়ে কি ভাবেন? ভারতের সংবাদমাধ্যম ‘দৈনিক জাগরণ’কে রিংকু এ নিয়ে যা বলেছেন, তা শুনলে চমকে যেতে পারেন, ‘৫০-৫৫ লাখ টাকাই অনেক। শুরুতে কখনো ভাবিনি এত আয় করতে পারব। তখন তো ছোট ছিলাম। এমনকি ৫-১০ টাকা পেলেই বর্তে যেতাম। এখন ৫৫ লাখ পাই, যেটা অনেক। সৃষ্টিকর্তা যা দিচ্ছেন, তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা উচিত।’ রিংকু এরপর সোজাসাপ্টাই বলেছেন, ‘আমার এত পাওয়া উচিত ছিল–কখনো এমন ভাবনা ভাবি না। ৫৫ লাখ টাকা নিয়েই আমি অনেক সন্তুষ্ট। যখন এই টাকাটাও ছিল না, তখন টাকার গুরুত্ব বুঝেছি।’
টাকার পিছু ছোটা নিজের লক্ষ্য নয় বলে জানিয়েছেন রিংকু, ‘সত্যিটা হলো (দুনিয়ার) এ সবকিছুই মায়ার বিভ্রম। আপনি সঙ্গে করে কিছু আনেননি। যাওয়ার সময়ও কোনো কিছু সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন না। সময় কখন পাল্টে যাবে, সেটা আমরা কেউ জানি না। আমি তো মনে করি, যে পথ দিয়ে এসেছি, সেই পথেই চলে যাব। তাই বিনয়ী থাকাই ভালো।’

ফিল্ডিং কোচ, প্রধান নির্বাচক ও প্রধান কোচ মাঠে, ৯ জনের অস্ট্রেলিয়া জিতল ৭ উইকেটে

আপনজন ডেস্ক: জশ হ্যাজলউডের বলে অস্ট্রেলিয়ার ফিল্ডিং কোচ অ্যান্ড্রে বোরোভেচ ক্যাচ নিলেন, প্রধান নির্বাচক জর্জ বেইলি ফিল্ডিং করলেন স্কয়ার লেগে আর প্রধান কোচ অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ডও মাঠে নেমেছিলেন বদলি ফিল্ডার হিসেবে।
এমন অদ্ভুত সব ঘটনাই দেখা গেল পোর্ট অব স্পেনে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে অস্ট্রেলিয়া ও নামিবিয়ার প্রস্তুতি ম্যাচে। মজার ব্যাপার হলো, এমন ম্যাচেও অস্ট্রেলিয়া জিতেছে ৭ উইকেট এবং ৬০ বল হাতে রেখে। এদিন অস্ট্রেলিয়াকে খেলতে হয়েছে ৯ জনকে নিয়ে। কারণ, বিশ্বকাপ দলে থাকা মিচেল স্টার্ক, প্যাট কামিন্স, ট্রাভিস হেড, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, ক্যামেরন গ্রিন ও মার্কাস স্টয়নিসকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। প্রায় আড়াই মাস ধরে আইপিএলে ব্যস্ত ছিলেন তাঁরা। তাঁদের বিশ্রাম দেওয়া নিয়ে অধিনায়ক মিচেল মার্শ বলেছেন, ‘ওরা আইপিএলে ছিল। গত কিছুদিনের মধ্যে বেশ কিছু ম্যাচ খেলেছে। যে কারণে দেশে কয়েকটা দিন পরিবারের সঙ্গে কাটানোর জন্য, ক্লান্তি কাটিয়ে ওঠার জন্য তাদের ছুটি দেওয়া হয়েছে। শেষ পর্যন্ত আমরা ১৫ জনকেই পাব, তবে ওদের বিশ্রাম দেওয়াটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল, সেটা মাত্র কয়েক দিন হলেও।’ অধিনায়ক মার্শও খেলেছেন আইপিএলে।
দিল্লির হয়ে খেলা এ অলরাউন্ডার চোটের কারণে আগেই দেশে ফিরেছেন। ১১ জনের কোটা পূরণ করতেই আজ নামানো হয়েছিল বেইলি ও বোরোভেচকে। প্রধান কোচ ম্যাকডোনাল্ড নেমেছিলেন হ্যাজলউডের বদলি ফিল্ডার হিসেবে। ৯ জনের অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে আগে ব্যাটিং করে নামিবিয়া তুলেছিল ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ১১৯ রান। জবাবে ডেভিড ওয়ার্নারের ২১ বলে ৫৪ রানের ইনিংসে এই রান হেসেখেলে তাড়া করে অস্ট্রেলিয়া। এবার বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার অভিযান শুরু হবে ৬ জুন ওমানের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে। ‘বি’ গ্রুপে তাদের অপর তিন প্রতিপক্ষ ইংল্যান্ড, নামিবিয়া ও স্কটল্যান্ড।

ইউরোপের শীর্ষ ৫ লিগে মৌসুম-সেরা হলেন যাঁরা

আপনজন ডেস্ক: শেষ হয়ে গেল ২০২৩-২৪ লিগ মৌসুম। ঘটনাবহুল মৌসুমে ইউরোপিয়ান শীর্ষ পাঁচ লিগে যেমন প্রত্যাশিত কিছু ফলের দেখা মিলেছে, একইভাবে দেখা গেছে কিছু চমকেরও। যেমন লা লিগা, লিগ আঁ এবং প্রিমিয়ার লিগের চ্যাম্পিয়ন হিসেবে প্রত্যাশিত দলগুলোকে দেখা গেলেও বুন্দেসলিগা জিতে ইতিহাসের জন্ম দিয়েছে বায়ার লেভারকুসেন। সেরা খেলোয়াড়ের তালিকাতেও দেখা গেছে চমক। কে ভেবেছিল, লা লিগায় নিজের প্রথম মৌসুমেই সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার জিতবেন জুড বেলিংহাম কিংবা বুন্দেসলিগায় ফ্লোরিয়ান ভির্টৎস। কিন্তু ফুটবল এমনই। প্রতি মৌসুমেই এমন কিছু খেলোয়াড় উঠে আসেন, যাঁরা নিজেদের প্রতিভার ঝলকে চমকে দেন সবাইকে। এবার মৌসুম সেরা হওয়ার তালিকাতেও আছে তেমন কিছু নাম।

জুড বেলিংহাম, লা লিগা
১৯ গোল, ৬ অ্যাসিস্ট
জুড বেলিংহামের প্রতিভা নিয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না। বুন্দেসলিগার ক্লাব বরুসিয়া ডর্টমুন্ডে থাকতেই আলো ছড়িয়েছিলেন এ ইংলিশ মিডফিল্ডার। গত মৌসুমে তাঁকে কেনে লা লিগা পরাশক্তি রিয়াল মাদ্রিদ। বেলিংহামের প্রতিভা নিয়ে সংশয় না থাকলেও, রিয়ালে তাঁর পারফরম্যান্স কেমন হবে, তা নিয়ে শঙ্কা ছিল অনেকের। কিন্তু নিজের প্রথম ম্যাচ থেকেই সব শঙ্কা উড়িয়ে দিতে থাকেন এ মিডফিল্ডার।
রিয়াল তারকা জুড বেলিংহাম
রিয়াল তারকা জুড বেলিংহামইনস্টাগ্রাম
একের পর এক ম্যাচে ভূমিকা রাখেন রিয়ালের জয়ে। মাঝে কিছু ম্যাচে নিষ্প্রভ থাকলেও, শেষ দিকে ফের ছন্দে ফেরেন বেলিংহাম। শুধু আক্রমণেই নয়, রক্ষণেও দারুণ অবদান রাখতে পারেন এই ইংলিশ তারকা। যার ফলস্বরূপ লা লিগার মৌসুম-সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার উঠেছে তাঁর হাতে।
পুরো স্কোয়াড–বললেন এনরিকে

ফিল ফোডেন, ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
১৯ গোল, ৮ অ্যাসিস্ট
গত কয়েক মৌসুমে পেপ গার্দিওলার অধীনে যে ফুটবলাররা দারুণ উন্নতি দেখিয়েছেন, ফিল ফোডেন তাঁদের অন্যতম। তবে এ মৌসুমে নিজের অবস্থানে দুর্দান্ত ছিলেন এ ইংলিশ তারকা।
মৌসুমজুড়ে অসংখ্য ম্যাচে সিটির ত্রাতা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন তিনি। গোল করা এবং গোলের সুযোগ তৈরি উভয়–ভূমিকাতেই দারুণ কার্যকর ছিলেন ফোডেন। বক্সের বাইরে থেকে আচমকা শটে গোল করায়ও দারুণ কার্যকারিতা দেখিয়েছেন এ উইঙ্গার। সদ্য শেষ হওয়া মৌসুমে লিগে ৩৫ ম্যাচ খেলে ১৯ গোল ও ৮টি সহায়তা করেন তিনি। তবে ম্যাচে প্রভাব বিবেচনায় ফোডেন ছিলেন অনন্য। ফলে তাঁকে বেছে নিতে খুব একটা বেগ পেতে হয়নি প্রিমিয়ার লিগ কর্তৃপক্ষকে।

কিলিয়ান এমবাপ্পে, লিগ আঁ
২৭ গোল, ৭ অ্যাসিস্ট
গত ৭ মৌসুমে ফরাসি লিগ আঁ ও কিলিয়ান এমবাপ্পে যেন সমার্থক হয়ে গিয়েছিল। শেষ পাঁচ মৌসুমে লিগের সেরা খেলোয়াড়ও হয়েছেন তিনি। এবারও সেরা খেলোয়াড় হয়েই এমবাপ্পে শেষ করেছেন লিগ আঁ অধ্যায়। বরাবরের মতো এবারও এমবাপ্পে ছিলেন দুর্দান্ত। পিএসজির লিগ জয়েও তাঁর ছিল দারুণ অবদান। লিগে সর্বোচ্চ ২৭ গোল করার পাশাপাশি করেছেন ৭টি সহায়তাও। তবে আগামী মৌসুমে ফরাসি লিগে আর দেখা যাবে না এমবাপ্পের রাজত্ব। তিনি যে আর লিগেই থাকছেন না।

ফ্লোরিয়ান ভির্টৎস, বুন্দেসলিগা
১১ গোল, ১২ অ্যাসিস্ট
২০২৩-২৪ মৌসুমে সবচেয়ে বড় চমক ছিল বায়ার লেভারকুসেন। অপরাজিত থেকে বুন্দেসলিগা শিরোপা জিতেছে তারা। আর লেভারকুসেনের জার্মান শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে যাঁরা অসামান্য ভূমিকা রেখেছেন, ফ্লোরিয়ান ভির্টৎস তাঁদের অন্যতম। জার্মান এ ফুটবলার ছিলেন জাবি আলোনসোর দলে অন্যতম তুরুপের তাস। লেভারকুসেনের লিগ জয়ের পথে ১১ গোলের সঙ্গে করেছেন ১২টি সহায়তাও।

লাওতারো মার্তিনেজ, সিরি আ
২৪ গোল, ৬ সহায়তা
স্বপ্নের মতো এক মৌসুম শেষ করেছেন লাওতারো মার্তিনেজ। সিরি আ’তে ইন্টার মিলানের লিগ শিরোপা পুনরুদ্ধারের পথে মার্তিনেজ ছিলেন দুর্দান্ত। লিগে ম্যাচের পর ম্যাচে গোল করেছেন। ৩৩ ম্যাচ খেলে করেছেন ২৪ গোল, সঙ্গে আছে ৬ গোলে সহায়তাও। তাঁর এমন পারফরম্যান্সেই মাঝ মৌসুমে নিজেদের ধরাছোঁয়ার বাইরে নিয়ে যায় ইন্টার মিলান। ফলে ইতালিয়ান শীর্ষ লিগে আর্জেন্টাইন এ স্ট্রাইকারের মৌসুম সেরা ফুটবলার হওয়া একরকম অনুমেয়ই ছিল।

কোচ হিসেবে কোম্পানিকে বেছে নিল বায়ার্ন

আপনজন ডেস্ক: নতুন কোচ হিসেবে ভিনসেন্ট কোম্পানির নাম ঘোষণা করেছে বায়ার্ন মিউনিখ। জার্মান ক্লাবটি জানিয়েছে, আগামী তিন বছরের জন্য বায়ার্নের কোচ হিসেবে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে কোম্পানি। সাবেক বেলজিয়ান ডিফেন্ডার কোম্পানির এটি কোচ হিসেবে তৃতীয় চাকরি। এর আগে নিজ দেশের আন্ডারলেখট ও ইংল্যান্ডের বার্নলির ডাগআউটে ছিলেন তিনি। সদ্য সমাপ্ত মৌসুমে বার্নলি প্রিমিয়ার লিগ থেকে অবনমিত হয়ে চ্যাম্পিয়নশিপে নেমে যায়। তবে বার্নলিকে ক্ষতিপূরণ দিয়েই কোম্পানিকে মিউনিখে নিয়ে এসেছে বায়ার্ন। ৩৮ বছর বয়সী কোম্পানি এমন সময়ে বায়ার্নের দায়িত্ব নিয়েছেন, যখন গত এক যুগের মধ্যে সবচেয়ে বাজে মৌসুম পার করেছে দলটি। ২০১১ সালের পর এবারই প্রথম বুন্দেসলিগা জিততে পারেনি বায়ার্ন। বায়ার্ন ব্যর্থ হয়েছে জার্মান সুপার কাপ, ডিএফবি পোকাল ও চ্যাম্পিয়নস লিগেও। এই ব্যর্থতার মধ্যেই ফেব্রুয়ারিতে টমাস টুখেল ও ক্লাব মৌসুম শেষে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার বিষয়ে সম্মত হয়। গত তিন মাসে পরবর্তী কোচ হিসেবে বেশ কয়েকজনকে বিবেচনায় নিয়েছিল বায়ার্ন। এর মধ্যে বায়ার লেভারকুসেনের জাবি আলোনসো, সাবেক কোচ ইউলিয়ান নাগলসমান এবং রালফ রাংনিকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তারা রাজি হননি। টুখেলকে আরও এক মৌসুম রেখে দেওয়ার আলোচনাও বেশি দূর এগোয়নি। শেষ পর্যন্ত বার্নলি কোচ কোম্পানির দ্বারস্থ হয় বায়ার্ন। ২০২২ সালে বার্নলির দায়িত্ব নিয়েই দলটিকে চ্যাম্পিয়নশিপ লিগ থেকে প্রিমিয়ার লিগে ওঠান কোম্পানি।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**